বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১

পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
তথ্য কমিশন

সহযোগিতায়
তথ্য কমিশনের কর্মচারিবৃন্দ

তথ্য কমিশন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মো. আকরাম হোসেন পাটোয়ারী

মূদ্রণ ঃ
আর. জে প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
+৮৮ ০১৭১৩ ০৪২ ৬৩৪

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের উদ্ধৃতাংশ
"আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।"
বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ ছিল অবহেলিত বাঙালির অধিকার আদায়ের দৃপ্ত অঙ্গীকার।

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচিপত্রের সারণী	V-VI
	মুখবন্ধ	VII
	মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন	IX
	তথ্য কমিশনের বর্ষপঞ্জি ২০২২ প্রকাশ	X
	বর্তমানে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ	XI
	সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনারবৃন্দ ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ	XII
	বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	XIII-XVI
	এক নজরে তথ্য কমিশনের কার্যক্রম	XVII-XX
অধ্যায় ১	**তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা**	**০১**
১.১	তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি	০২
১.২	তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন, জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি	০২
১.৩	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা	০৪
অধ্যায় ২	**তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম**	**০৫**
২.১	২০২১ সালে তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম	০৬
২.২	জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ	১২
২.৩	তথ্য মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বর	২১
২.৪	মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভিন্ন অধিদপ্তর/ দপ্তর, সংস্থার এবং উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ	২১
২.৫	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	২১
২.৬	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র	২৩
২.৭	আরটিআই অনলাই ট্র্যাকিং সিস্টেম	২৪
অধ্যায় ৩	**তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম**	**২৫**
৩.১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	২৬
৩.২	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা প্রশাসন/ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	২৭
৩.৩	বেসরকারি সংগঠনসমূহের কর্মকাণ্ড	৩৮
অধ্যায় ৪	**আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন**	**৬৯**
অধ্যায় ৫	**তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি**	**৮১**
৫.১	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা	৮২
৫.২	সরবরাহকৃত তথ্য ও না দেয়া তথ্যের সংখ্যা	৮৪
৫.৩	আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তি	৮৫
৫.৪	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি	৮৫

৫.৫	সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি	৮৬
৫.৬	জেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত আবেদনগুলোর বিভাগওয়ারী বিভাজন	৮৭
৫.৭	সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি জেলা	৮৮
৫.৮	এনজিওসমূহে প্রাপ্ত আবেদন	৮৯
৫.৯	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ	৮৯
৫.৯.১	মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	৯০
৫.৯.২	জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	৯০
৫.৯.৩	এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	৯১
৫.১০	তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি	৯২
৫.১১	তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ (বছর ভিত্তিক)	৯২
৫.১১ (ক)	২০২১ সালে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের (শুনানীর জন্য গৃহীত) বিশ্লেষণ	৯৭
৫.১১ (খ)	মোট অভিযোগকারীর মধ্যে নারী-পুরুষ শ্রেণীভেদ	১০০
৫.১১ (গ)	তথ্য কমিশনের শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসূমহের যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ	১০১
৫.১২	শুনানীর জন্য গৃহীত না হওয়া অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ	১০৩
৫.১২ (ক)	অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার কারণ	১০৩
৫.১২ (খ)	শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি এমন অভিযোগ বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল	১০৪
৫.১৩	তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব	১০৫
৫.১৪	তথ্য কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	১০৫
৫.১৫	তথ্য কমিশন ঃ উল্লেখযোগ্য কেস স্টাডিসমূহ	১০৫
৫.১৬ (ক)	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ/চ্যালেঞ্জসমূহ	১১৯
৫.১৬ (খ)	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশ	১২০
৫.১৭	উপসংহার	১২০
অধ্যায় ৬	**পরিশিষ্টসমূহ**	১২১
ক.	তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	১২২
খ.	তথ্য কমিশনের কর্মরত কর্মচারীবৃন্দের তালিকা	১২৩
গ.	তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯	১২৬
ঘ.	তথ্য অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন কমিটি	১২৯
ঙ.	তথ্য কমিশনের দায়েরকৃত অভিযোগের কতিপয় সিদ্ধান্তপত্র	১৩৭

মুখবন্ধ

সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও আজ কোভিড-১৯ এর সংগে যুদ্ধের পর অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান। কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা কমে এলেও দেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থায় এর প্রভাব বিদ্যমান। এ অবস্থায় সকল কার্যক্রম যথানিয়মে চালিয়ে যাওয়া এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ পরিস্থিতিতেও তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ প্রকাশ সম্ভব হওয়ায় তথ্য কমিশনের দু'জন তথ্য কমিশনার ও সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ, জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্যই প্রণীত হয়েছে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯। এই আইন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে তথ্য কমিশন। এর মাধ্যমে সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থার এবং সরকারী বা বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২০২১ সালের আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসটি জেলার পাশাপাশি উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে পালন করা হয়েছে। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিশন কর্তৃক প্রায় সব অভিযোগই অনলাইনে শুনানী গ্রহণসহ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

সারাদেশে জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর অনুসরণ ও বাস্তবায়নের চিত্র তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস তথ্য কমিশনের এই বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১। আগত দিনে সমাজের সকল স্তরে আইনটি বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

মরতুজা আহমদ
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ প্রকাশ ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। এই বাধ্যবাধকতা থেকে প্রতিবছরের ন্যায় তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদের নিকট ঢাকায় বঙ্গভবনে তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ পেশ করেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। এসময় তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি এবং তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলবার, ০৮ মার্চ ২০২২

তথ্য কমিশনের বর্ষপঞ্জি ২০২২ প্রকাশ

তথ্যের অবাধ প্রবাহের ফলে নতুন নতুন জাত, আধুনিক প্রযুক্তি ও চাষাবাদ পদ্ধতি, ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার ফলে এদেশের কৃষি, মৎস্য, ডেইরী, পোল্ট্রি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। চাষিরা সঠিক তথ্য পাচ্ছে বলেই আমদানী নির্ভর ফল (মাল্টা, ড্রাগন, কাজুবাদাম প্রভৃতি), পানীয় (কফি), নতুন নতুন জাতের সবজি বিভিন্ন অঞ্চলে চাষাবাদের ফলে আমদানী নির্ভরতা কমে আসছে; কৃষিপণ্য, মৎস্য, ডেইরী, পোল্ট্রি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। এ সম্পর্কিত তথ্যকে যত বেশি অবারিত করা যাবে, চাষিরা তত বেশি উৎপাদনে সক্ষম হবেন, আয়-উপার্জন বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বেগবান হবে।

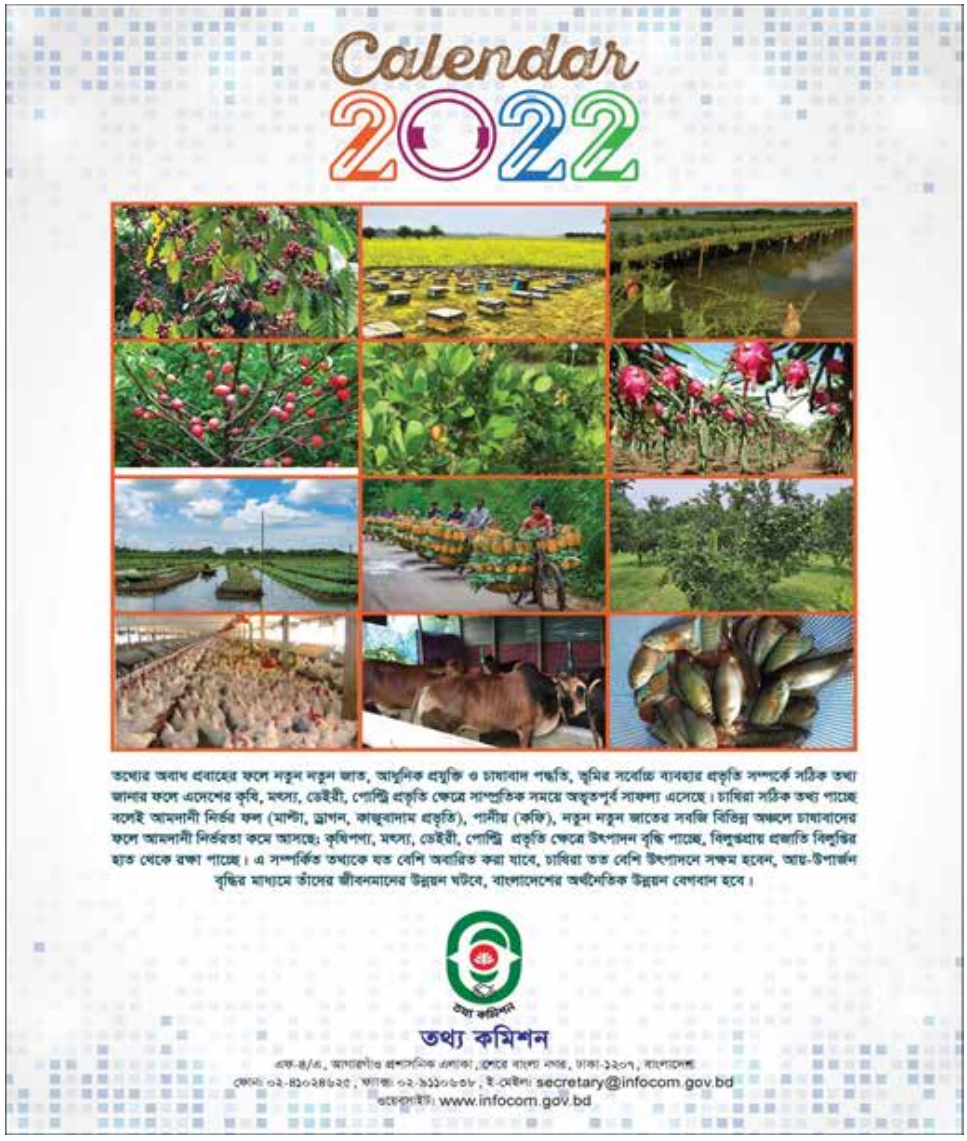

তথ্য কমিশন বর্ষপঞ্জি ২০২২

বর্তমানে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ

মরতুজা আহমদ
প্রধান তথ্য কমিশনার

প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব মরতুজা আহমদ ২০১৮ সালের ১৮ জানুয়ারি যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন।

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি ২০১৮ সালের ২৯ মে যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন।

ডক্টর আবদুল মালেক
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে ডক্টর আবদুল মালেক ২০২০ সালের ৩০ জানুয়ারি যোগদান করে দায়িত্ব পালন করছেন।

সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনারবৃন্দ

এম আজিজুর রহমান
০২ জুলাই, ২০০৯ হতে ১০ জানুয়ারি, ২০১০

মোহাম্মদ জমির
৩১ মার্চ, ২০১০ হতে ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১২

মোহাম্মদ ফারুক
১১ অক্টোবর, ২০১২ হতে ০৯ জানুয়ারি, ২০১৬

অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান
০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ হতে ০৪ জানুয়ারি, ২০১৮

সাবেক তথ্য কমিশনারবৃন্দ

মোহাম্মদ আবু তাহের
০২ জুলাই, ২০০৯ হতে
০১ জুলাই, ২০১৪

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম
০৫ জুলাই, ২০০৯ হতে
০৪ জুলাই, ২০১৪

অধ্যাপক ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ
২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে
৩১ জানুয়ারি ২০১৮

নেপাল চন্দ্র সরকার
১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে
১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বার্ষিক প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০ ধারা অনুযায়ী প্রতিবছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সর্ম্পকে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশ করার বিধান রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিগত বছরসমূহের ন্যায় এবারও তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সারা দেশে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, এ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের ব্যাখ্যা, এতদসংক্রান্ত বিষয়ে আপীল ও নিষ্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের নিয়মিত কর্মসূচি, অর্জিত সাফল্যসমূহ, এতদসংক্রান্ত সভা, সেমিনার, আলোচনা, প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা, সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম প্রভৃতি এ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে জনগণ তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড জানতে পারছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নাগরিকের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তথ্য অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জনগণের মধ্যে এ আইনের চর্চা বৃদ্ধি করা গেলে সরকারি-বেসরকারি সকল সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে হ্রাস পাবে দুর্নীতি এবং দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সুশাসন। এরুপ একটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা থেকে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করে। এ আইনের ১১ ধারা অনুযায়ী আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। দেশে দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের এ সাহসী উদ্যোগ দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব তথ্য কমিশনের হলেও সমাজের অন্যান্য অংশ তথা- বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, উচ্চ আদালত এবং সর্বোপরি সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এ আইনের আওতায় জনগণকে তথ্য প্রদানে প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের জন্য নিয়োজিত থাকবেন, যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনের বিধান ও ব্যতিক্রমসমূহ অনুসরণ করে কাঙ্খিত তথ্য, নির্ধারিত মূল্য গ্রহণপূর্বক তথ্য সরবরাহ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করতে ব্যর্থ হলে আবেদনকারী আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল এবং সে ক্ষেত্রেও সংক্ষুব্ধ হলে এ আইনে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের বিধান রয়েছে। তথ্য কমিশন দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে শুনানী গ্রহণ, সমন জারী এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক অভিযোগ নিষ্পত্তি করে থাকে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নানা কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। দেওয়ানী আদালতের মত এ আইনে তথ্য কমিশন কোন ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারী এবং মৌখিত বা লিখিত সাক্ষ্যপ্রমাণ, দলিল বা অন্যকোন বিষয় হাজির করতে বাধ্য করার আদেশ দিতে পারে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহের আদেশ দিতে পারেন। তথ্য প্রদানে বিলম্ব বা তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি বা ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদানের দায়ে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জরিমানা আরোপ, তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের আদেশও দিতে পারেন।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

- দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সরবরাহের জন্য ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে;
- অধিকাংশ জেলায় তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন সন্নিবেশিত হয়েছে;
- ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী স্ব-উদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক "তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা" প্রণয়ন করে নিজ নিজ দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে:
- বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে;
- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভাগ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে "তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি", জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে "তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি" এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে "তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি" গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২২ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। কমিটিগুলো প্রতি দুই মাস অন্তর সভা করে।
- বেসরকারি সংস্থাসমূহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনগণকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করছে;
- অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম যুগোপযোগী করার জন্য এটুআই এর মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড বর্তমানে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সারা দেশে ৪২,৪৭৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতার তালিকা করে তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং নতুন নিয়োগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত এসব কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করার নিমিত্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনলাইনে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির পথকে সুগম করতে "আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম" উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটুআই এর সহযোগীতায় প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তর স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করছে।

২০২১ সালে ০৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলায় ১,৯৯১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ এনজিও কর্মকর্তা, সাংবাদিক, পুলিশ কর্মকর্তা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্বমোট ৩০৮৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের সকল বিভাগ ও জেলার সাথে ভিডিও কন্‌ফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০১ জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ সময়ে সমগ্র দেশে তথ্য অধিকার আইনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৭৬৫৩ টি। দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত ৭৬৫৩ টি আবেদনের মধ্যে ৭১৭৪ টি আবেদনের চাহিত তথ্য আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। যা মোট আবেদনের ৯৩.৭৪%। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৩৪৪ টি অর্থাৎ ৪.৪৯%। উল্লেখ্য ২০২১ সালের শেষে ১৫৫ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াধীন ছিল।

০১ জানুয়ারী, ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৪৬৩টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যার মধ্যে ২৩৪টি অভিযোগের (মোট অভিযোগের ৫০.৫৩%) শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

২০২১ সালে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এমন অভিযোগগুলোর মধ্যে ২৩০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়। এতে করোনা পরিস্থিতিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে শুনানীতে অংশগ্রহণ করেছে। এতে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যঝুঁকি কমেছে অন্যদিকে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উভয়েরই খরচ, সময় এবং হয়রানি হ্রাস পেয়েছে। ০৪ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে শারীরিক উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়। নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা ২৩৪।

২০২১ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ৪৬৩টি অভিযোগের মধ্যে ২৩৪টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়েছে। তম্মধ্যে ২২১টি অভিযোগ সরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে এবং ১৩টি অভিযোগ বেসরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে দাখিল করা হয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অফিসসমূহ হলো: উপজেলা কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা বোর্ড, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরসমূহ, বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, থানা/উপজেলার বিভিন্ন অফিস, বিভিন্ন ভূমি অফিস, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা/ইউনিয়ন পর্যায়ের অফিসমূহ, এনজিওসমূহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগের মধ্যে পুরুষ অভিযোগকারী ২২৫ জন এবং নারী অভিযোগকারী ৯ জন। ২০২১ সালে শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের (২৩৪ টি অভিযোগ) ক্ষেত্রে পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায় অভিযোগ দায়েরকারীর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে সাধারণ ক্যাটাগরি (১৬৯ টি)। দ্বিতীয় স্থানে সাংবাদিক (৬১ টি)। এছাড়া আইনজীবী ২টি, চাকুরীজীবী ০২ টি ও অন্যান্য ও পেশাজীবী ০২ টি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের মধ্যে ২০২১ সালে ৪৬৩টি অভিযোগের মধ্যে ২৩৪টি অভিযোগের বিষয়ে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এরূপ অভিযোগগুলোর মধ্যে দায়েরকৃত ২২৯টি অভিযোগ শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। 'তথ্য অধিকার আইন,২০০৯' অনুযায়ী যাচিত তথ্য যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায় ৭৭টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করে আইনী পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়াও সুস্পষ্ট/সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় ১৮ টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়নি। যাচিত তথ্যের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/জবাব/সরবরাহকৃত তথ্য 'তথ্য অধিকার আইন,২০০৯' অনুযায়ী যথাযথ প্রতীয়মান হওয়ায়; অভিযোগকারী আপীল আবেদন ছাড়াই সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করায়; তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না থাকায়; যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করায়; সরাসরি তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ নয় (অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত) বিধায়; দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী উল্লেখ না করে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করায়; তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনে স্বাক্ষর না থাকায়; একটি অভিযোগের সাথে একাধিক তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন দাখিল এবং আপীল আবেদন সংযুক্ত না করে অভিযোগ দায়ের করায় অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়নি। উক্ত ২২৯টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফৎ অবহিত করা হয়েছে ও বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য কমিশন তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের শুনানী গ্রহণ করে। কোন নাগরিক তথ্যপ্রাপ্তিতে বাধাগ্রস্ত হলে এবং সেক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭ ধারা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জরিমানা করা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অবহেলাকে অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করে বিভাগীয় শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত দেয়। ২০১১ সাল থেকে অদ্যাবধি মোট ৬৮টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে গুরুত্ব বিবেচনায় ক্ষতিপূরণ/জরিমানা/বিভাগীয় শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০২১ সালে দায়েরকৃত ০৬টি অভিযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি শাস্তি আরোপ করা হয়।

তথ্য কমিশন মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সিভিল সোসাইটি ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় এ বছর রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ২৮ সেপ্টেম্বর অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন

কর্মসুচির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১' উদ্‌যাপন করে। তন্মধ্যে ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশ; জাতীয় এবং বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা, প্রিন্ট ও ডিজিটাল পোস্টার ও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ ৩২,০০০ টির অধিক ওয়েবসাইটে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা, তথ্য অধিকার পুরস্কার প্রদান, মুঠোফোনে এসএমএস ইত্যাদি। গত বছরের ন্যায় এবছরও তথ্য কমিশন বিভাগীয় পর্যায়, জেলা পর্যায়, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) এবং পৌর ডিজিটাল সেন্টারসমূহকে (পিডিসি) সংযুক্ত করে উপজেলা পর্যায়ে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদযাপন করে।

এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার" এবং স্লোগান ছিল "তথ্য আমার অধিকার, জানতে হবে সবার।" এ উপলক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য ও সম্প্রচার সচিবের বাণী এবং তথ্য কমিশনারের ০১টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপনে ১২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে তথ্য অধিকার আইনের উপর দিবসের প্রতিপাদ্য, স্লোগান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্টারীসমূহ ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এছাড়া তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রস্তুতকৃত টিভিসি, ডকুমেন্টারি অডিও মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশনসহ সংশ্লিষ্টদের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণের একটি বড় অংশের সচেতনতার অভাব, আইন বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া, তথ্য কমিশনের সীমিত জনবল ইত্যাদি তথ্য অধিকার আইন সফল বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা মর্মে এ সময়ে চিহ্নিত হয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের পথ আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে তথ্য কমিশনের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সুশীল সমাজ, জনপ্রতিনিধিসহ সকলের অংশগ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

এক নজরে তথ্য কমিশনের কার্যক্রম

০১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) মহান জাতীয় সংসদে পাস, জারীকরণ ও তথ্য কমিশন গঠন: জনগণের ক্ষমতায়ন ও প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি কমিয়ে এনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২৯ মার্চ, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে "তথ্য অধিকার আইন-২০০৯" পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ০৫ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে উক্ত আইনে সদয় সম্মতি প্রদান করেন এবং ০৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে আইনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ০১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ থেকে সারা বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু হয় এবং উক্ত তারিখেই তথ্য কমিশন গঠন করা হয়।

০২। সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন: তথ্য কমিশনের ৭৬ (ছিয়াত্তর) জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনসহ প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির তালিকা অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিভিন্ন পদে ৬১ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তথ্য কমিশনের জনশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতঃমধ্যে বিভিন্ন পদে আরো ২৭৬ টি পদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৩। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও আবেদনের ওপর গৃহীত পদক্ষেপ: ০১ জানুয়ারী, ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৪৬৩টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যার মধ্যে ২৩৪টি অভিযোগের (মোট অভিযোগের ৫০.৫৩%) শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০২১ সালে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এমন অভিযোগগুলোর মধ্যে ২৩০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়। ০৪ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে শারীরিক উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়। নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা ২৩৪।

২০০৯ সাল থেকে ২০২১ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৪৩২৭ টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তন্মধ্যে ২৫৪৯ টি অভিযোগ কমিশন কর্তৃক শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২৪৫২ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০৪। তথ্য অধিকার বিষয়ে জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন হতে এ পর্যন্ত বিভাগীয় পর্যায়ে সকল বিভাগে, জেলা পর্যায়ে সকল জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৬৪ টি জেলায় এবং উপজেলা পর্যায়ে ৫৪৮ টি জনঅবহিতকরণ সভা এবং ৫৪৭ টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য কমিশনের আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজিত হয়েছে এবং প্রতিটি সভায় প্রায় ৩ থেকে ৪ শত লোক অংশগ্রহণ করেছেন। এ পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিভিন্ন পর্যায়ের সাংবাদিক ও সাব-এডিটরস, সাব ইন্সপেক্টর/পুলিশ সদস্য, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী, আরটিআই প্রশিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাসহ মোট- ৪৭,১৪৭ (সাতচল্লিশ হাজার একশত সাতচল্লিশ) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অনলাইনে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫,০০০ জন সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছেন। বর্তমান করোনা (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে শারীরিক উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ভার্চুয়ালী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২১ সালে ০৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলায় ১,৯৯১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ এনজিও কর্মকর্তা, সাংবাদিক, পুলিশ কর্মকর্তা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্বমোট ৩০৮৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের সকল বিভাগ ও জেলার সাথে ভিডিও কন্‌ফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৫। তথ্য প্রদান না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কমিশনের ব্যবস্থা গ্রহণ: তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত আভিযোগের শুনানীঅন্তে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তার প্রতি ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জরিমানা করা হয় ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ না করাকে অসদাচরণ গণ্য করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি সুপারিশ করা হয়। ২০১১-২০২১ সাল পর্যন্ত মোট ৬৮ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি (ক্ষতিপূরণ/জরিমানা/ বিভাগীয় শাস্তি) প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০২১ সালে ০৬ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আর্থিত জরিমানা করা হয়েছে।

০৬। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময়/ ফলোআপ: তথ্য কমিশন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সকল বিভাগীয় অবেক্ষণ (সুপরিবেশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি, জেলা অবেক্ষণ (সুপরিবেশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির সাথে তথ্য অধিকার আইন/অনলাইন প্রশিক্ষণ বিষয়ে মতবিনিময়/ফলোআপ সভা করেছে। 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস- ২০২১' উদযাপন উপলক্ষে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে ০১ টি ভার্চুয়াল সভা করা হয়েছে।

০৭। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারার বিধানের আলোকে তথ্য সরবরাহের জন্য নিয়োজিত ৪২,৪৭৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতার তালিকা করে তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং নতুন নিয়োগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

০৮। তথ্য কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহ , তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা ও লিফলেটসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ এবং তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার গৃহীত প্রচারণামূলক কার্যক্রমসমূহ: তথ্য কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহ , তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা ও লিফলেটসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ এবং তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার সম্পর্কিত গৃহীত প্রচারণামূলক কার্যক্রমসমূহ **পরিশিষ্ট 'ক'** তে সংযোজিত হল।

০৯। আরটিআই ওয়ার্কিং গ্রুপ ও কমিটিসমূহ: তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়) কাজ করছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত তিনটি কমিটি গঠন করা হয়েছে:

ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ **বিভাগীয় কমিটি**
খ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ **জেলা কমিটি**
গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ **উপজেলা কমিটি**

১০। আর্ন্তজাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন: তথ্য কমিশন মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সিভিল সোসাইটি ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় এ বছর রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ২৮ সেপ্টেম্বর অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১' উদ্‌যাপন করে। তন্মধ্যে ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশ; জাতীয় এবং বিভাগ, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা, প্রিন্ট ও ডিজিটাল পোস্টার ও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ ৩২,০০০ টির অধিক ওয়েবসাইটে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা, তথ্য অধিকার পুরস্কার প্রদান, মুঠোফোনে এসএমএস ইত্যাদি। গত বছরের ন্যায় এবছরও তথ্য কমিশন বিভাগীয় পর্যায়, জেলা পর্যায়, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) এবং পৌর ডিজিটাল সেন্টারসমূহকে (পিডিসি) সংযুক্ত করে উপজেলা পর্যায়ে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদযাপন করে।

১১। অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু: ৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি তথ্য অধিকার আইনের উপর অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেমের শুভ উদ্বোধন করেন। গত ২৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এমপি সিলেটে এর পাইলটিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে পাইলটিং কার্যক্রম শেষ হয়েছে। অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম যুগোপযোগী করার জন্য এটুআই এর মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১২। আলোচনা সভা অনুষ্ঠান: জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে তথ্য কমিশন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা করে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছে। তথ্য অধিকার আইনের এক দশক পূর্তিতে ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সিনিয়র সচিব/ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানগণের সাথে 'তথ্য অধিকার আইনের এক দশক' শীর্ষক মতবিনিময় সভা করা হয়েছে।

তথ্য কমিশনের তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি তথ্য কমিশন হতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম যেমন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার" এ অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষে তথ্য কমিশনে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ আগস্ট তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে আলোচনা সভা প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU/ MOC স্বাক্ষর: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা গড়ে তোলা এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সুবিধার্থে তথ্য কমিশন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU/ MOC স্বাক্ষর করে।

১৪। বাজেট: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তথ্য কমিশনের বাজেট ছিল ১০,১৯,৫৩,০০০/- (দশ কোটি উনিশ লক্ষ তেপান্ন হাজার) টাকা। ডিসেম্বর/ ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যায় হয়েছে ২,৮৯,১১,০০০/-(দুই কোটি উননব্বই লক্ষ এগার হাজার) টাকা।

১৫। তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি:
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী **ড. হাছান মাহ্মুদ**, এমপি গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবনের (০২টি বেজমেন্ট ও মূল ভবন ১৩ তলা) ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ভবনের স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

পরিশিষ্ট 'ক'

**** তথ্য কমিশন কর্তৃক জারীকৃত আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহ**

ক. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ইংরেজী পাঠ "The Right to Information Act, 2009"
খ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯
গ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধনী
ঘ. তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০
ঙ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০
চ. তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১
ছ. তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০১১

**** তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা ও লিফলেটসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ**

ক) তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালাসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর সম্বলিত পুস্তিকা, প্রকাশকাল:২০১২;
খ) তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ সম্বলিত বই (ভলিউম-১, ২), প্রকাশকাল: ২০১০;
গ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ব্রেইল পদ্ধতি, প্রকাশকাল: ২০১২;
ঘ) তথ্য অধিকার ম্যানুয়াল, প্রকাশকাল:২০১২;
ঙ) তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্ত সমূহ সম্বলিত বই: (ভলিউম-১, ২, ৩), প্রকাশকাল: ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪;
চ) তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮,২০১৯ এবং ২০২০ ;
ছ) তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্ত সমূহের ইংরেজি সংস্করণ (ভলিউম-১, ২), প্রকাশকাল: ২০১৩, ২০১৪;
ঞ) তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার;
ট) তথ্য অধিকার সহায়িকা, প্রকাশকাল: ২০১৪;
ঠ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i প্রকল্পের সহায়তায় স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা প্রনয়ণ;
ড) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশিকা;

ঢ) আবেদনকারিদের জন্য নির্দেশিকা;
ন) কর্তৃপক্ষের জন্য নির্দেশিকা;
প) নারীমুক্তি ও বাংলাদেশ ঃ আইন বিধি কর্মযোগ এবং তথ্য অধিকার, প্রকাশকাল: ২০১৬:
ফ) Bangladesh: Reflection on the Right to information Act, 2009, প্রকাশকাল: 2015;
ব) আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশ;
ভ) তথ্য অধিকার: কতিপয় গবেষণা, প্রকাশকাল: ২০১৬;
ম) প্রতিবছর ক্যালেন্ডার প্রকাশ;

**** তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রচারণামূলক কার্যক্রমসমূহ**

ক) Text message, sms, TV scroll প্রচার: ২০১০ সাল হতে গ্রামীণফোন, টেলিটক, রবি গ্রাহকদের Text message, sms প্রেরণ এবং সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে TV scroll এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

খ) ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় আরটিআই প্রচার: তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে বিভিন্ন টক-শো/আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রতিমাসে নিয়মিত "তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন" বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন কমিউনিটি রেডিও, এফএম বেতারে তথ্য অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। তথ্য অধিকার আইনকে অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, সিনিয়র সাংবাদিকগণের সাথে মতবিনিময় সভা করা হয়।
এছাড়া আরটিআই বিষয়ক বিভিন্ন খবর/প্রতিবেদন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

গ) বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ: তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা ও জনউৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য কমিশন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে। একুশে বই মেলা, জাতীয় উন্নয়ন মেলা, তথ্য মেলা, তথ্য অলিম্পিয়াড ইত্যাদিতে তথ্য কমিশন অংশগ্রহণ করে থাকে।

ঘ) ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রচার: তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কনটেন্ট, ডকুমেন্টারিসমূহ তথ্য কমিশনসহ ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ডিজিটাল ডিসপ্লেতে প্রচার করা হয়।

ঙ) ডকুমেন্টারি নির্মাণ- তথ্য অধিকার আইনের ১০ বছর পূর্তিতে প্রামাণ্যচিত্র- তথ্য সবার অধিকার: থাকবে না কেউ পেছনে আর; জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা: বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা ও মিঠা পানির সম্পদ রক্ষায় তথ্য অধিকার আইনের প্রাসঙ্গিকতা

চ) টিভিসি/টিভি ফিলার/গম্ভীরা নির্মাণ- তথ্য অধিকার, জনগণের অধিকার; তথ্য পাওয়া আমার অধিকার, তথ্য আমার অধিকার-তথ্য এখন সবার; করবো না আর তথ্য গোপন-স্বচ্ছ সমাজ করবো গঠন।
২০২০ সালে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় টিভিসি " মানবিক সংকটে তথ্য অধিকার আইন" তৈরি করা হয়েছে।

ছ) নাটিকা নির্মাণ: এফএনএফ এর সহায়তায় তথ্য পেলেন কাশেম চাচা

জ) ভিডিও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি: ডিনেট এর সহায়তায়- ইনফোলেডি

ঝ) পটগান নির্মাণ: তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক পটগান

অধ্যায় ১

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

১.১. তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি

১৭৬৬ সালে সুইডেনে আইন পাশের মধ্য দিয়ে সরকারি তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। আন্তর্জাতিকভাবে নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা হলো জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র। ১৯৪৮ সালে ১০ ডিসেম্বরে গৃহীত জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনাপত্র (UDHR) –এর ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ ও মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে; বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে যেকোন মাধ্যমে তথ্য ও মতামত অন্বেষণ, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত"। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১২৯টি দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন " আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়"। এই ভাষণের সূত্র ধরে পরবর্তীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময় সংবিধানের ৭ম অনুচ্ছেদে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" উল্লেখ করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে- 'চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে'। আর তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১৯৮৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে প্রেস কমিশনের সুপারিশ ও ২০০২ সালে আইন কমিশনের কার্যপত্রের সূত্র ধরে বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের দাবী জোরদার হতে থাকে। সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রভৃতি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনা করে ২০০৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া সরকারের নিকট পেশ করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান তথ্য অধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার মতামত নিয়ে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করা হয়। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' জারি করা হয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' কে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় এবং ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে যে কয়টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয় তার মধ্যে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অন্যতম। উক্ত অধিবেশনে ২৯ মার্চ, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপিল, ২০০৯ তারিখে এ আইনটিতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং ৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১১(১) উপ-ধারার বিধান মতে আইন জারির ৯০ দিনের মধ্যে গত ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার ও ২ জন তথ্য কমিশনার তন্মধ্যে একজন নারী কমিশনারের সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হয় এবং ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ থেকে বাংলাদেশ "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর চর্চা শুরু করে।

১.২. তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন, জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিকভাবে তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের তিনটি কক্ষে কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন শেরে বাংলা নগরস্থ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব ভবনের ৩য় তলায় একটি ফ্লোরে ভাড়া ভিত্তিতে তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন করা হয়। বর্তমানে উক্ত ভবনেই কমিশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

২০১০ সালে তথ্য কমিশনের অনুকূলে নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা এর এফ-১৭ডি নং প্লটের ০.৩৫ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। জমির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে এবং জমির রেজিষ্ট্রেশন ও নামজারি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী প্রণীত ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৫,০৪,৫৮,০০০/- (পচাঁত্তর কোটি চার লক্ষ আটান্ন হাজার) টাকা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী **ড. হাছান মাহ্মুদ**, এমপি গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রকল্প ভবনের স্ট্রাকচার নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত ছবি

তথ্য কমিশন ভবনের নমুনা ছবি

এফ-১৭/ডি, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় নির্মাণাধীন ভবনের ছবি

ভবনের বৈশিষ্টসমূহ

- ৭৮৬৬.৪০ বর্গমিটার ফ্লোর স্পেস।
- আরটিআই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ডিজিটাল লাইব্রেরি এবং এয়ারকন্ডিশন রিসোর্স রুম।
- ৩০০ আসন বিশিষ্ট এয়ারকন্ডিশন অডিটরিয়াম।
- একুইস্টিক মাল্টিপারপাস হল ও এজলাস/কোর্ট রুম।
- প্রশিক্ষণার্থীদের অবস্থানের জন্য ডরমেটরি।
- আধুনিক ফায়ার প্রটেকশন সুবিধাদি।
- এসি এবং ফোসর্ড ভ্যান্টিলেশন।
- ১২৫০ কেজি, ১৩ স্টপ প্যাসেঞ্জার লিফ্ট, ৩ স্টপ কারলিফ্ট সুবিধা।
- কার পার্কিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।
- ১২৫০ কেভিএ সাব-স্টেশন ও ৪০০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপন।
- নিজস্ব পাম্পহাউজ এবং ডিপ টিউবওয়েল।
- দৃষ্টিনন্দন ফোয়ারা।
- ভবনের চতুর্দিকে সবুজ ঘাসের সমারোহ।

১.৩. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা

তথ্য কমিশনে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৭৬ টি। তথ্য কমিশনে বর্তমানে ৫৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি কর্মরত আছেন যার মধ্যে ১২ (বার) জন নারী। বর্তমানে পদ শূন্য রয়েছে ১৭টি, এর মধ্যে ১০টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো **পরিশিষ্ট 'ক'** এবং বর্তমানে তথ্য কমিশনে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ, তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োজিত জনবল তালিকা **পরিশিষ্ট 'খ'** তে প্রদর্শিত হলো।

বর্তমানে তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত সারাদেশে ৪২৪৭৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিত চলছে। ডিজিটাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্টের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়েও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জনঅবহিতকরণ সভা করা হচ্ছে। স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ করার নিমিত্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনলাইনে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির পথকে সুগম করতে 'আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম' উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং তা পরীক্ষামূলক ব্যবহারের জন্য সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরগুলো কর্তৃক স্ব স্ব ওয়েবসাইটে প্রচুর তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। অন্যদিকে কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগের সংখ্যা প্রতিবছরেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও মনিটরিং এর জন্য যথেষ্ট জনবল প্রয়োজন হওয়ায় তথ্য কমিশনের টিও এন্ড ই সংশোধনসহ জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব কমিশন পর্যায়ে গ্রহণ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অধ্যায় ২

তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম

তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তথ্য কমিশনের অবকাঠামোসহ প্রয়োজনীয় বিধিমালা, প্রবিধানমালা তৈরী করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনসচেনতা বৃদ্ধি করা। এই আইনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য কমিশন দেশের সকল জেলা-উপজেলা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জনঅবহিতকরণ সভা করছে এবং বিভিন্ন সেমিনার/ সিম্পোজিয়ামের আয়োজন অব্যাহত রেখেছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনকে কীভাবে আরো অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও সিনিয়র সাংবাদিকগণের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

২.১ ২০২১ সালে তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম

২.১.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নাগরিকের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তথ্য অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জনগণের মধ্যে এ আইনের চর্চা বৃদ্ধি করা গেলে সরকারি-বেসরকারি সকল সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে হ্রাস পাবে দুর্নীতি এবং দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সুশাসন। এরুপ একটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা থেকে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করে। এ আইনের ১১ ধারা অনুযায়ী আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে।

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে চলেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সর্বদা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহায়তা করে আসছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে কিংবা স্ব-প্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ, জনঅবহিতকরণ সভা, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, জেলা কমিটি ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটির সভা, উক্ত সভায় তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা, বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা/নীতিমালা প্রণয়ন প্রভৃতি। এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ও প্রশিক্ষণ একাডেমি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন করে থাকে এবং তথ্য কমিশন থেকে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষক বা রিসোর্স পার্সন প্রেরণ করা হয়।

তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হলো:-

- জনগণ ও সরকারি-বেসরকারি কার্যালয় এবং বহিঃবিশ্বের সাথে Online এ যোগাযোগ রক্ষার জন্য তথ্য কমিশনের একটি Web Portal www.infocom.gov.bd নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য কমিশনে সার্ভার স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও প্রবিধানমালা জারি করা হয়েছে। এছাড়া বার্ষিক প্রতিবেদন, তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত ম্যানুয়াল, তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্বলিত পুস্তক, পকেট সংস্করণ, নিউজ লেটার, তথ্য অধিকার সহায়িকা, বুকলেট, লিফলেট, ইত্যাদি প্রকাশ করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের অবহিত করার জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতেও এই আইনটি প্রকাশ করা হয়েছে। এই আইনের ওপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন ডকুমেন্টারি, টিভি ফিলার, গান ও নাটিকা নির্মাণ করা হচ্ছে।

- তথ্য কমিশনের ৭৬ (ছিয়াত্তর) জন জনবল, প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া তথ্য কমিশনের জনশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদে আরো ২৭৬টি পদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

- জনগণকে তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত ৪২,৪৭৮ (বিয়াল্লিশ হাজার চারশত আটাত্তর) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্যাদির ডাটাবেজ তৈরি করে তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

- আইনটি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য এ পর্যন্ত বিভাগীয় পর্যায়ে সকল বিভাগে এবং জেলা পর্যায়ে সকল জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৫২৯ টি জনঅবহিতকরণ সভা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য ৫৪৬ টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

- তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে তথ্য কমিশন এ পর্যন্ত সর্বমোট- ৫০,১৮৬ (পঞ্চাশ হাজার একশত ছিয়াশি) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

- জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে তথ্য কমিশন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা করে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে প্রধান তথ্য কমিশনারগণ যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, ফিলিপাইন, মিশর, তুরস্ক ইত্যাদি দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সাথে তাদের দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

- দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে গত ১০-১৩ মার্চ ২০১৯ তারিখে তথ্য কমিশনারগণের ১১তম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৫০টি দেশ অংশগ্রহণ করে। ১১তম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে গত ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে UNESCO কর্তৃক আয়োজিত মনিটরিং এন্ড রিপোর্টিং অন এসডিজি ১৬.১০.২ (পাবলিক একসেস টু ইনফরমেশন) বিষয়ক ওয়ার্কশপের একটি ওয়ার্কিং গ্রুপের টিম লিডার হিসেবে অংশগ্রহণ করেন তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ।

- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সম্যক অবহিত করার লক্ষ্যে আইনটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে এবং ২০১৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে তথ্য অধিকার আইন অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তদানুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়) কাজ করছে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত তিনটি কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে:

  ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি
  খ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি
  গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি

- বর্তমানে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অনলাইন প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে। এতে করে অতি সহজেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ঘরে বসেই অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছেন। তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট (www.infocom.gov.bd) এর মাধ্যমে "সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ" লিংকে প্রবেশ করে কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে প্রশিক্ষণার্থী তথ্য কমিশন হতে একটি সনদপত্রও পাচ্ছেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৬০,০০০ জন কর্মকর্তা এ অনলাইন প্রশিক্ষণের রেজিস্ট্রেশন করেছেন যার মধ্যে ৪৫,২৮৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছেন।

- তথ্য কমিশন ২০১৮ সাল থেকে দেশের সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও সকল জেলা প্রশাসনের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করে যা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ব্যাপক সাফল্য বয়ে আনে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও সকল জেলা প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় করে এবং অনলাইন ট্রেনিং সাপোর্ট বিষয়ক বিভাগীয় পরিকল্পনা সভার অগ্রগতি পর্যালোচনা করে। তথ্য কমিশন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সকল বিভাগীয় অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি, জেলা অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির সাথে তথ্য অধিকার আইন/অনলাইন প্রশিক্ষণ বিষয়ে নিয়মিত মতবিনিময়/ফলোআপ সভা করছে।

- তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালুকরণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। গত ৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ এমপি তথ্য অধিকার আইনের উপর অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম এবং গত ২৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এমপি সিলেটে এর পাইলটিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমটি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতাধীন সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহারের জন্য পর্যায়ক্রমিক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে a2i এর সহায়তায়। এ উদ্যোগটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ব্যবহারের পথ সুগম করবে।

- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় বিভিন্ন মেলায় তথ্য কমিশন অংশগ্রহণ করে। একুশে বই মেলা, জাতীয় উন্নয়ন মেলা, তথ্য মেলা, তথ্য অলিম্পিয়ার্ড ইত্যাদিতে তথ্য কমিশন অংশগ্রহণ করে থাকে।

- ২০১০ সালে তথ্য কমিশনের অনুকূলে নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা এর এফ-১৭ ডি নং প্লটের ০.৩৫ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। জমির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে এবং জমির রেজিস্ট্রেশন ও নামজারি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী প্রণীত ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৫,০৪,৫৮,০০০/- (পচাঁত্তর কোটি চার লক্ষ আটান্ন হাজার) টাকা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী **ড. হাছান মাহ্মুদ**, এমপি গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে তথ্য কমিশনের নিজস্ব ১৩ তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। ভবনের স্ট্রাকচার নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সুবিধার্থে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অন্যতম মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীনফোন ও রবি এক্সিয়াটা লিমিটেড, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের " a2i Project" বেসরকারি প্রতিষ্ঠান FNF, ডিনেট, টিআইবি এর সাথে তথ্য কমিশন MOU স্বাক্ষর করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেপালের জাতীয় তথ্য কমিশনের সাথে MOU স্বাক্ষর করেছে। তথ্য কমিশনের একটি প্রতিনিধিদল ইতোমধ্যে নেপালে গিয়ে সে দেশের তথ্য কমিশনের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন।

- ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সিভিল সোসাইটি ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় ২০১৪ সাল হতে প্রতিবছর ঢাকাসহ সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে

'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' উদযাপন করা হচ্ছে। মাঠ প্রশাসনের সহযোগিতায় দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় সারা দেশে উদ্‌যাপন করা হয়। তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন এনজিও সমন্বয়ে ঢাকায় এবং মাঠ প্রশাসনের মাধ্যমে বিভাগ, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বর্নাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপনে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয় ও তথ্য কমিশন হতে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, কমিউনিটি রেডিও, এফ এম বেতারসহ বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা, টক-শো ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ডকুমেন্টারী প্রচার করা হয়, আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস এর প্রতিপাদ্য, স্লোগান প্রভৃতি মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়, তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কনটেন্ট, ডকুমেন্টারিসমূহ ডিজিটাল স্ক্রল ও ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডে প্রচার করা হয় এবং জনগণকে সচেতন করতে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপনের ব্যানার, ফেস্টুন প্রচার করা হয়। বিশ্বব্যাপী মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে তথ্য কমিশন হতে ২০২১ সালে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদযাপন কর হয়। পূর্বে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য কমিশন ঢাকায় এবং জেলা পর্যায়ে উদ্‌যাপন করা হতো। এবছর তথ্য কমিশন দিবস উদযাপনের আওতা বাড়িয়ে বিভাগীয় পর্যায়, জেলা পর্যায় এবং ইউডিসিসমূহকে সংযুক্ত করে উপজেলা পর্যায়ে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদযাপন করে।

- তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি তথ্য কমিশন হতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। যেমন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর "ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার" এ অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন, মুজিববর্ষ উদযাপন, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ আগস্ট তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে আলোচনা সভা প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

২.১.২ তথ্য কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি তথ্য কমিশন হতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কনটেন্ট প্রস্তুত করে তথ্য কমিশনের ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডে প্রচার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি পৃথক কনটেন্ট প্রস্তুত করে তথ্য কমিশনের স্ক্রলে প্রচার করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের অফিসের সম্মুখে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তৈরিকৃত একটি বড় ফেস্টুন ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ছবি ও জন্মশতবার্ষিকী বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রচার করা হয়েছে। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তী উপলক্ষে ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তী উপলক্ষে তথ্য কমিশনে ব্যানার, ফেস্টুন, স্ক্রল এবং ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবসের কনটেন্ট প্রচার করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। সেক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কনটেন্ট প্রস্তুত করে তথ্য কমিশনের ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডে প্রচার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি পৃথক কনটেন্ট প্রস্তুত করে তথ্য কমিশনের স্ক্রলে প্রচার করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের অফিসের সম্মুখে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তৈরিকৃত একটি বড় ফেস্টুন ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ছবি ও জন্মশতবার্ষিকী বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রচার করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য কমিশনের তৎকালীন সচিব সুদত্ত চাকমা, পরিচালক (প্রশাসন) জে. আর. শাহরিয়ার, প্রধান তথ্য কমিশনারের সাবেক একান্ত সচিব মোহাম্মদ গোলাম কবির, উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ মাহবুবুল আহসানসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় জাতির পিতার জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে জাতির পিতার আত্মার শান্তি কামনা করে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তী উপলক্ষে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং স্বাধীনতার সুর্বণ জয়ন্তী উপলক্ষে ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক, তথ্য কমিশনের সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা, পরিচালক (প্রশাসন) জনাব জে.আর. শাহরিয়ার, পরিচালক (গ.প্র.প্র.) ড. মোঃ আঃ হাকিমসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তী উপলক্ষে তথ্য কমিশনে ব্যানার, ফেস্টুন, স্ক্রল এবং ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবসের কনটেন্ট প্রচার করা হয়।

২.১.৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকীতে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকীতে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক,

তথ্য কমিশনের তৎকালীন সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা, পরিচালক (প্রশাসন) জনাব জে.আর. শাহরিয়ার, পরিচালক (গ.প্র.প্র.) ড. মোঃ আঃ হাকিম, উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ মাহবুবুল আহসান, উপপরিচালক (গ.প্র.প্র.) জনাব এ, কে, এম, আনিসুজ্জামানসহ তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় জাতির পিতার জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকীতে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

২.১.৪ তথ্য কমিশনে শেখ রাসেল দিবস ২০২১ উদযাপন

শেখ রাসেল দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

"শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস অদম্য আত্মবিশ্বাস" প্রতিপাদ্য নিয়ে শেখ রাসেল দিবস ২০২১ উদযাপন করেছে তথ্য কমিশন। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশনে আলোচনা সভা, দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ। বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম

এনডিসি, তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক, তথ্য কমিশনের তৎকালীন সচিব সুদত্ত চাকমা এবং সহকারী পরিচালক শাহাদাৎ হোসেইন। এসময় তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

২.১.৫ তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

(ক) বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন

তথ্য অধিকার আইন ও এর বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রকাশকারী ও চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন, নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের নের্তৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নের্তৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং গঠিত কমিটিগুলো মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত কমিটিগুলো জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করে থাকে। এছাড়া তাঁর অধিনেতৃত্বে নির্ধারিত সময় পর পর কমিটির সদস্যদের নিয়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন।

(খ) প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রচার

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে টক-শো ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রতি মাসে "তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন"- বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন কমিউনিটি রেডিও ও এফ.এম. বেতারে "তথ্য অধিকার বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

(গ) **তথ্য অধিকার আইন মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ**

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার জন্য তথ্য কমিশন এই আইনটিকে মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ইতোমধ্যেই তা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন: জনঅবহিতকরনসভা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, আন্তজার্তিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়।

২.১.৬ তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের শুনানী ও নিষ্পত্তিকরণ

তথ্য কমিশনের অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করা। তথ্য কমিশনে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৮০৭ টি, ২০১৫ সালে ৩৩৬ টি, ২০১৬ সালে ৫৩৯ টি, ২০১৭ সালে ৫৩০ টি, ২০১৮ সালে ৭৩২ টি এবং ২০১৯ সালে ৬২৮টি, ২০২০ সালে ২৯০ টি এবং ২০২১ সালে ৪৬৩ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের সংখ্যা প্রতিবছরেই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে তথ্য কমিশনে প্রতিমাসে প্রয়োজন অনুযায়ী অভিযোগের শুনানী করা হয়।

২.২ জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ

ক. জনঅবহিতকরণ সভা

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাস হওয়ার পর তথ্য কমিশনের উদ্যোগে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৬৪টি জেলায় জনঅবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। পরবর্তিতে দেশের সকল উপজেলায় পর্যায়ক্রমে জনঅবহিতকরণ সভা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সালে টাঙ্গাইল জেলার ১২টি উপজেলায় এবং ২০১৬ সালে ১৬টি

জেলার ১০২টি উপজেলায়, ২০১৭ সালে ২০টি জেলার ১৫৪টি উপজেলায়, ২০১৮ সালে ০৮টি জেলার ৭৩টি উপজেলায় এবং ২০১৯ সালে ১৭ টি জেলার ১৩১ টি উপজেলায় এবং ২০২০ সালের ০২টি জেলার ০৯ টি উপজেলায় এবং ২০২১ সালের ০১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ০৫টি জেলার ২৯ টি উপজেলায় তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন বছরে যেসকল জেলার উপজেলাতে জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

ক্রমিক নম্বর	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম
০১.	খুলনা	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা সদর
০২.	সিলেট	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা
০৩.	ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	বারহাট্টা, মোহনগঞ্জ, দূর্গাপুর, কেন্দুয়া, আটপাড়া, মদন, কলমাকান্দা, খালিয়াজুড়ী, পূর্বধলা, নেত্রকোনা সদর
০৪.	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	পেকুয়া, কুতুবদিয়া, উখিয়া, রামু, চকরিয়া, কক্সবাজার সদর, মহেশখালী,
০৫.	ময়মনসিংহ	জামালপুর	বকশীগঞ্জ, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, জামালপুর সদর, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ী

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক সর্বসাধারণের জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনঅবহিতকরন সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ধর্মপাশা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ মুনতাসির হাসান। এছাড়া ধর্মপাশা উপজেলার ওসি, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটির সদস্যগণ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সাংবাদিকবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

২৩ অক্টোবর ২০২১

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নেত্রকোনা জেলায় জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা। উক্ত জনঅবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনের পরিচালক জনাব জে আর শাহরিয়ার, নেত্রকোনা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব প্রশান্ত কুমার রায়, নেত্রকোনা জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোঃ আকবর আলী মুনসী। সভায় সভাপতিত্ব করেন নেত্রকোনা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব কাজি মোঃ আবদুর রহমান। এছাড়া জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সদস্যগণ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ১৬ নভেম্বর ২০২১

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নেত্রকোনা জেলায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভায় উপস্থিত অতিথিগণ। ১৬ নভেম্বর ২০২১

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার জনাব দিলরুবা আহমেদ এবং জামালপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ইঞ্জিঃ মোঃ কামরুজ্জামান। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেলান্দহ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটির সদস্যগণ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সাংবাদিকবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

২৩ ডিসেম্বর ২০২১

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভায় উপস্থিত অতিথিগণ। ২৩ ডিসেম্বর ২০২১

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে মৌলভীবাজার জেলায় তথ্য অধিকার অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক। সভায় সভাপতিত্ব করেন মৌলভীবাজার জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মীর নাহিদ আহসান। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সদস্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ০৭ জানুয়ারি ২০২১

উল্লেখ্য, ২০১৫ সন থেকে ২০২১ সন পর্যন্ত ৬৪ টি জেলার সকল উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবং মোট ৫২৮ টি জনঅবহিতকরন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য কমিশনের আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজিত হয়েছে এবং প্রতিটি সভায় প্রায় ৩ থেকে ৪ শত লোক অংশগ্রহণ করেছেন।

খ. প্রশিক্ষণ: ০১ জানুয়ারি ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত দেশের ০৫ টি জেলার ৩৫ টি উপজেলায় বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অফিস প্রধানগণের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এবং প্রতিটি উপজেলায় কমবেশী ৬০ জনকে তথ্য অধিকার বিষয়ক ০১ (এক) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২০২১ সনে যে সকল উপজেলায় প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়েছে তা নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নম্বর	বিভাগের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম
০১.	খুলনা	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা সদর
০২.	চট্টগ্রাম	বান্দরবান	রুমা, আলীকদম, থানচি, লামা, নাইক্ষংছড়ি, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান সদর
০৩.	ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	বারহাট্টা, মোহনগঞ্জ, দূর্গাপুর, কেন্দুয়া, আটপাড়া, মদন, কলমাকান্দা, খালিয়াজুড়ী, পূর্বধলা, নেত্রকোনা সদর
০৪.	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	পেকুয়া, কুতুবদিয়া, উখিয়া, রামু, চকরিয়া, কক্সবাজার সদর, মহেশখালী,
০৫.	ময়মনসিংহ	জামালপুর	বকশীগঞ্জ, ইসলামপুর, দেয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ, জামালপুর সদর, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ী

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নেত্রকোনা জেলায় জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনের পরিচালক জনাব জে আর শাহরিয়ার, নেত্রকোনা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব প্রশান্ত কুমার রায়, নেত্রকোনা জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোঃ আকবর আলী মুনসী। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন নেত্রকোনা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব কাজি মোঃ আবদুর রহমান। ১৬ নভেম্বর ২০২১

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নেত্রকোনা জেলায় জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীগণ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় প্রশিক্ষণ। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ। ২৩ ডিসেম্বর ২০২১

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার জনাব দিলরুবা আহমেদ এবং জামালপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ইঞ্জিঃ মোঃ কামরুজ্জামান। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন মেলান্দহ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম।

২৩ ডিসেম্বর ২০২১

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় বরিশাল জেলায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বরিশালের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম। ১৪ নভেম্বর ২০২১

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি হওয়ার পর হতে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার জন্য পত্র দেওয়া হয়। বিভিন্ন ফোরামে আলোচনায় এবং সরকারি/আধাসরকারি পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে তাগিদ প্রদান করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনারের পক্ষ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত হিসেব অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সরকারি দপ্তরে ১৮০ জন ও বেসরকারি সংস্থায় ৮ জনসহ সর্বমোট নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ১৮৮ জন। সমগ্র দেশ থেকে প্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.infocom.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে এবং নতুন নিয়োগ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

তথ্য কমিশনের ডাটাবেজ অনুযায়ী বছরওয়ারী সংযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা

সাল	সরকারি	এনজিও	মোট সংখ্যা
২০১০	৪৬১৬	১১৩৪	৫৭৫০
২০১১	৩২২২	১৩৩৮	৪৫৬০
২০১২	২২৪৬	৬১৩	২৮৫৯
২০১৩	৪৫২৯	৫৮৩	৫১১২
২০১৪	১৭৭৪	১০১	১৮৭৫
২০১৫	২৭৫	৩০৮৮	৩৩৬৩
২০১৬	৫৮২	০২	৫৮৪
২০১৭	৫৭	০০	৫৭
২০১৮	১৭০৯২	৪১	১৭১৩৩
২০১৯	৮৯০	৫	৮৯৫
২০২০	৯৯	৩	১০২
২০২১	১৮০	৮	১৮৮
সর্বমোট সংখ্যা	৩৫৫৬২ জন	৬৯১৬ জন	৪২৪৭৮ জন

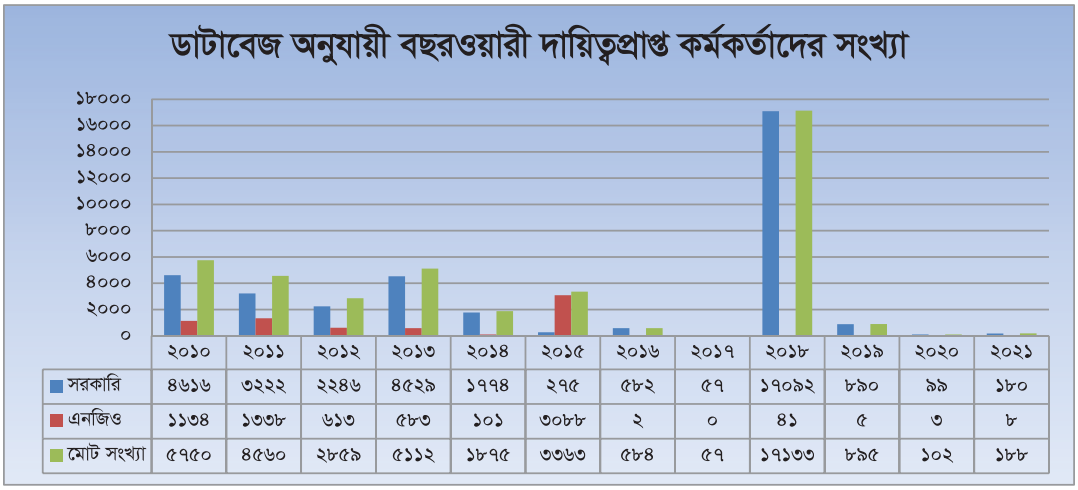

	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
সরকারি	৪৬১৬	৩২২২	২২৪৬	৪৫২৯	১৭৭৪	২৭৫	৫৮২	৫৭	১৭০৯২	৮৯০	৯৯	১৮০
এনজিও	১১৩৪	১৩৩৮	৬১৩	৫৮৩	১০১	৩০৮৮	২	০	৪১	৫	৩	৮
মোট সংখ্যা	৫৭৫০	৪৫৬০	২৮৫৯	৫১১২	১৮৭৫	৩৩৬৩	৫৮৪	৫৭	১৭১৩৩	৮৯৫	১০২	১৮৮

❖ ২০১৮ সালে সকল বিভাগ, জেলা -উপজেলায় অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

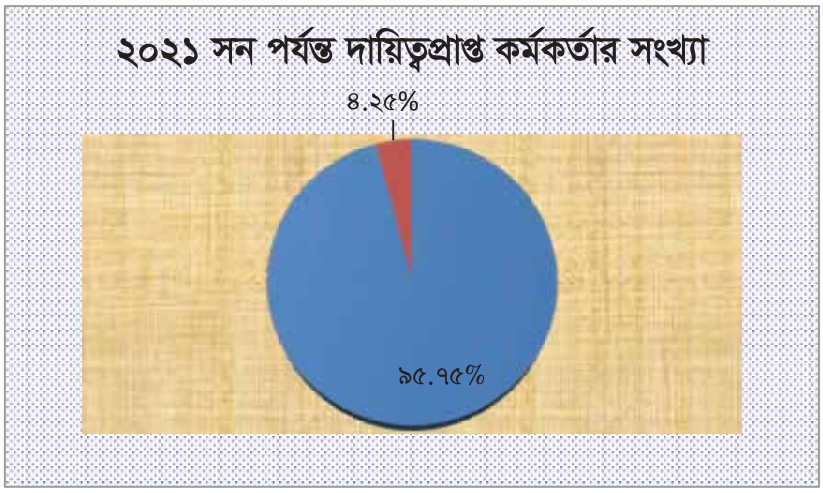

তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (RTI) এর নাম, পদবী ও যোগাযোগের ঠিকানা	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) তথ্য কমিশন	ফোনঃ ০২-৪৮১১০৬৪৯ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ০১৭১০-৬৮৫৯৮৭ ই-মেইলঃ doinfocom@gmail.com
বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (RTI) এর নাম, পদবী ও যোগাযোগের ঠিকানা	জনাব হেলাল আহমেদ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) তথ্য কমিশন	ফোনঃ ০২-৪৮১১০৬৪৮ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ০১৭১৮৭৮৩৫৮৮ ই-মেইলঃ ad.admin@infocom.gov.bd
আপীল কর্তৃপক্ষ (RTI) এর নাম ও পদবী	সচিব তথ্য কমিশন	ফোনঃ ০২-৪১০২৪৬২৫ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ই-মেইলঃ secretary@infocom.gov.bd

তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ২০২১ সালে মোট ১০ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের মধ্যে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ১০ টি। তথ্য মূল্য বাবদ আদায় হয়েছে ২০/- টাকা যা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

২.৩ তথ্য মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বর

১	-	৩	৩	০	১	-	০	০	০	১	-	১	৮	০	৭

২.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভিন্ন অধিদপ্তর/ দপ্তর, সংস্থার এবং উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ

তথ্য কমিশন ২০১০ সাল থেকে সারা দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উপজেলা পর্যায়ে এবং তথ্য কমিশনের উদ্যোগে তথ্য কমিশনে এসব প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। তথ্য কমিশন ২০১০ সালে ১৫২ জন এবং ২০১১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বদলিজনিত কারণে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে তথ্য কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরূপ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সাল থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং শিক্ষক, সাংবাদিক, ইউপি সচিবগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে, ২০১৬ সালে ৫৯২০ জন, ২০১৭ সালে ৮,৮২০ জন ও ২০১৮ সালে ৪,৬৫৬ জন এবং ২০১৯ সালে ৭,৭৫৭ জন এবং ২০২০ সালে ১১৭০ জন ২০২১ সালে ৩০৮৫ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালে বিভিন্ন অধিদপ্তর/সংস্থার ৭৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (আরটিআই) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও তথ্য কমিশনের উদ্যোগে ০১ জানুয়ারি ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত দেশের ০৬ টি জেলার জেলা পর্যায়ে ৩৪২ জন এবং ৩৫ টি উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ে ১৯৯১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, কতিপয় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় তাদের কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে। অধিকন্তু, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট বিশেষত বিপিএটিসি, আরপিএটিসি, এনআইএলজি, বার্ড, বিসিএস প্রশিক্ষণ একাডেমি, ভূমি প্রশাসন কেন্দ্র, পুলিশ ষ্টাফ কলেজ, ডিটেকটিভ ট্রেইনিং স্কুল, এনএপিডিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ একাডেমিতে পরিচালিত বিভিন্ন কোর্সের আওতায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষনার্থীদের তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারবৃন্দ এবং কমিশনের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

২.৫ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

২০১০ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ১৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ২০৯৪ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১২ সালে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ২০৬৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৩ সালে বিভিন্ন জেলা, উপজেলা , মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ ছাড়াও ঢাকা মহানগরীর শিক্ষক, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিট, সাব এডিটরস, এবং পুলিশ ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল সহ মোট ৪২৮৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৪ সালে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ৭৬০১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৫ সালে প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ২৬১৩ জন। বিভিন্ন জেলা উপজেলা ছাড়াও যার অন্তর্ভুক্ত ছিলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট,সাব ইন্সপেক্টরগণ(ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল), ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট। ২০১৬ সালে প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ৫৯২০ জন। বিভিন্ন জেলা উপজেলা ছাড়াও যার অন্তর্ভুক্ত ছিলো পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), জনতা ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাপেক্স, আইএমইডি, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ওয়াইজেএফবি সাংবাদিক এবং নারী সাংবাদিক। ২০১৭ সালে তথ্য অধিকার আইন. ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ৮৮২০ জন। ২০১৮ সালে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ৪৬৫৬ জন, ২০১৯ সালে ৭৭৫৭ জন। ২০২০ সালে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো ১১৭০ জন। ২০২১ সালে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা ছিলো

৩০৮৫ জন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি), বিসিএস এডমিন একাডেমি, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে তথ্য কমিশনার মহোদয়গণ নিয়মিতভাবে রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

২০২১ সালে তথ্য অধিকার আইন. ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা নিম্নে সারণিতে দেখানো হলো

বিভাগের নাম	জেলার নাম	জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা	উপজেলার নাম ও প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা		মোট প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা
খুলনা	**চুয়াডাঙ্গা**	৫০ জন	আলমডাঙ্গা	৬০ জন	২৪০ জন
			দামুড়হুদা	৬০ জন	
			জীবননগর	৬০ জন	
			চুয়াডাঙ্গা সদর	৬০ জন	
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	৬০ জন	রুমা	৬০ জন	৩৬৩ জন
			আলীকদম	৪৯ জন	
			থানচি	৪৩ জন	
			লামা	৬০ জন	
			নাইক্ষংছড়ি	৪০ জন	
			রোয়াংছড়ি	৫১ জন	
			বান্দরবান সদর	৬০ জন	
ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	৬০ জন	বারহাট্টা	৬০ জন	৫৯৭ জন
			মোহনগঞ্জ	৬০ জন	
			দূর্গাপুর	৫৭ জন	
			কেন্দুয়া	৬০ জন	
			আটপাড়া	৬০ জন	
			মদন	৬০ জন	
			কলমাকান্দা	৬০ জন	
			খালিয়াজুড়ী	৬০ জন	
			পূর্বধলা	৬০ জন	
			নেত্রকোনা সদর	৬০ জন	
চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	৫৬ জন	পেকুয়া	৬০ জন	৪০১ জন
			কুতুবদিয়া	৫৫ জন	
			উখিয়া	৬০ জন	
			রামু	৬০ জন	
			চকরিয়া	৪৯	
			কক্সবাজার সদর	৬০ জন	
			মহেশখালী	৫৭ জন	
ময়মনসিংহ	জামালপুর	৫৬ জন	বকশীগঞ্জ	৫১ জন	৩৯০ জন
			ইসলামপুর	৬০ জন	
			দেয়ানগঞ্জ	৫৩ জন	
			মাদারগঞ্জ	৫৮ জন	
			জামালপুর সদর	৫৬ জন	
			মেলান্দহ	৬০ জন	
			সরিষাবাড়ী	৫২ জন	
বরিশাল	বরিশাল	৬০ জন			

২০২১ সাল পর্যন্ত সর্বমোট **৫০,২২২** জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগনণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। এছাড়াও এ পর্যন্ত প্রায় ৬০,০০০ জন কর্মকর্তা এ অনলাইন প্রশিক্ষণের রেজিস্ট্রেশন করেছেন যার মধ্যে ৪৫,২৮৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেছেন।

সাল	মোট প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	অধিদপ্তর / সংস্থার	জেলা	উপজেলা
২০২১	৩০৮৫ জন	৭৫২ জন	০৬ টি জেলার জেলা পর্যায়ে ৩৪২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	০৫ টি জেলার ৩৫ টি উপজেলায় ১,৯৯১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.৬ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র

সাল	বছরওয়ারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা
২০১০	১৫২ জন
২০১১	২০৯৪ জন
২০১২	২০৬৭ জন
২০১৩	৪২৮৭ জন
২০১৪	৭৬০১ জন
২০১৫	২৬১৩ জন
২০১৬	৫৯২০ জন
২০১৭	৮৮২০ জন
২০১৮	৪৬৫৬ জন
২০১৯	৭৭৫৭ জন
২০২০	১১৭০ জন
২০২১	৩০৮৫
সর্বমোট	৫০২২২ জন

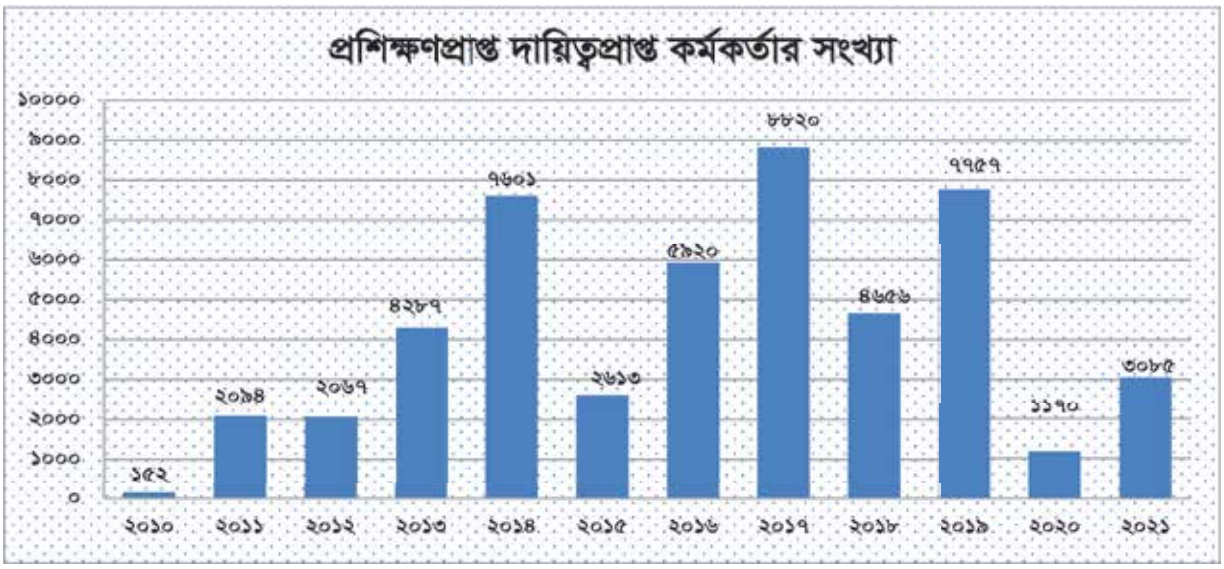

মোট প্রশিক্ষণকৃত **৫০২২২** জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার মধ্যে ২০১০ সালে ১৫২ জন, ২০১১ সালে ২০৯৪ জন, ২০১২ সালে ২০৬৭ জন, ২০১৩ সালে ৪২৮৭ জন, ২০১৪ সালে ৭৬০১ জন, ২০১৫ সালে ২৬১৩ জন, ২০১৬ সালে ৫৯২০ জন ও ২০১৭ সালে ৮৮২০ জন , ২০১৮ সালে ৪৬৫৬ জন, ২০১৯ সালে ৭,৭৫৭ জন, ২০২০ সালে ১১৭০ জন এবং ২০২১ সালে ৩০৮৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা উপর্যুক্ত চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

২.৭ আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

রাষ্ট্রে তথ্যের অবাধ প্রবাহ গণতন্ত্র ও সুশাসনের পূর্বশর্ত। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার অন্যতম উপায় হল সরকারি তথ্য উন্মুক্ত করে জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে জনসাধারণ যেকোনো সরকারি এবং বেসরকারি অফিসে নির্দিষ্ট তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারেন। তথ্য না পেলে বা সন্তুষ্ট না হলে আপীল করতে পারবেন। যদি কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তাহলে নাগরিক সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে পারেন। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে সশরীরে উপস্থিত হয়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য পেতে আবেদন করার পদ্ধতি চালু রয়েছে। তবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে যদি এই সকল তথ্য পাওয়া যায়, তাহলে নাগরিকের সময়, অর্থ ও শ্রম অনেক সাশ্রয় হবে। আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম হচ্ছে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে অনলাইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল ও অভিযোগ দায়েরের ব্যবস্থা। আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমে প্রধানত ০৪ (চার) ধরণের ব্যবহারকারী রয়েছে। এরা হচ্ছে নাগরিক, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ ও তথ্য কমিশন। নাগরিক সিস্টেমটি ব্যবহার করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করতে পারবেন। আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম ২০১৪ সালে ডিনেটের সহযোগিতায় প্রথম যশোর ও মানিকগঞ্জে পাইলটিং করা হয়। পরে ২০১৯ সালে সিস্টেমটি ২য় ধাপে সিলেট জেলার সিলেট সদর এবং দক্ষিণ সুরমা উপজেলায় পাইলটিং করা হয়। এক পর্যায়ে ডিনেটের ফান্ড শেষ হওয়ায় এবং করোনা প্রকোপের কারনে সিস্টেমটির উন্নয়ন বন্ধ থাকে। উল্লেখ্য, ডিনেট নির্মিত আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমের সাথে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন কেন্দ্রিয় ডাটাবেইসের (যেমনঃ দপ্তর ও এনআইডি এবং ই-নথি সিস্টেম) সাথে ইন্ট্রিগেশন না থাকায় সিস্টেমটি নিয়ে কাজ করা বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে পরে। এমতাবস্থায় এটুআই এর সাথে এ বিষয়ে কয়েকবার সভা করা হয় । সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটুআই নির্মিত মাইগভ প্লাটফর্মের আওতায় অনলাইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াকে তথ্য কমিশনের চাহিদামত হালনাগাদ করা হয়। অনলাইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সাথে অনলাইন পেমেন্ট যুক্তকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অনলাইন পেমেন্ট যুক্ত হলে তথ্য কমিশনের নির্দেশক্রমে অনলাইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াকে ট্রেইনিং সার্ভার হতে লাইভ সার্ভারে স্থানান্তর করা হবে। পরবর্তীতে অনলাইনে আপীল ও অভিযোগ প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য কার্যক্রম তথ্য কমিশনের নিজ ব্যবস্থাপনায় ও এটুআই এর সহযোগিতায় সম্পন্ন করা হবে।

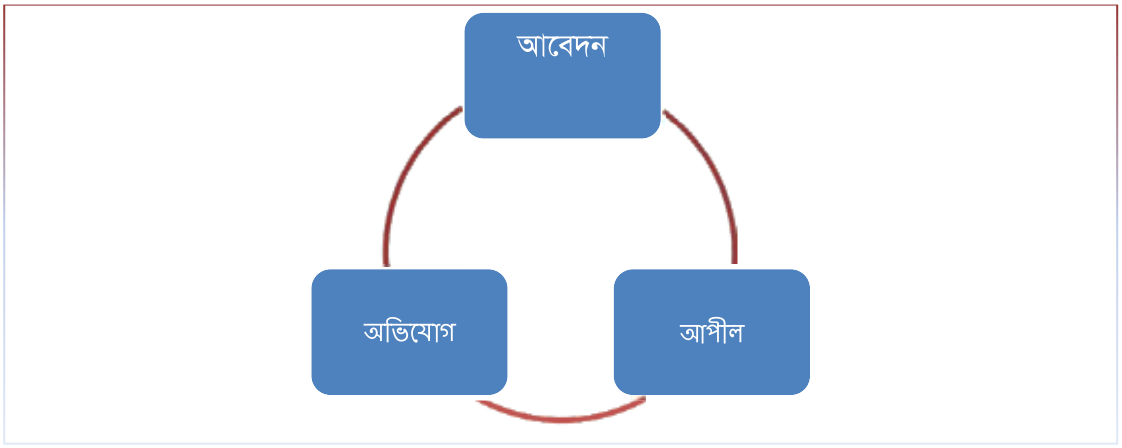

চিত্রঃ আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ ৩টি ধাপ

১ম ধাপে অনলাইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করা হবে। সরকারের মাইগভ প্লাটফর্মের আওতায় সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এর কাজ এটুআই করবে মর্মে সম্মত হয়েছে। তবে বাস্তবায়ন করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ২য় ধাপ ও তৃতীয় ধাপে আপীল ও অভিযোগ প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য কার্যক্রম তথ্য কমিশনের নিজ ব্যবস্থাপনায় ও এটুআই এর সহযোগিতায় সম্পন্ন করা হবে।

অধ্যায় ৩

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

অধ্যায় - ৩
তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর ও বেসরকারি সংস্থার গৃহীত সেবা, সম্পদ ও নিরাপত্তা বেষ্টনীতে জনগণের অবাধ প্রবেশ নিশ্চিতকরণে এবং এগুলো যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ যুগোপযোগী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

৩.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ; নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন; তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন; তথ্য অধিকার ও স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রমের অগ্রগতি জোরদারকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে গত ২২ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪.১৭৫ নং স্মারকে তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়ে) গঠন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদারকরণে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের আরো সক্রিয় করার নিমিত্ত ২০১৮ সনে বিভাগীয় কমিশনারদের সভায় আলোচনা করা হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠনসহ উক্ত তিনটি পর্যায়ে পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করার ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়) পূর্ণগঠনসহ তথ্য অধিকার আইন ও এর বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রকাশকারী ও চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন, নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি গঠন করে ২২ মে ২০১৮ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করে। **কমিটিগুলো গঠন সম্পর্কে গেজেটের কপি পরিশিষ্ট ঘ তে সন্নিবেশিত করা হলো।**

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম তদারকিসহ বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছে। তথ্য অধিকার ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা আহ্বান, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে তথ্য অধিকার অন্যতম সূচক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তায় সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও কার্যালয়সমূহ তথ্য অধিকার আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের আলোকে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল কার্যালয়ে সেটি অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

৩.২ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা প্রশাসন/ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

কর্তৃপক্ষের নাম	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১। মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রদানকারী ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, তথ্য প্রদানকারী বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রকাশযোগ্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। ৩। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সিটিজেন'স চার্টার প্রকাশ করা হয়েছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান। ২। পোস্টার স্থাপন। ৩। নিয়মিত তথ্য অবমুক্তকরণ।
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১। বিদেশে অভিবাসী কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত নিয়োগানুমতি পত্র জনগণের অবহিতকল্পে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ২। ১৪-১০-২০২১ তারিখে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। ৩। ক্যাটাগরি ভিত্তিক তথ্যের তালিকা মন্ত্রণালযের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। ৪। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। ৫। তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ৬। সচিবালয় নির্দেশিকা অনুযায়ী নথির শ্রেণিকরণ ও শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১। মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে তথ্য প্রকাশ করা। ২। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাওয়ার পর তথ্য প্রদানের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। ৩। স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য নির্দেশিকা ২০২২ প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৪। ওয়েবসাইটে আপীলকারী কর্তৃপক্ষ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি হালনাগাদ রাখা হয়েছে।
শিল্প মন্ত্রণালয়	১। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও অংশীজনের সমন্বয়ে সভার আয়োজন। ২। সেবাবক্স হালনাগাদকরণ। ৩। শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন। ৪। শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য অধিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ/বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/শিক্ষকগণের সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ে মতবিনিময় করে থাকেন।
রেলপথ মন্ত্রণালয়	১। ০১ জন আবেদনকারীকে চাহিত তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে। ২। ০৫ জন আবেদনকারীর তথ্য প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে পত্র দেয়া হয়েছে। ৩। ০১টি আপীল আবেদন শুনানীঅন্তে চাহিত তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে ও

	অপর ০১টি আপীল শুনানির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিজি, বিআর'কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২। 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে।
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১। সাংগঠনিক কাঠামো, মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম, সিটিজেন চার্টার, বাজেট, বার্ষিক প্রতিবেদন কর্মকর্তাদের নাম পদবি, ই-মেইল এবং হালনাগাদ প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, অফিস আদেশ এবং তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৮ প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী, টেলিফোন নম্বর ও ইমেইল ঠিকানা নিয়মিত ওয়েবসাইটে হালনাগাদকরণ। ২। আপীল কর্মকর্তার নাম, পদবী, টেলিফোন নম্বর ও ইমেইল ঠিকানা নিয়মিত ওয়েবসাইটে হালনাগাদকরণ। ৩। কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান। ৪। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম। ৫। বিভিন্ন সভা/ সেমিনারে উপস্থিত সদস্যদেরকে তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে অবহিতকরণ।
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	১। কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ। ২। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। ৩। ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখা। ৪। তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রচার প্রচারণা। ৫। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ।
কৃষি মন্ত্রণালয়	১। তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভা ও প্রশিক্ষণ।
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১। বিধি মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়। ২। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রণয়নে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান। ৩। একটি কর্মশালার মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ক্যাটাগরি করা হয়েছে।
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১। দেশব্যাপী ৮৯টি তথ্য প্রদান ইউনিটে মাধ্যমে তথ্য অধিকার সেবা বিকেন্দ্রীকরণ। ২। সংস্থার ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবা বক্স নিয়মিত হালনাগাদকরণ। ৩। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে তথ্য আবেদনে সুযোগ সুষ্টির মাধ্যমে নাগরিকের তথ্য সেবা সহজীকরণ। ৪। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কিত সমন্বিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর বাস্তবায়ন।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৯ প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ২। মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের অর্জন/সাফল্য/কার্যাবলি সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ৩। মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন্স চার্টার হালনাগাদপূর্বক ওয়েবসাইটে আপলোপ করা হয়েছে। ৪। এ বিভাগের ২য় হতে ১০তম গ্রেডের সকল কর্মকর্তাগণকে নিয়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ৫। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), সিটিজেন চার্টার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৬। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরী করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা বিভাগ	১। ইন হাউজ ট্রেনিংয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অন্তর্ভুক্ত করে মোট ১০৭ (একশত সাত) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ২০২১ সালে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২। প্রতিটি মাসিক সমন্বয় সভায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। ৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা, আপিল কর্মকর্তা মনোনয়নপূর্বক পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নাগরিকদের তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। ৩। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভা আয়োজন, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ, তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণ আয়োজন।
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১। গত ৬.১১.২০২১ তারিখে তথ্য অধিকার বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ২। তথ্য অধিকার বিষয়ে এ বিভাগের প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা হতে গত ০১/১১/২০২১ ও ০৪/১১/২০২১ তারিখে ১০-২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দুটি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩। গত ২৮.১২.২০২১ তারিখে ৪৭৯ নম্বর স্মারকে এ বিভাগের সকল অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখায় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/ হালনাগাদকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
নৌপরিবহন অধিদপ্তর	১। ওয়েবসাইটে নোটিশ/আদেশ/বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ। ২। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ, প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ত্রৈমাসিক, সাম্মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ। ৩। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রতিবেদন প্রকাশ। ৪। নাবিক নিয়োগকারী এজেন্ট বিবরণী সংশোধন করে প্রকাশ। ৫। ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি তালিকা প্রকাশ। ৬। অনুমোদিত শিপইয়ার্ড ও ডকইয়ার্ড-এর তালিকা প্রকাশ। ৭। অনুসমর্থিত আইএমও কনভেনশন তালিকা প্রকাশ। ৮। বাংলাদেশ হতে জারীকৃত সিওসি সনদ স্বীকৃত দেশের তালিকা প্রকাশ। ৯। সিওসি পরীক্ষার প্রশ্নব্যাংক, স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত চিকিৎসকদের তালিকা প্রকাশ। ১০। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য হালনাগাদ করে প্রকাশ। ১১। জাল সিডিসি, সিওসি সনদ বাতিলের তথ্য প্রকাশ।
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য সহজলভ্য করে প্রকাশ এবং জনগণের চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য প্রতিটি জেলা ও জেলাধীন উপজেলা কার্যালয়ে তথ্য প্রদান ইউনিট গঠন করা। ২। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা। ৩। স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রস্তুত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৪। জেলা উপজেলা থেকে প্রাপ্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বাৎসরিক প্রতিবেদন তৈরী করা এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ। ২। তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরীকরণ। ৩। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে সভার আয়োজন। ৪। তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	১। প্রধান কার্যালয় এবং সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তা নির্ধারণপূর্বক কর্মকর্তাগণের নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর ওয়েবসাইটে প্রদর্শন। ২। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ এবং একটি সভা করা হয়েছে।
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	১। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাজারদর প্রতিবেদন, উৎপাদন খরচের তথ্য, বাজারদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ, কৃষক প্রাপ্ত বাজার দর, ধান/চাল ও মৌসুমী ফসলের বাজারদরসহ বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়।
মৎস্য অধিদপ্তর	১। সদর দপ্তরসহ অধিনস্থ সকল দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে এবং তা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে চাহিদামাফিক তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১। তথ্যের ক্যাটাগরি/ক্যাটালগ প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ২। তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান। ৩। স্টেকহোল্ডারদের সহিত তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সচেতনতামুলক সভার আয়োজন। ৪। তথ্য অধিকার সংক্রান্ত খবর অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রচার।
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর	১। প্রশিক্ষণের আয়োজন। ২। জনসচেতনা বৃদ্ধির জন্য তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র (ফরম-ক) বিতরণ। ৩। বিভাগীয় ও জেলা কর্মকর্তাদের নিয়ে জুমে সভা অনুষ্ঠিত।
পাট অধিদপ্তর	১। পাট অধিদপ্তর কর্তৃক তৈরীকৃত পোষ্টার এবং লিফলেট এ তথ্য অধিকার আইনের প্রচারণা করা হচ্ছে এবং তথ্য অধিকার আইনের বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষন প্রদান করা হচ্ছে।
বস্ত্র অধিদপ্তর	১। বস্ত্র অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন কলেজসমূহে ভর্তি ও ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য বস্ত্র অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	১। ইউজিসি'র তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্যাদি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৩। তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য ইউজিসি কর্মকর্তাদের জন্য চলতি অর্থ বছরে ০৩ টি প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন	১। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান। ২। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৩। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ। ৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরী ও ক্যাটালগ তৈরী/হালনাগাদকরণ।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সভায় তথ্য সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা হয়। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বদা প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অফিস, বিভাগ, ইনস্টিটিউট, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম, শিক্ষার্থী ভর্তি ও পরীক্ষা সংক্রান্ত, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগসহ যাবতীয় তথ্যাদি চবি ওয়েবসাইটে আপলোড এর কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রক্রিয়া নিয়মিত অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও, জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের টেন্ডার/ই-টেন্ডার/নোটিশসহ বিভিন্ন তথ্যাবলী দেশের দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে এবং তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়ে থাকে।
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	১। তথ্য অধিকার সম্পর্কিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিযুক্তকরণ। ২। সচেতনতা আনয়নে অভ্যন্তরীণ সার্কুলার প্রদান। ৩। তথ্য বাতায়নে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনপত্র, তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ, আপীল আবেদন ও আপীল আবেদনের জবাব ফরম সংযুক্তকরণ।
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী যাচিত তথ্যাদি প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া সিটিজেন চার্টার এবং বিদ্যুৎ সেবা বিষয়ে ব্যানার ও ফেস্টুন, ভিডিওচিত্র ইত্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে জনগণকে বিদ্যুৎ বিষয়ে অবহিতকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট, ব্রশিওর, মুদ্রিত বই / প্রতিবেদন, বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড, স্ট্রিকার, পোস্টার, বুকলেট, লিফলেট, নিউজ লেটার, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারণার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	১। বিজ্ঞান জাদুঘরের যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২। বিজ্ঞান জাদুঘর কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদি পত্রিকার মাধ্যমে ও লিফলেট/ব্রসিউরের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। ৩। তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)	১। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে গত ২৭-১২-২০২১ তারিখ ডিএমটিসিএল এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ২। গত ১৪-১০-২০২১ তারিখ ডিএমটিসিএল এর বার্ষিক প্রতিবেদন ডিএমটিসিএল এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৩। গত ২৭-১২-২০২১ তারিখ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/ হালনাগাদকরণ করা হয়েছে। ৪। গত ৩০-১০-২০২১ তারিখ তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ সভা সম্পন্ন হয়েছে। ৫। গত ২৩-০৯-২০২১ তারিখ এমআরটি লাইন-১ (ই/এস) এর তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ	১। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এর ওয়েবসাইটে (www.chtrc.gov.bd) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, আপীল কর্তৃপক্ষের নাম. পদবী, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা আপলোড করা হয়েছে। ২। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে তথ্য সহায়িকা প্রকাশ করা হয়েছে। ৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের স্বপ্রণোদিত প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ৪। তথ্য হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন প্রতি তিন মাস অন্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম।	১। যাবতীয় তথ্যাদি সম্বলিত ওয়েব সাইট চালু করা হয়েছে এবং সিটিজেন চার্টার, দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তার বিবরণ ডিসপ্লে করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)	১। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান। ২। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৩। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ। ৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরী ও ক্যাটালগ তৈরী/হালনাগাদকরণ। ৫। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ও প্রচার কার্যক্রম, সভা, সেমিনার আয়োজন। ৬। তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন।
বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)	১। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য চেয়ে কোন আবেদন করা হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ২। তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরী করা হয়েছে। ৩। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএসসিসিএল এর ওয়েবসাইর্টে স্ক্রলে ও ফেসবুক পাতায় প্রচারমূলক পোস্ট আপলোড করা হয়েছে। ৪। বিএসসিসিএর এর কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানের বিষয়টি অধিকতর নিশ্চিত করার জন্য সংস্থার সমন্বয় সভায় বর্ণিত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, তথ্য অধিকার বিষয়ে গত বছরে ৩০ জন করে মোট ০২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। সংস্থার জনসংযোগ বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও অত্র সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন মনিটরিং বিভাগের মাধ্যমে অক্টোবর/২০২১ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটউট	১। নতুন উদ্ভাবিত ধানের জাত, চাষাবাদ কলাকৌশল ও প্রযুক্তি এবং দেশে উদ্ভূত ধানের সমস্যা ও তা মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে নিউজলেটার, লিফলেট এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে। ২। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য ব্রির তথ্য প্রদান ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্যের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা ব্রির ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে।
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	১। বিভিন্ন তথ্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে (bina.gov.bd) স্বপ্রনোদিতভাবে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে ২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং প্রচার বিষয়ক সভা আয়োজন করা হয়। ৩। তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটলগ প্রস্তত করে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।
তুলা উন্নয়ন বোর্ড	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মোতাবেক তুলা উন্নয়ন বোর্ড স্ব- প্রনোদিত হয়ে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০১৫ ও বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ তৈরী করেছে। যা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
কৃষি তথ্য সার্ভিস	১। কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে তথ্য অধিকার আইনের নানাবিধ প্রশিক্ষণ প্রদান। ২। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জনসচেতনতা মূলক তিনটি টিভি ফিলার নির্মাণের জন্য পান্ডুলিপি রচনার কাজ শেষ করা হয়েছে। অচিরেই নির্মাণ কাজের শুটিং শুরু করা হবে।
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি	১। ওয়েব পোর্টালে তথ্য অধিকার, সিটিজেন চার্টার, বাজেট, বার্ষিক প্রতিবেদন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ইনোভেশন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ পরার্মশ ও অন্যান্য তথ্যাদি অর্ন্তভূক্তি। ২। হেল্প-ডেস্ক স্থাপন। ৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরী ও ক্যাটালক তৈরি। ৪। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট	১। তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন। ২। ক্যাটালগ ও ক্যাটাগরি প্রণয়ন। ৩। স্বপ্রণোদিত তথ্যের তালিকা প্রকাশ। ৪। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ। ৫। তথ্য অধিকার বিষয়ে অবহিতকরণ সভা।
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)	১। তথ্য অধিকার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনোনয়ন। ২। ওয়েবসাইটে কর্ণার স্থাপনসহ নিয়মিত তথ্য হালনাগাদকরণ। ৩। তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ৪। ফরমালিন মুক্ত মাছ বিপণন সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান। ৫। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান। ৬। নতুন ফরমেটে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন। ৭। হালনাগাদ তথ্যাদি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৮। অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তিকরণ। ৯। স্বপ্রণোদিত প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	১। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ইতিহাস এবং শাখা জাদুঘরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরিচিতি পুস্তিকার মাধ্যমে দেশি-বিদেশি দর্শক, গবেষক ও সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচার ও ক্ষেত্র বিশেষে বিনা মূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। ২। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কর্মকাণ্ড ও সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সিটিজেন চার্টার (ইংরেজি ও বাংলা) ওয়েবসাইটে মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে। ৪। তথ্য গ্রহণ, তথ্য প্রদান এবং মতামত গ্রহণের জন্য নিয়মিত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ফেসবুক পেজ আপডেট করা হচ্ছে। ৫। জাদুঘর বিষয়ক বিজ্ঞাপন, প্রেস নোট, রিপোর্টসমূহ, নীতিমালা, নিয়োগ ও অন্যান্য তথ্য জাদুঘরের ওয়েবসাইটে আপলোডের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৬। গবেষক, শিক্ষার্থী ও মিডিয়ায় নিদর্শনের আলোকচিত্র, ভিডিওচিত্র প্রভৃতি তথ্য প্রদান।
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)	১। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এ কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী	১। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকাণ্ডের তথ্যাদি বোর্ডের ওয়েব-সাইটে নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে। ২। তথ্য কর্মকর্তার তথ্যসহ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রস্তুত করে বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে । ৩। রেশম চাষে উদ্বুদ্ধকরণে বিভিন্ন সময় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের মাধ্যমে রেশম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকাণ্ড/সেবা সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রকাশ করা হচ্ছে। ৪। রেশম চাষ সংক্রান্ত তথ্য তুঁতচাষি/পশুপালনকারী/ রেশম চাষে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে। ৫। বোর্ডের আওতায় মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ রেশম চাষে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণসহ কারিগরি জ্ঞান ও পরামর্শ প্রদান করছে। ৬। রেশম চাষি ও রেশম চাষের সাথে সংশ্লিষ্টদের মোবাইলে মেসেজ প্রদান করে কারিগরি পরামর্শ/নির্দেশনা নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে। ৭। এছাড়া বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে রেশম চাষ সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে। ৮। বোর্ড প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে ইতিপূর্বে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পাট কল করপোরেশন (বিজেএমসি)	১। তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ প্রস্তত করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	১। ১২.১২.২০২১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার বিষয়ক সভা আয়োজন। ২। ২০.১২.২০২১ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন।
বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন (বিটিএমসি)	১। বিটিএমসি'র ৩০/১২/২০২১ তারিখের সমন্বয় সভায় উপস্থিত সকলকে তথ্য অধিকার বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।
সমাজসেবা অধিদফতর (বিভাগীয় কার্যালয়সহ)	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয়/প্রতিষ্ঠান/ইউনির্টে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান। ২। সমাজসেবা অধিদফতরের তথ্য প্রদানকারী ইউনিটকে নির্ধারিত সময়ে তথ্য সরবরাহের বিষয়ে যত্নশীল হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান।
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	১। স্বপ্রণোদিত তালিকা প্রকাশ, সেবা প্রত্যাশীদের অবগতির জন্য সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন।
নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল সুরক্ষা ট্রাস্ট	১। এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের সাংগঠনিক কাঠামো ও কাযক্রমের বিবরণ তথ্য বাতায়নে হালনাগাদকৃত। ২।ট্রাস্টের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ডিরেক্টরী ট্রাস্টের তথ্য বাতায়নে হালনাগাদকৃত। ৩।ট্রাস্টের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, এপিএ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ট্রাস্টের তথ্য বাতায়নে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। ৪।ট্রাস্টের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১৮ ট্রাস্টের তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত।
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ মোতাবেক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
বাংলাদেশ রেলওয়ে	১। রেল দিবসে ব্রশিয়ার ও বিভিন্ন লিফলেট বিতরণ।
জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী, (নেকটার) বগুড়া	১। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ২। তথ্যের ক্যাটারগরি/ক্যাটালগ প্রস্তত করে ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। ৩। তথ্য অধিকার বিষয়ে ০১(এক) টি ইনহাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ	১। সেবা বিষয়ক তথ্যাদি ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং প্রশিক্ষণ আয়োজন।
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন	১। সেবা বিষয়ক তথ্যাদি ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং প্রশিক্ষণ আয়োজন। এছাড়া তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ হালনাগাদ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	১। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ২। বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরী করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৪। তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের ০২ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সম্পন্ন করা হয়েছে।
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ	১। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান। ২। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৩। বাষিক প্রতিবেদন প্রকাশ। ৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/ হালনাগাদকরণ। ৫। কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন।
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	১। মালয়েশিয়া গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য জরুরি সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্টঅ্যান্ড সার্ভিসেস লিঃ (বোয়েসেল)	১। বোয়েসেল-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশ করা হয়েছে। ২। বোয়েসেল এর তথ্য ও অনুসন্ধান কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য প্রদান করা হয়। ৩। এছাড়া বোয়েসেল এর ফেইজবুক পেইজ ও ওয়েবসাইটে নিয়মিত তথ্য প্রকাশ করা হয়।
বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	১। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার ও সেবা বক্স সংযুক্তকরণ এবং উক্ত তথ্য সেবা বক্সে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ সহ তথ্য সংক্রান্ত বিধিমালা ও প্রবিধিমালা আপলোডকরণ। ২। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২০২১ হালনাগাদ ও ওয়েবসাইটে সংযুক্তকরণ। ৩। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর ও ই-মেইলের ঠিকানা ওয়েবসাইটে সংযুক্তকরণ। ৪। আপীল কর্মকর্তার মোবাইল ও ই-মেইলের ঠিকানা ওয়েবসাইটে সংযুক্তকরণ। ৫। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফর্ম ও আপীল সংক্রান্ত আবেদন ফর্ম ওয়েবসাইটে সংযুক্তকরণ। ৬। তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/ হালনাগাদকরণ, তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন।
আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ (এপিএসসিএল)।	১। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা-২০২১ প্রণয়ন। ২। স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রণয়ন। ৩। তথ্যের ক্যাটালগ ও ক্যাটাগরী বিষয়ক নির্দেশিকা-২০২১ প্রণয়ন। ৪। উল্লেখিত সকল তথ্যাদি এপিএসসিএলএর ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৫। এপিএসসিএল-এর স্টেকহোল্ডার এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা	১। সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ। ২। তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ। ৩। অভিযোগ নিস্পত্তিকারী কর্মকর্তা (অনিক) নিয়োগ। ৪। ওয়েবসাইটে তথ্য ও অভিযোগ কর্ণার স্থাপন।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী	১। এ কার্যালয়ের সমন্বয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদযাপন করা হয়েছে। ২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদ আছে। ৩। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আওতায় এ কায়ালয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ৪। তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণের বিষয়ে নিয়মিত নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম	১. তথ্য অধিকার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্বাচন। ২. সকল প্রকার তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ প্রস্তুতকরণ।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল	ক) বিভাগীয় সকল দপ্তর ও জেলা প্রশাসকগণের সাথে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে চিঠিপত্র আদান প্রদান করা হয়। খ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত সভা করা হয় এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট	১। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভাগীয় কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। ২। ২০২০ সনের তথ্য অধিকার পুরস্কারের অর্থ দ্বারা স্কুল পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন, তথ্য উপকরণ তৈরী এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট।	১। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের নিমিত্ত জেলা কমিটির মাসিক সভা নিয়মিত করা হয় এবং সমন্বয় সভায়ও তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর।	২। জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা, সেমিনারে তথ্য অধিকার বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর	১। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ২। ওয়েব পোর্টাল শতভাগ হালনাগাদ করা হয়েছে। ৩। নাগরিক সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা গ্রহিতাদেরকে সেবা প্রদানের সময় তথ্য অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ	১। যথাযোগ্য মর্যাদায় তথ্য অধিকার দিবস,২০২১ পালন; স্ব স্ব বিভাগের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ, দৃশ্যমান স্থানে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার তথ্যাদি সম্বলিত ব্যানার স্থাপন ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বাগেরহাট	১। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাগেরহাট জেলায় তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটি কমিটি গঠন করে প্রতি ০২ মাসে এ কমিটি সভা করা হচ্ছে। ২। জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণের সভা সমাবেশ ও উঠান বৈঠকে আলোচনা করা হচ্ছে। ৩। মাসিক উন্নয়ন সমন্বয় সভায় এজেন্ডাভূক্ত করে আলোচনা করা হচ্ছে। ৪। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণের তাগিদ প্রদান করা হচ্ছে। ৫। ওয়েবপোর্টালে সেবাবক্স স্থাপন করা হয়েছে। ৬। সপ্তাহের প্রতি বুধবার গণশুনানীতে তথ্য অধিকার আইনের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাগুরা	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসাধারণকে/ আওতাভুক্ত বিভিন্ন অফিস প্রধানকে তথ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়। ২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য জনসাধারণকে নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। ৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতনতামূলক প্রচারণা অব্যাহত আছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর	১। প্রতি দুই মাসে একবার তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সভা করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২। ৬টি সচেতনতামূলক সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। ৩। ৬টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ৪। লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ৫। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে। ৬। তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ৭। জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং করা হচ্ছে। ৮। সিটিজেন চার্টার জনসম্মুখে টানানো হয়েছে। ৯। অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং এ বছর জেলায় ৪০ জন এবং উপজেলায় ৫১৯ জনসহ মোট ৫৫৯ জন অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা	১। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন, র‍্যালি, আলোচনা সভা।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পঞ্চগড়	১। প্রতি মাসে নিয়মিত সভা করা হয়। সভা/ সেমিনারে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী	প্রতিটি উন্নয়ন সমন্বয় সভায় তথ্যের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর	১। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটি সভার মাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ে জেলার দপ্তরসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিজিটাল বিলবোর্ড ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা করা হয়।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাট	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে বিভিন্ন অনুষ্ঠান/ সভায় তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রচার করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা	১। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রেরণ/ মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ/সভা/প্রশিক্ষণ
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১। সেবা সহজিকরণে হেল্প ডেস্ক সার্ভিস চালু, সিটিজেন চার্টার স্থাপন, সিটিজেন রেজিস্ট্রার চালু। ২। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন, তথ্য মেলা আয়োজন।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া	১। দপ্তরের অভ্যন্তরে সহজে দৃশ্যমান স্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে। ২। কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড/সম্পাদিত কাজের সচিত্র প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে দেয়ালে লাগানো হয়েছে। ৩। অত্র দপ্তরের আওতায় একটি তথ্য প্রদানকারী সেল গঠন করা হয়েছে। ৪। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ৫। অভিযোগ বাক্স স্থাপন ও নোটিশ বোর্ডে তথ্য প্রদর্শন।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ	১। দিবস উদযাপন, সভা অনুষ্ঠান, ওয়েব পোর্টালে উপস্থাপন।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরগুনা।	১। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ২। তালিকায় বর্ণিত তথ্যসমূহ ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হয়। ৩। আবেদনকারীদের তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর নির্দিষ্ট ফরমেটে আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেনী	১। তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটির নিয়মিত সভা আহবান করা হচ্ছে। ২। জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি সভায় তথ্য অধিকার আইনকে এজেণ্ডাভুক্ত করে আলোচনা করা হচ্ছে।
পুলিশ সুপারের কার্যালয়, কুমিল্লা	প্রত্যেক থানার অফিসার ইনচার্জগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধিমালায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নোয়াখালী	১। অফিসের বিভিন্ন কার্যক্রম সকলকে অবহিত করনের জন্য সিটিজেন চার্টার, ব্যানার স্থাপন। ২। সকল ক্রয় সংক্রান্ত বিবরণ ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রকাশ।
জেলা তথ্য অফিস, কুষ্টিয়া	১। সরকারের নীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে শহর ও পল্লী এলাকায় প্রচার। ২। চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও উদ্বুদ্ধকরণ সঙ্গীতানুষ্ঠান। ৩। তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করতে মহিলা সমাবেশ, উন্মুক্ত বৈঠক ও কর্মশালা আয়োজন। ৪। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ মাইকিং। ৫। সরকারের বিভিন্ন নীতি সম্পর্কিত পোস্টার, স্টিকার, লিফলেট ও পুস্তিকা বিতরণ ও স্থাপন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা	০১। দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তাদের তথ্য প্রদানের বিষয়ে অবহিতকরণ। ০২। পৌরসভার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড মিডিয়ায় প্রচার। ০৩। তথ্য প্রদানে বিভিন্ন শাখার অবস্থান অফিস ভবনের সম্মুখে সাইনবোর্ডে প্রদর্শন। ০৪। অফিস ভবনের নীচ তলার সম্মুখভাগে অভ্যর্থনা/ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, পরশুরাম	তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পরশুরাম উপজেলায় সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশনসহ মাঠ পর্যায়ে তথ্য কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণ কার্যক্রম চলমান।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর	১। তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি সভা নিয়মিত আয়োজন করা হয়েছে। ২। ৩টি সচেতনতামূলক সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। ৩। ৩টি প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন গ্রহণ করা হয়েছে। ৪। লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ৫। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে। ৬। তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়েছে। ৭। সিটিজেন চার্টার জনসম্মুখে টানানো হয়েছে।

৩.৩ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বেসরকারি সংগঠনসমূহের কর্মকাণ্ড

তথ্য অধিকার আইনে কর্তৃপক্ষ হিসেবে সরকারি দপ্তর/সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়নসংস্থা বা এনজিওসহ সরকারি সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও অর্ন্তভুক্ত। এ সকল প্রতিষ্ঠান সরকার বা বিদেশী দাতা সংস্থার অনুদানে জনগণের সেবায় নানা ধরণের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এ সকল কাজের জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়ের তথ্যসহ প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্য অধিকার জনগণকে দেওয়া হয়েছে তথ্য অধিকার আইনে।

১। এমআরডিআই

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এমআরডিআই কর্তৃক ২০২১ সালে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

ইউকেএইড এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় বেটার গর্ভানেন্স ফর বেটার সার্ভিসেস প্রকল্পের কার্যক্রম

১. তথ্য অধিকার ফলোআপ ক্যাম্প

বিগত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মণিরামপুর উপজেলার ভোজগাতি ইউনিয়নে ৫দিনব্যাপী আয়োজিত তথ্য অধিকার ক্যাম্পের অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে ক্যাম্প পরবর্তী অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য ২ মার্চ ২০২১ দিনব্যাপী একটি সভা মণিরামপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী ২৭ জন নারী-পুরুষ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ক্যাম্প পরবর্তী সময়ে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহার এবং তথ্যের আবেদন বিষয়ে চিন্তায় পরিবর্তন, ক্যাম্পের করা তথ্য আবেদন: প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, তথ্য অধিকার আইনটির পর্যালোচনা ও নতুন তথ্য আবেদন বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন নাজমা খানম, উপজেলা চেয়ারম্যান, মণিরামপুর, যশোর; সৈয়দ জাকির হাসান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মণিরামপুর, যশোর এবং মবিনুল ইসলাম মবিন, সম্পাদক, দৈনিক গ্রামের কাগজ।

সভার মূল আলোচনা পর্বটি সঞ্চালনা করেন হাসিবুর রহমান মুকুর, নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই।

২. জানাক সদস্যদের জন্য কর্মশালা

তথ্য অধিকার আইনটির প্রচার, সচেতনতা সৃষ্টি এবং তথ্য প্রাপ্তির আবেদন তৈরিতে চাহিদাকারীকে সহযোগিতা প্রদানে কাজ করে চলেছে যশোরের ৮ উপজেলার জানাক সদস্যবৃন্দ। বিগত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ যশোরের জয়তি সোসাইটির প্রশিক্ষণ কক্ষে ৮ উপজেলার জানাক সদস্যদের জন্য দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালার শুরুতে সদস্যগণ জানাক হিসাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিজেদের আত্মোপলব্ধি ও আত্মোমূল্যায়ন করেন। তথ্যের চাহিদা সৃষ্টিতে এবং তথ্য অধিকার আইনটি জনসাধারণের মাঝে পরিচিতকরণে নিজেদের আত্মনিয়োগের বিষয়ে বিশ্লেষণ করেন। জানাক সদস্য হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনাকালে তারা কী ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন এবং সেগুলো থেকে উত্তোরণের উপায় বিষয়ে কর্মশালায় আলোচনা করা হয়।

তথ্য চেয়ে আবেদনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো কী কী এবং এক্ষেত্রে উত্তোরণের কার্যকর উপায়সমূহ নিয়ে কর্মশালায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি আবেদনের মাধ্যমে তথ্যের চাহিদা বৃদ্ধি: তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ বিষয়ে কর্মশালায় একটি অধিবেশন পরিচালিত হয়।

এমআরডিআই নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান এবং তথ্য অধিকার বিশেষজ্ঞ হামিদুল ইসলাম হিল্লোল কর্মশালায় অধিবেশন পরিচালনা করেন। আট উপজেলার মোট ৮৯ জন জানাক সদস্য এতে অংশ নেন।

৩. তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন

এ বছর যশোর জেলার ৮ উপজেলার জানাক সদস্যবৃন্দ উপজেলা প্রশাসনের সাথে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন করে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে সকল উপজেলায় প্রায় ২৭০০ সাধারণ মানুষের মাঝে মাস্ক, ক্যাপ, তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সহজপাঠ এবং লিফলেট বিতরণ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে কেশবপুর জানাক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এ উপলক্ষ্যে মণিরামপুর উপজেলায় এক জনসচেতনতা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশের আলোচনা অনুষ্ঠান পর্বে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় প্রতিমন্ত্রী, স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি; মেয়র মণিরামপুর পৌরসভা অধ্যক্ষ কাজী মাহমুদুল হাসান; মণিরামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ জাকির হাসান; এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক, হাসিবুর রহমান এবং দৈনিক গ্রামের কাগজ সম্পাদক মবিনুল ইসলাম মবিন।

অনুষ্ঠানে বায়োস্কোপ প্রর্দশন এবং বাউল গানের আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনের প্রধান আকর্ষণ ছিলো সাপ খেলা যেখানে দুর্নীতিকে সাপের সাথে প্রতীকি হিসাবে দেখানো হয় যা প্রতিনিয়ত সমাজকে দংশন করছে। সেক্ষেত্রে ওঝা হিসেবে কাজ করবে তথ্য অধিকার আইন। সমাজে সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি দূরীকরণে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারকে উৎসাহিত করাতে এই আইন বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই আয়োজন করা করা হয়।

৪. কমিউনিটি মোবিলাইজেশন সভা

প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তিতে সহায়তার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ের প্রান্তিক মানুষের মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিতে যশোরের ঝিকরগাছা এবং মণিরামপুর উপজেলায় দুইটি সভার আয়োজন করা হয়।

বিগত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঝিকরগাছায় আয়োজিত সভায় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, জানাক সদস্যবৃন্দসহ মোট ৪২জন অংশগ্রহণ করেন। সভায় তথ্য অধিকার আইন এবং আইনটি ব্যবহার করে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে নির্বাহী পরিচালক এমআরডিআই হাসিবুর রহমান।

পরবর্তীতে ৩১ ডিসেম্বর মণিরামপুর উপজেলায় আরেকটি সভা আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন এলাকার ৩৫ জন নারী। সভায় তথ্য কী, দৈনন্দিন জীবনে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তিতে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার সম্পর্কে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করেন নির্বাহী পরিচালক এমআরডিআই হাসিবুর রহমান।

৫. তথ্য অধিকার আইন-এর তথ্য সম্বলিত বোর্ড স্থাপন

তথ্য অধিকার আইনের প্রস্তাবনা এবং অন্তঃস্থিত চেতনা, তথ্যের সংজ্ঞা, তথ্যের মূল্য, তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদন প্রক্রিয়া এবং কোন তথ্যসমূহ প্রদান বাধ্যতামূলক নয় সেই বিষয়গুলো উল্লেখ করে প্রকল্পের আওতায় তৈরি করা হয় ৯টি নোটিশ বোর্ড যা যশোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং যশোরের আট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এটি জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে আগত সাধারণ মানুষের মাঝে তথ্য অধিকার আইনটি পরিচিতকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

৬. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং নীতিমালা উপস্থাপন সভা

তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সহযোগিতার অংশ হিসাবে এমআরডিআই বরিশাল বিভাগের ১০টি এনজিওর তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা তৈরিতে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বরিশালে 'তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা' বিষয়ক দুই দিনের একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণে এনজিওর নির্বাহী পরিচালকগণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯: সার সংক্ষেপ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ, যোগ্যতা, দায়িত্ব ও কর্মপরিধি বিষয়ে অধিবেশন পরিচালিত হয়। দলীয় কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান তথ্য সমূহকে আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রকাশযোগ্য তথ্য, স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য এবং প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্যের আওতায় শ্রেনীভুক্ত করা হয়। পাশাপাশি তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার উদ্দেশ্য, ভিত্তি এবং পূর্ণ কাঠামো বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্পন্ন হয়।

প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে অংশগ্রহণকারী ১০টি এনজিও তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা তৈরি করে। এসকল খসড়া নীতিমালা উপস্থানের জন্য আরেকটি সভার আয়োজন করা হয়।

৭. সরকারি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও সুশাসন বিষয়ক কর্মশালা

বরিশাল জেলার সদর উপজেলার সরকারি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও সুশাসন বিষয়ক দিনব্যাপী একটি ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি উপজেলা পরিষদ কনফারেন্স রুম, বরিশাল সদরে অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মরত ৩০জন কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় তথ্য অধিকার আইন কেন গুরুত্বপূর্ণ, তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তথ্য অধিকার আইনের মূল কথা, জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-এর ব্যবহার বিষয়ে অধিবেশন পরিচালিত হয়।

কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসাবে এবং অধিবেশনে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল জেলা প্রশাসক জসীম উদ্দীন হায়দার। উদ্বোধনী পর্বে বিশেষ অতিথি এবং অধিবেশনে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসাবে আরও উপস্থিত ছিলেন বরিশাল সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মনিরুজ্জামান। এছাড়াও পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ) তথ্য কমিশন বাংলাদেশ ড. মো: আ: হাকিম এবং এমআরডিআই নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে অধিবেশন পরিচালনা করেন।

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংস্থা ইন্টারনিউজ-এর সহযোগিতায় এমআরডিআই পরিচালিত ইনক্রিজিং দ্যা ইফেকটিভ ইউজ অফ দ্যা রাইট টু ইনফরমেশন ল বাই মিডিয়া এন্ড সিভিল সোসাইটি

১. তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ে মতবিনিময় সভা

বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং সুপারিশমালাসমূহ উপস্থাপন এবং এ বিষয়ে অতিরিক্ত সুপারিশমালা সংযুক্তির লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এতে ৬টি বিভাগ থেকে ৩০জন গণমাধ্যম সম্পাদক, শিক্ষক ও এনজিও নির্বাহী উপস্থিত ছিলেন। কোভিড-১৯ মহামারীর কারনে অনুষ্ঠানটি জুম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ এবং বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম এনডিসি। সভায় প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর মো: গোলাম রহমান, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, টিআইবি এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান এবং টিভি টুডের প্রধান সম্পাদক মনজুরুল আহসান বুলবুল। এছাড়াও এতে উপস্থিত ছিলেন এমআরডিআই- এর পরিচালক এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর সাবেক সার্বক্ষণিক সদস্য মো: নজরুল ইসলাম। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য অধিকার ফোরামের সদস্য ও আই সোশ্যাল-এর প্রধান নির্বাহী ড. অনন্য রায়হান। সভাটি সঞ্চালনা করেন গাজী টিভি এবং সারাবাংলা ৫টা নেটের প্রধান সম্পাদক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা।

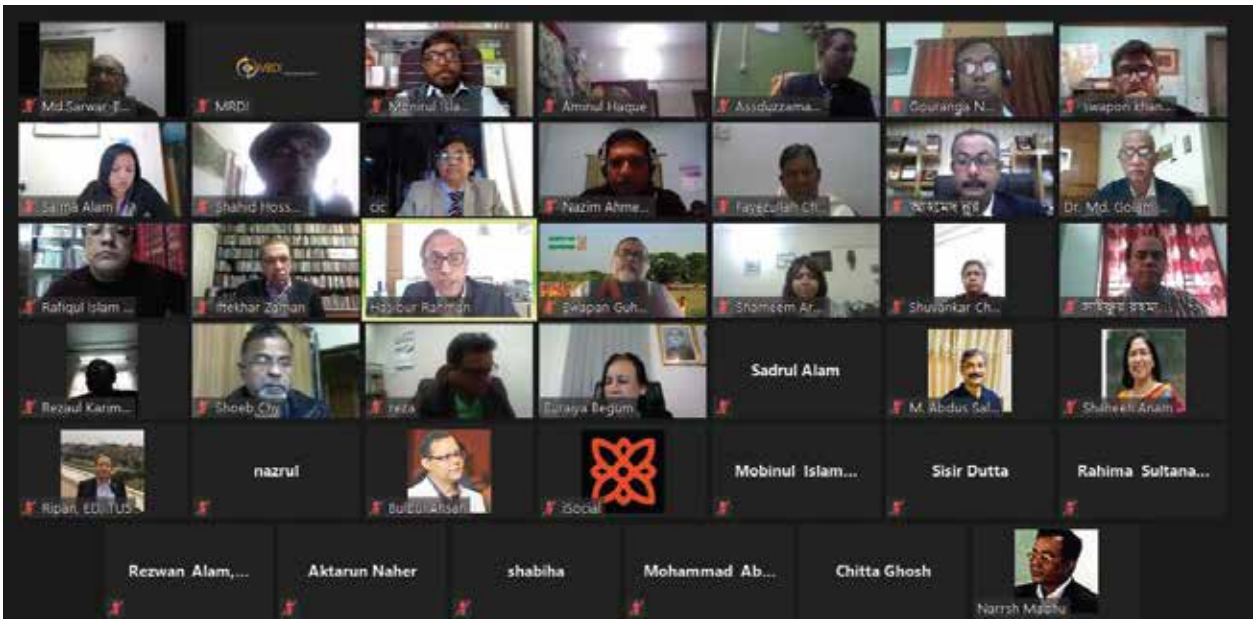

সভায় তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নকল্পে একটি সম্বন্বিত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে গঠিত আবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে অংশগ্রহণকারীরা মত প্রকাশ করেন।

২. বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার শীর্ষক সেমিনার

বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। বিষয়টিকে মাথায় রেখে সাংবাদিকদের জন্য একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত ৩০জন জাতীয় গণমাধ্যমের সাংবাদিক এবং স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদকগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে এটি জুম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাংবাদিক কুররাতুল-আইন-তাহমিনা। এতে প্যানেল আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক গ্রামের কাগজের সম্পাদক মবিনুল ইসলাম মবিন; প্রথম আলোর উপ সম্পাদক লাজ্জাত এনাব মহসি; ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক আবু সিদ্দিক; দি ডেইলী স্টারের সাবেক সিনিয়র রিপোর্টার তৌফিক আলী এবং প্রথম আলোর সাভার স্টাফ রিপোর্টার অরুপ রায়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান।

এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় চারটি ব্যাচে আয়োজিত ডাটা সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণে নির্ভূল তথ্য সংগ্রহে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার বিষয়ক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনটি পরিচালনা করেন নির্বাহী পরিচালক এমআরডিআই হাসিবুর রহমান। এ সকল প্রশিক্ষণে জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের মোট ৪৮জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

দি এশিয়া ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় ইমপ্রুভড গভার্নেন্স থ্রু ওপেন ফ্লো অব ইনফরমেশন প্রকল্পের কার্যক্রম

এমআরডিআই দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ইমপ্রুভড গভার্নেন্স থ্রু ওপেন ফ্লো অব ইনফরমেশন শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্প কার্যক্রমের অংশ জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১০জন জেলা প্রতিনিধিদের জন্য জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক একটি অধিবেশন পরিচালিত হয়।

দ্য কার্টার সেন্টার-এর সহযোগিতায় এডভান্সিং ওমেন রাইটস অব একসেস টু ইনফরমেশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের কার্যক্রম

১. তথ্য অধিকার বুটক্যাম্প

তথ্যে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে এবং তরুন প্রজন্মকে আইনটি প্রচারে সহযোগী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনদিনের দুটি তথ্য অধিকার বুটক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী, সাতক্ষীরা, সিলেট ও খাগড়াছড়ি জেলার ৬০ জন যুব নারী এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন। বুট ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে এবং সেশানে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব সুদত্ত চাকমা।

বিতর্ক, নাটক, গান, দলগত কাজ এবং অন্যান্য অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ক্যাম্পের অংশগ্রহণকারীরা তথ্য কী, তথ্যের প্রয়োজনীয়তা, তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য. তথ্য জানা- না জানার ফলাফল, সেবা সংক্রান্ত তথ্য, তথ্য আবেদনের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের সফলতার গল্পগুলোও অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন সহজপাঠ, লিফলেট, পোস্টার এবং স্টিকার বিতরণ করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা ক্যাম্প পরবর্তী সময়ে আইনটি প্রচারে তাদের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে এবং আবেদনের ইস্যু ও কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে।

দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় মোর ইনফরমেশন মোর একাউন্ট্যাবিলিটি প্রকল্পের কার্যক্রম

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইটের জন্য অনুসরণযোগ্য একটি সাধারণ টেমপ্লেট তৈরি

স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ জনগণের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির অন্যতম মাধ্যম এবং স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষগুলো খুব সহজেই তার অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দিতে পারে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইটে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের কাজে সহায়তার লক্ষ্যে অনুসরণযোগ্য একটি সাধারণ টেমপ্লেট তৈরি করা হয়।

টেমপ্লেট তৈরির পূর্বে সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের ওয়েব পোর্টালে তথ্য প্রকাশের অবস্থা মূল্যায়ণের পদ্ধতি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে এমআরডিআই একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় খসড়া মূল্যায়ন পদ্ধতি উপস্থাপন করেন সাবেক তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার। সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব ও প্রকল্প পরিচালক, এটুআই ড. মোঃ আব্দুল মান্নান; উপসচিব ও জাতীয় পোর্টাল বাস্তবায়ন বিশেষজ্ঞ এটুআই মোঃ দৌলতুজ্জামান খান; রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ এটুআই মোঃ আনোয়ারুল হক আরিফ; নলেজ ম্যানেজমেন্ট পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের ড. রেজওয়ানুল আলম এবং সহকারী পরিচালক প্রোগ্রাম, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ, রুহি নাজ। সভায় তথ্য কমিশনের প্রতিনিধিত্ব করেন তথ্য কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও আইটি), জে আর শাহরিয়ার। এমআরডিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এবং মো: নজরুল ইসলাম, সাবেক সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এতে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে মূল্যায়ন পদ্ধতিটি অনুমোদনের জন্য তথ্য কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হয়। তথ্য কমিশনের অনুমোদন প্রাপ্তির পর সাবেক তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার ও সাবেক সচিব তথ্য কমিশন মোঃ ফরহাদ হোসেনের তত্ত্বাবধানে এমআরডিআই টিম মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবপোর্টাল মূল্যায়ন সম্পন্ন করে।

মূল্যায়ন কার্যক্রমের ফলাফলের ভিত্তিতে ওয়েব পোর্টালে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের টেমপ্লেটটির খসড়া তৈরি করা হয়। খসড়া টেমপ্লেটি উপস্থাপনের জন্য পরবর্তীতে আরেকটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় খসড়া টেমপ্লেট উপস্থাপন করেন সাবেক তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফরহাদ হোসেন, সাবেক তথ্য

সচিব, তথ্য কমিশন; মো: দৌলতুজ্জামান খান, ডেপুটী সেক্রেটারী এবং ন্যাশনাল পোর্টাল ইমপ্লিমেন্টেশন বিশেষজ্ঞ, এটুআই; মোঃ তবিবুর রহমান, উপসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ; মুঃ মেসবাহুল আলম, প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ; মোঃ দিদারুল কাদির, নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং নাহিদ আলম, টিম লিডার, এটুআই প্রকল্প।

২. ই-পার্টিসিপেশন বৃদ্ধিতে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের গুরুত্ব শীর্ষক কর্মশালা

ই-পার্টিসিপেশান বৃদ্ধি ও ই-গভর্নমেন্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নয়নের লক্ষ্যে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সাথে যৌথভাবে ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়।

সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এন এম জিয়াউল আলম পিএএ সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মো: মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়; কে.এম. তারিকুল ইসলাম, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং ড. মো: আব্দুল মান্নান, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। সভাটি সঞ্চালনা করেন সাবেক সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং পরিচালক এমআরডিআই বোর্ড মো: নজরুল ইসলাম। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও এটুআই-এর প্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, সংবাদিক নেতৃবৃন্দ এবং সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিগণ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

৩. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ইয়ুথ গ্রুপ গঠন

এমআরডিআই তার স্থানীয় সমন্বয়কারীদের সহযোগিতায় বরিশাল, যশোর ও রংপুর জেলায় ৩টি ইয়ুথ গ্রুপ গঠন করে। প্রতিটি গ্রুপে ১১ জন করে যুব নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে মোট ৩৩জন সদস্য রয়েছে।

পরবর্তীতে তথ্য কী, তথ্যের প্রয়োজনীয়তা, তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য. তথ্য জানা- না জানার ফলাফল, সেবা সংক্রান্ত তথ্য, তথ্য আবেদনের পদ্ধতি সম্পর্কে ইয়ুথ গ্রুপের সদস্যদের ধারণা প্রদানের জন্য সিসিডিবি হোপ সেন্টার, সাভার, ঢাকায় চারদিনের একটি তথ্য অধিকার ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে এবং অধিবেশনে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনের পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ) ড. মো: আ. হাকিম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ কাজী ফয়সাল বিন সিরাজ।

লেকচার সেশন, দলীয় কাজ, বিতর্ক, নাটক, চিত্রাংকনসহ অন্যান্য অংশগ্রহনমূলক কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে অংশগ্রহণকারীরা বিষয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। পাশাপাশি দল গঠন, দলে কাজ করা এবং যোগযোগ বিষয়েও ক্যাম্পের অংশগ্রহনকারীরা দক্ষতা অর্জন করেন।

পরবর্তীতে ৩টি জেলার ইয়ুথ গ্রুপ সদস্যরা তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ছয় মাসের কাজের পরিকল্পনা তৈরি এবং জুম প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত একটি সভায় সেটি উপস্থাপন করে।

৪. তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক ক্যাম্পেইন কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে যশোর, রংপুর ও বরিশাল তিন জেলার ইয়ুথ গ্রুপ সদস্যরা স্কুল এবং কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য এই আইন বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মাঝে আইনটি পরিচিতকরণের জন্য আয়োজন করে উঠান বৈঠকের। বরিশাল জেলার ইয়ুথ গ্রুপ সদস্যরা তথ্য অধিকার আইন প্রচারণার কাজে সহযোগী হিসেবে ২২ সদস্যের একটি চেঞ্জমেকার গ্রুপ তৈরি এবং তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে তিন জেলার ইয়ুথ গ্রুপ সদস্যরা বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্ব স্ব জেলার জেলা প্রশাসকগণ। পাশাপাশি তারা লিফলেট ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে এবং তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক যোগাযোগ উপকরণসমূহ জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করে।

এছাড়া তিন জেলার ইয়ুথ গ্রুপ সদস্যরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে মোবাইল এ্যাপ i-know-এ প্রতিস্থাপিত তরুণ জনগোষ্ঠির জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক অনলাইন কোর্স সম্পন্ন করে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের প্রচারণা চালায়। পরবর্তীতে প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

৫. ইয়ুথ গ্রুপ সদস্যদের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা

নিজ নিজ এলাকার জনসাধারণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বরিশাল, যশোর এবং রংপুর জেলায় ইয়ুথ গ্রুপের ৩৩ জন সদস্য উঠান বৈঠক, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন, আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন, বিতর্ক প্রতিযোগিতাসহ ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালনা করে। পাশাপাশি তারা তথ্য চেয়ে বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন জমা প্রদান করে। এই সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনাকালে তথ্য অধিকার কর্মীদের অভিজ্ঞতা, প্রতিবন্ধকতা এবং সেটি মোকাবিলায় অনুসরণকৃত পদ্ধতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ এ এস মাহমুদ সেমিনার হল, দি ডেইলী স্টার, ঢাকায় একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর মো: গোলাম রহমান; সাবেক তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম এবং সাবেক তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার।

অনুষ্ঠানে দ্য কার্টার সেন্টার, আর্টিকেল ১৯, বাংলাদেশ এনজিও নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি), দ্য ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি), রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (আরআইবি), সেফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটি, কোস্ট ফাউন্ডেশন, ওয়েভ ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ এবং গণমাধ্যমকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

৬. তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক যোগাযোগ উপকরণ তৈরি

তথ্য অধিকার আইনটি জনগণের মধ্যে পরিচিতকরণের লক্ষ্যে তথ্যের সংজ্ঞা, তথ্যের মূল্য, তথ্য আবেদন, আপীল এবং অভিযোগ প্রক্রিয়ার বিষয়সমূহ উল্লেখ করে লিফলেট এবং পোস্টার তৈরি করা হয়। তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারা ও স্লোগানের সাথে কার্টুনের উপস্থাপনার মাধ্যমে তৈরি করা হয় ফ্লাইং ফোল্ডার। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহের বর্ণনা এবং আইনটি ব্যবহারে সফলতার গল্প তুলে ধরে তৈরি করা হয় একটি ভিডিও ডকুমেন্টরি।

তথ্য অধিকার আইন সহায়তা প্রদানে পরিচালিত আরটিআই হেল্পডেস্ক

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য এমআরডিআই একটি হেল্পডেস্ক পরিচালনা করছে। **০১৭২৭৫৪৯৬৮৬** মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়। সপ্তাহে রবি থেকে বৃহস্পতিবার, সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তি এই নম্বরে ফোন করে তথ্য অধিকার আইন সর্ম্পকিত যে কোন তথ্য জানতে চাইতে পারে এবং বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিতে পারে। তথ্য আবেদনকারী এবং তথ্য প্রদানকারী উভয় পক্ষই আরটিআই হেল্পডেস্কে ফোন করে সহযোগিতা নিতে পারে। আবেদন এবং আপীলের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ, ফরম পূরণে সহায়তা প্রদানসহ আইন বিষয়ে যে কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয় হেল্পডেস্কের মাধ্যমে। সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং এনজিও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ পরিচালনায় এ হেল্পডেস্কটি কোর্সে রেজিস্ট্রেশনসহ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করে।

এ বছর হেল্পডেস্কের মাধ্যমে ৭৬টি তথ্য আবেদন, ৩৪টি আপীল এবং ৩টি অভিযোগে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

২) টিআইবি

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে টিআইবি' কর্তৃক ২০২১ সালে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

১. তথ্য কমিশন ও টিআইবি'র সমঝোতা স্মারকের আওতায় কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন ও এ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ে তথ্য কমিশন ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) যৌথ সহযোগিতামূলক সমঝোতা স্মারক এর আওতায় ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ এ 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কার্যকর বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভূমিকা' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করে। অনলাইন মিটিং প্লাটফর্ম 'জুম'-এর মাধ্যমে দুই দিনব্যাপি অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এতে টিআইবি ও তথ্য কমিশনের কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমেদ।

২. আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে টিআইবির তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক পলিসি প্রতিযোগিতা আয়োজন ও পুরস্কার ঘোষণা

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ২৮ সেপ্টেম্বর অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক পলিসি প্রতিযোগিতার আয়োজন ও পুরস্কার ঘোষনা করে।

এই পলিসি প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বে সারাদেশের ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৮টি প্রতিযোগি দল অংশগ্রহণ করে এবং চূড়ান্ত পর্বে ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে ছিলেন আজকের পত্রিকার সম্পাদক ও সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব ড. গোলাম রহমান, সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক জনাব ড. ফাহমিদা খাতুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব আসিফ শাহান, এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান এবং রিব এর সহকারী পরিচালক জনাব রুহি নাজ।

৩. তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্টুনভিত্তিক স্টিকার তৈরী ও বিতরণ

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে এবং তথ্য অধিকার দিবস এর প্রতিপাদ্য 'তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার?' এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্টুনভিত্তিক স্টিকার তৈরী ও বিতরণ করে।

৪. আদিবাসী তরুণ ও টিআইবি-ইয়েস সদস্যদের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানে টিআইবি ও আইপিডিএস এর যৌথ উদ্যোগ

মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ২২ সেপ্টেম্বর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও আইপিডিএস যৌথভাবে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে আদিবাসী তরুণ ওটিআইবি-ইয়েস দলের সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অয়োজন করে।

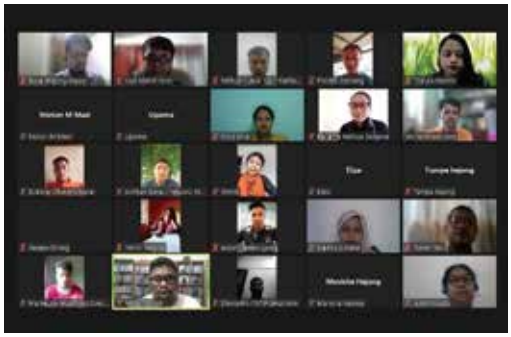

৫. স্থানীয় পর্যায়ে সনাক ও ইয়েস এর কার্যক্রম

২০২১ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর সময়কালে টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ও ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপের সদস্যগণ ১,৪২৮ জনকে নিয়ম অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম পূরণ করা শেখায়। সনাক ও ইয়েস-এর সহযোগিতায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করেন ২৪৫ জন এবং এর মধ্যে তথ্য পেয়েছেন ১৯৩ জন। উক্ত সময়কালে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে ৩২টি আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয় (ঢাকায় ০৫টি এবং সনাক পর্যায়ে ২৭টি), যেখানে ১,১৯৫ জন অংশগ্রহণ করেন। এ সকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন সরকারি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সরকারি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য, সনাক, স্বজন এবং ঢাকা ও সনাকভিত্তিক ইয়েস গ্রুপের সদস্য ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরুণ শিক্ষার্থী।

এছাড়া জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০২১ সময়কালে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসনসহ স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ আয়োজনে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে ৪১টি আলোচনা সভা/ওয়েবিনার আয়োজন করা

হয়, যেখানে অংশগ্রহণ করেন প্রায় ২,৬৪১ জন, এর মধ্যে নারী ৮৮২ জন। এছাড়া ১টি মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়, যেখানে ১৭৭ জন অংশগ্রহণ করেন।

২০২১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি অফিসের ওয়েব পোর্টালে হালনাগাদ তথ্য প্রকাশের চিত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়। ৩৮টি জেলা ও ০৭টি উপজেলা পর্যায়ের মোট ৪৫টি সনাক অঞ্চলে ইয়েস সদস্যদের উদ্যোগে এ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়। মোট ০৭টি সূচকের (নোটিশ বোর্ড, খবর, অফিস প্রধানের তথ্য, কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য, সেবাসমূহের তথ্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য ও যোগাযোগ) মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সর্বমোট ৮,২২২টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের তথ্য পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফলের আলোকে প্রতিটি সনাকের উদ্যোগে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েব পোর্টালগুলোকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালাসহ স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে অধিপরামর্শ করা হয়। সনাক-এর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওয়েব পোর্টালের অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে অফিস আদেশ প্রদান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েবসাইট হালনগাদকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

উল্লিখিত সময়কালে সনাক ও ঢাকাভিত্তিক ইয়েস ও ইয়েস ফ্রেন্ডস সদস্যবৃন্দ তথ্য অধিকার বিষয়ে ৪১টি প্রচারণামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে, যার মাধ্যমে প্রায় ৬,৪১৯ জন মানুষকে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতন করা হয়। প্রচারণামূলক কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: স্কুল ও কলেজভিত্তিক তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কুইজ, রচনা ও দুর্নীতিবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর প্রচার ও প্রয়োগ বিষয়ক ক্যাম্পেইন, শহরের জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যানার এবং ফেস্টুন টাঙ্গানো, অনলাইন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে তরুণ শিক্ষার্থীদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক ধারণা প্রদান ও আবেদনের প্রক্রিয়া জানানো এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা সম্পর্কিত তথ্য কোথায়, কিভাবে পাওয়া যায় ও জাতীয় তথ্য বাতায়ন বিষয়ক উপস্থাপনা, ডিজিটাল স্টিকার ক্যাম্পেইন, স্থানীয় 'লোক বেতার' এফ এম রেডিও এর মাধ্যমে সম্প্রসারিত তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'তথ্যই শক্তি', বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে প্রচারণা ইত্যাদি। ৪৫টি সনাক এলাকায় তথ্য অধিকার বিষয়ে ৬,৪০০টি লিফলেট/তথ্যপত্র বিতরণ করা হয়।

এছাড়া সনাকের উদ্যোগে তথ্যের জন্য আবেদন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ইয়েস সদস্যবৃন্দ ৬৫০টি আবেদন করেন এবং বিভিন্ন দপ্তর হতে ৩ শতাধিক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য পান।

৩) Research Initiatives Bangladesh (RIB)

Research Initiatives Bangladesh (RIB's) RTI activities in the year 2021

1.**RTI status for 2021**

Location (District)	No. of RTI submitted	Reply received	Nature of Issue in RTI applications
Dhaka Dinajpur Rajshahi Nilphamari Rangpur Bogura Jessore Moulvibazar	2509	1711	Nature of Themes that are covered for RTI applications: (1) Government services and facilities (2) Climate change and environment (3) Governance and administration (4) Health and Education (5) Political accountability (6) Sustainable Development Goals (SDG) (7) Cremation & graveyard (8) Improper road condition (9) Employment (10) Landless and land grabbing

(2) Trainings on Right to Information (RTI)

RIB has received support from National Endowment for Democracy (NED) and (Bischofliches Hilfswerk MISEREOR to take research project on PAR & RTI. These international organizations awarded multiyear funds to RIB to promote RTI in Bangladesh in assigned working areas. During the beginning of the project activities, trainings on RTI were directly provided to more than 800 people chosen from above working districts. Such RTI trainings were very interactive and participants learnt on importance of information as well as how to frame right kind of RTI questions. The participants were made familiar with pertinent issues which can be looked through RTI lenses and if the same is resolved then this will promote systemic change in governance system.

(3) Publications on RTI

RIB published posters, books and brochures on RTI during the year 2021 and disseminated to the large number of publics through online and in person delivery. We are confident that the published resource materials are going to be very useful to the readers because the book is a compilation of all our writings on various themes and issues concerning RTI which had been published in the Daily Star newspaper since 2015. This book gives comprehensive idea on RTI and a kind of hands-on resource material to self-educate on concept of RTI.

(4) Regular strategic meetings with RTI Defenders and stakeholders

RIB has organized regular networking meeting with regional members of 4 organizations who collaborated with RIB voluntarily under a project Advancing Accountability and Transparency through Right to Information, to promote RTI in their respective working areas, the organizations were BLAST, BELA, ALRD, SUJON as well few RTI promoters/ RTI Defenders from Dinajpur district who consented to work with RIB voluntarily agreeing on principle to motivate people in their locality to make use of RTI law and promote it by framing questions on issues, themes and mandates with which they work on. This networking meetings were mainly organized to discuss on RTI law and objectives that we want to achieve through above project, effective issue identification and specifics RTI question framing, the outcome of RTI application, sharing experience and learning to overcome as well on strategic aspect on the use of RTI law so that RTI law use may ensure improvement in governance, accountability and transparency in the

work public officers may increase in the sectors like environment, legal aid services, land rights case, and in sectors that involve public participation and political accountability.

(5) Public Campaign, information fair & RTI Road show

RIB organized public campaigns, information fairs and RTI road show during year 2021 to disseminate knowledge on RTI at places accessible by large groups of people through this project. RTI campaigns have been held at district level where more than 200 people along with the participation of the general public, local administrations/government officials, people's representatives, social activists, and RTI Defenders participated. These campaigns took place at educational institutions, like schools, colleges campuses and haat bazars where large gatherings of people were possible, of course keeping health safety measures in place and taking all kinds of preparation as country is going through covid crisis. The Road show was organized from Dinajpur to Rajshahi where RTI defenders travelled to disseminate information and knowledge on RTI to the people of Dinajpur districts and Rajshahi, during the road shows RTI defenders distributed RTI reading materials e.g. leaflet, books, posters published by RIB. Through RTI campaigns and Road show demand for RTI was raised among the general people. Such initiatives would convey messages on the importance of RTI and its links in promoting good governance and inclusive development.

(6) Dialogue meetings with relevant stakeholders to discuss on RTI status

RIB has organized number of dialogue meetings with government officials and civil society, relevant stakeholders, RTI defenders at regional/local level to disseminate findings on submitted RTI applications, for raising awareness and strategies for resolving issues between demand and supply side of RTI law, sharing experiences, lessons learnt and discussing the best practices of RTI requesters. These dialogue meetings are organized in collaboration and with participation of local administration including government officials and people's representatives, civil society members, activists, and the general public. Dialogue meetings have turned out to be an effective advocacy mechanism to encourage people to make greater use of the RTI Act, at the same time sitting across the table citizens and public authorities get an authority to interact with each other.

Dialogue meeting at DC office, Jessore

Dialogue meeting in presence of DC in Rajshahi

(7) RTI Resource Centre

Three RTI Resource Centre in the fields of North zone has been established by RIB's motivated RTI Defenders voluntarily. These resource centers have been established to cater to the needs of local people with queries on process of drafting and filling RTI, development initiatives, social service as provided by government and any other information which needs to be given including assisting in filling RTI application. At resource centre RTi defenders make people aware about RTI law and help them in filling up RTI form, appeal and complaint and keeping records of it. That resource centre has been prepared in a way to display some good number of information on service related matters from government to the general public.

(8) **RTI Workshops**

RTI workshops were organized in Jessore and Rajshahi. Each workshop had a participants of 40 people and it provided them with an opportunity to share their RTI journey with others and gather experiences and lessons learnt from other participants.

(9) **Orientation and follow up training on Right to Information (RTI) jointly for Government officers and RTI Defenders.**

RIB organized a training at UNO Office, Fulbari Upazila of Dinajpur districts. In the said training UNO of Fulbari Upazila himself participated and along with him government officers from 18 local government offices have also participated in the training. During the facilitation, local RTI defenders discussed on the importance of RTI Act to improve transparency and accountability for better governance system in the country.

(10) Monthly publication on use and status of RTI in the Daily Star newspaper.

RTI team at RIB regularly writes a column on RTI which is published in The Daily Star newspaper on 15th of every month. In the year 2021, twelve monthly articles on various important issues encompassing RTI were published. Copies of above articles published in 2021 are available at RIB's website: **www.rib-rtibangladesh.org**.

(11) Webinar on importance of RTI and last 1 year experience of RTI especially during pandemic in Bangladesh .

RIB organized multiple stakeholders' hybrid webinar on 1 year experience of RTI with representation from civil society, Dos and government officers, representative from Information

Commission, CSOs from Thakurgaon, Panchagarh, Rajshahi, Naogaon, Rangpur, Dinajpur. RTI Activists and Human rights defender from Rangpur, Nilphamari, Rajshahi, Naogaon, Dinajpur. Such meeting was turned out to be very effective and fruit bearing because through these meetings a good relationship emerged between service recipients and providers. These meetings created an atmosphere where citizen felt empowered to initiate a discussion concerning their rights, entitlements.

(12) Generating number of RTI applications by RIB RTI Team

RIB's RTI team members on a weekly basis scan through few selected newspapers to identify issues which can be intervened through RTI requests. Not only RTI defenders and RIB's stakeholders submit RTI requests but RIB's RTI team members on a regular basis submits RTI applications to various authoritative with focus on issues selected from newspaper exercise and field findings and the issues range from lack of accountability and transparency in public services, administrative actions, unfair and discriminatory practices, misuse or abuse of power, corruption in public works, and RIB on a regular basis hold meetings virtually and in person among its own team members as well as with RTI defenders and stakeholder to provide guidance on strategizing techniques to determine RTI issue and how to frame right kind of RTI questions.

(13) Regional RTI Networking and sharing

RIB organized a networking meeting in Rajshahi, the meeting was Chaired by a Professor from Rajshahi University. This meeting was organized to launch a voluntary Regional Network on RTI with RTI users representing from Dhaka, Rajshahi, Naogaon, Dinajpur, Nilphamari and Rangpur. This is a voluntary network of people belonging to academic backgrounds, development sectors, many professionals who have come forward to form this network with the following objective-

- Sharing the knowledge, expertise, experiences of RTI users from different regions.
- Sharing and learning from each other good practices on RTI.
- Take initiative to promote RTI to wider public.

(14) RTI Camps with students

RIB organised RTI camps with students from Jessore and Rajshahi districts. In these camps several college students from the area took part in activities of sharing knowledge on RTI through discussion, debate and writing ideas on promoting RTI in Bangladesh. The students put in test their new acquired knowledge by writing an instant RTI application.

৪) The Carter Center

Right to Information activities completed by The Carter Center, 2021

The Carter Center worked closely with the Cabinet Division (Coordination and Reforms) and Information Commission, Bangladesh, and local civil society partners to continue implementing its project titled *Advancing Women's Right of Access to Information in Bangladesh,* funded by USAID. Focusing its efforts on the target districts of Sylhet, Satkhira, Khagrachari, and Rajshahi, the Center's programming seeks to achieve results in three separate but complementary areas:

1. The legal and social environment is enabling for women's access to information.
2. National and target local governments more effectively and equitably provide information to women in target districts.
3. Civil society organizations and information liaisons in target districts promote and support women's use of the right of access to information.

Having organized the project in this manner, The Carter Center implemented the following activities in 2021:

1. The legal and social environment is enabling women's access to information

a. Multi-Stakeholder Meetings

In January, the Cabinet Division (Coordination and Reforms) continued its workshops on "Developing a time-bound action plan on women's access to information in Bangladesh," beginning at the end of December 2020. The Carter Center's Chief of Party presented a keynote address to workshop attendees on 7 January about the transformative power that information can have for women. It encouraged continued collaboration among stakeholders, especially at the local level, to address the specific information needs of marginalized groups, such as the Dalit. The Cabinet Division handed over work plans from each of these agencies to The Carter Center with a request for review and recommendations on improving the identified actions/plans. The goal is to shape these work plans' intent to be more gender-sensitive and specifically address and include women's access to information. The Cabinet Division also asked that the Center jointly develop a concept note that will short- and term long-term implementation plans to lay the foundation for future women's access to information programming. The Center has begun reviewing and systematizing the work plans and initially identified activities that could be included in the following action plans. The Cabinet has requested the Center to continue supporting the implementation of crucial activities from the agency's work plan.

Meetings of the Right to Information Working Group (RTI WG) at the national and district level continued during the reporting year of the project, both virtually and in person. Over this program year, there were four national level RTI WG meetings, 13 at the district level, four at the division level, and 13 at the Upazila level. The RTI Working Groups discussed challenges that continue to impact the advancement of women's right of access to information and potential solutions, including the need to increase proactive disclosure of information on the government

agencies' website, mainly sharing the contract information of the Designated Information Officer as well as the necessity to have the nameplates and titles located on the desk of each information officer. In addition, the RTI Working Groups recognized the time burden of the citizens' visits to request the information in the government offices and asked members to reduce the waiting times. Further, to ensure women's rights, it was agreed that the elected women representatives at the Upazila and Union Parishad must be involved in activities organized for women. It also was requested that the Information Commission extend the duration of the Strategic Plan from 2022 to 2030 and include action plans related to women's right of access to information.

b. International Right to Know Day

On the International Right to Know Day (IRTKD), September 28, 2021, the Center highlighted the theme set out by the Information Commission, "Women's access to information during the pandemic." Working closely with the Commission, the Carter Center developed a TV spot that had been distributed by the Information Commission to all 495 Upazilas for the airing on IRTKD during their meetings. Further, the TV spot was circulated among all Divisional Commissioners, Deputy Commissioners, and Upazila Nirhabi Officers and was also shared on TV and Information Commission's social media. To mark the celebration of the International Right to Know Day, the Information Commission issued eleven awards for government officials who best advanced the right to information. Receiving recognition for their contribution to the practice of the right of information were Sylhet Division and the Department of Women's Affairs of Panchari Upazila in Khagrachari district, where the Center has been working since 2017. Sylhet Division's second consecutive win, receiving the award in 2019 and 2020. Both local government leaders mentioned the support from the Carter Center and its partners as the reason for their success. Ms. Monika Borua, Women's Affairs Officer from Panchari Upazila, praised the efforts of TUS and The Carter Center in the Khagrachari district and their impact on raising awareness of women's right to information, which has a life-changing effect on women's lives, specifically for women who live in the remote areas and do not engage in public life.

The International Right to Know Day celebration took part in every target district. . Approximately 1,791 people participated in the events, including 381 in Khagrachari, more than 900 in Rajshahi, 300 in Sylhet, and 210 in Satkhira. In the target districts, the Center's partners either joined the government-supported programs at the divisional and district level (Rajshahi) or organized a joint initiative with the district administration and government departments (Satkhira and Sylhet) or organized programs with the Upazila administration (Khagrachari and Sylhet).

c. International Anti-Corruption Day

To raise awareness of how information can ensure government transparency and accountability and celebrate the International Anti-Corruption Day on December 9, The Carter Center and IDEA in Sylhet participated in and organized local events.

In Dhaka, The Carter Center staff participated in the human chain organized by the Anti-Corruption Commission and NGO Affairs Bureau in Manik mia avenue, other NGOs based in Dhaka.

The Carter Center Dhaka staff participating in human chain on Anti-Corruption Day in Dhaka

In Sylhet, IDEA also observed the Anti-Corruption Day jointly with the Anti-Corruption Commission and District Administration. The District Authority organized a human chain and a discussion meeting, where all the district-level government and non-government organizations participated; further, all divisional and district level chiefs were present at this event to demonstrate their commitment to ensuring corruption-free services and to raise awareness among students and all other participants about corruption. IDEA made a banner and a play card/festoon with RTI Act promotional and awareness messages for this occasion. After the event, the district authority organized a discussion meeting on Joyeeta 2021 at the Sylhet Deputy Commissioner's hall room, with IDEA also in attendance.

Human chain, Sylhet

d. RTI for women campaigns in target districts to reduce negative influencers and to build champions

The Carter Center and local partners, with the support from the RTI Working Groups, developed and conducted campaigns to transform potential adversaries into allies and to buttress and celebrate champions. The Carter Center organized targeted Awareness Raising Campaigns in Satkhira, Sylhet, and Khagrachari districts.

To prepare for the campaigns, the Center consulted with the RTI WGs virtually and in-person to determine the themes for the respective Upazilas/districts, identify champions, and prepare the list of invitees. In Satkhira, the theme was "The democratic right of a citizen to get information and to know information," in Sylhet, the theme was "Information ensures women's empowerment and helps to make better decisions," and in Khagrachari, the theme was "For the development of hill women, information will reach each house."

Based on the local context, the members of the RTI WGs created slogans and motivational messages for the non-supportive groups in their communities. Different learning materials, such as television commercials, radio programs, posters, cartoons, etc., were utilized. Significantly, the RTI working groups contributed to and coordinated the implementation of the campaign, assuming greater ownership and furthering the potential for sustainability. In addition, the Center's partner organizations and Tottho Bondhus were involved in organizing the campaign. On the campaign day, there were open discussions on the identified theme, sharing of the messages developed by the RTI WG members and other participants, radio programs, showing the Carter Center TVC/ video clips, announcing names of the champions and supporters for women's access to information in the community, and awards. Three champions in each district were selected based on the criteria developed by the RTI Working Group members, the Carter Center, and our local partner organizations.

2. National and target local governments more effectively and equitably provide information to women in target districts

a. Awareness raising for public servants at the national level on the value of information for women

In this reporting year, the Center continued its national and district level awareness-raising and gender sensitization events for government officials, specifically targeting public officials who deal with the information requesters and are responsible for RTI. These events increase their awareness of the value of access to information for women and the existing gender asymmetries and obstacles facing women, specifically marginalized and Dalit women. Considering the pandemic situation, all gender sensitization training took place virtually. The Center and its facilitators restructured the online movements to ensure interactive and participatory activities. In the post-training survey, most participants expressed their satisfaction with the workshop content, the presentations, the plenary sessions, and the facilitator's methods and skills. For example, in Rajshahi, 91% of the participants were satisfied with the gender refresher workshop content, 93% with the presentations/plenary sessions, and 93% with the facilitators' methods and skills.

The Center organized gender sensitization training (Rajshahi) and two gender refresher courses for 90 people (69 male and 21 female) across the four target districts. Prof. Salma Akhter from the University of Dhaka's Department of Sociology and the Center's Chief of Party facilitated these gender sensitivity sessions. The training examined gender and access to information. It included basic principles (such as gender versus sex, equity versus equality, stereotypes, and biases) and interactive sessions to explore and, where necessary, challenge participants' understanding of gender roles in society. As these training included new districts/Upazilas, it was their first time considering gender and its role in exercising some participants' right to information. Many of the questions addressed by these trainees centered on the topics of equity, equality, and gender analysis. Some government officers receiving the training remarked that it is not because of their gender that women are not provided information but rather because they have gone to the wrong office to request the documents. For example, they noted that women go to the local women's affairs offices expecting that this office will have all the information they seek, which is not always the case. For that reason, women are often referred to different offices for specific information requests depending on the topic (land use, education, etc.). They encouraged additional awareness-raising for women on where to go to seek information.

b. Awareness raising with Union Parishad and district-level leaders

The Center's local partners, IDEA, ACD, TUS, and Agrogoti Sangstha, continued building awareness of women's issues and exploring gender-responsive approaches to improving their access to information. These meetings were aimed at local government officials to raise awareness about the RTI Act and encourage these local bodies to be increasingly proactive in making their services available to women. In 2021, IDEA held six meetings at the union level with 87 participants, ACD held four awareness-raising events for 87 local government officials, TUS held one meeting with 33 persons to discuss the RTI Act, and Agrogoti Sangstha in Satkhira held six meetings at the union level and two annual dialogues with government and nongovernmental service-providing agencies at the Upazila level with a total of 142 participants.

c. RTI Intensive Trainings

Over the project year, the Center conducted "RTI Intensive" capacity-building training for government officials in all four target districts. To assure that the participants have internalized the capacity building from the earlier RTI training, each of these initial training was followed by RTI refreshers scheduled a few months later. Because of the ongoing COVID-19 pandemic, the Center modified this training to be conducted virtually. The RTI intensives were adjusted to two days, 3.5- 4 hours per day. Day one focused on records and document management, including organization and controlling of records, storage, retention, and disposal of records, developing a new records system, privacy, confidentiality, security, and electronic document and records management. Day two continued with more on the RTI Act and proactive disclosure guidelines and concluded with the gender sensitization session, "introduction to gender and state of women." These training were facilitated by Dr. Kazi Mostak Gausul Hoq, Professor and Chairman of the Department of Information Science and Library Management, Dhaka University, Mr. Nepal Chandra Sarker, former Information Commissioner, Information Commission. The gender segment was facilitated by Dr. Salma Akhter, Professor of Sociology, Dhaka University and by Sumana Sultana Mahmud, Chief of Party, The Carter Center.

Following the recommendation of the Carter Center's COVID-19 assessment that was conducted in the summer of 2020 to strengthen the capacity of local government officials with RTI training, particularly related to women's access to information, the Center identified the need for additional capacity development efforts with local Union Parishad bodies and conducted RTI training for the UP officers in Sylhet, Rajshahi, and Khagrachari districts in August. The primary objective of this training was to capacitate local government representatives to implement the RTI Act to provide information related to services to the community, specifically to Dalit and marginalized women. The Center also adjusted the curriculum to be more applicable to the local government authorities. For example, the local level and training focused more on addressing the role of Union Parishad members as the primary hub of information. The content and schedule were customized for the target audience. The presentations and discussions on the RTI Act and women's access to information were conducted in Bangla to ensure that Union Parishad members understood the topics and participated in the debate. Ninety-two LGIs members participated in the training across three program districts (31 in Sylhet, 31 in Rajshahi, and 30 in Khagrachari).

d. Developing creative mechanisms to disseminate information to women

One of the most efficient and effective means of reaching women with crucial information is through a robust information dissemination/proactive disclosure regime. Presently, women struggle to access information as they do not have the time, resources, or ability to reach public offices safely, and agencies cannot fully implement the proactive disclosure regimes. Placing information in public places where women gather and advancing women through community radio and new technologies allows women to access the data less fear or burden.

Information Booth camps

The Center supported local government officials to reach women more effectively through information booths during the programming period. The kiosks provided a means of connecting the local government officials with their citizens, including youth, Dalit women, and the marginalized population, spreading information about the services available by the local government and putting the request for information into practice, allowing women to access the data with less fear or burden. The government officers who often attend these events and staff the booths include government officials from the Youth Department, Women's Affairs, Election Commission, Livestock, Social Services, and Agriculture Office. The attending officials spoke about also their services while answering questions and distributing written information to those in attendance. Some of these events had a direct, almost immediate impact. For example, in Khagrachari, in Dighinala Upazila, the representative from the livestock office offered citizens an opportunity to join a training program on raising bulls, which led five participants to sign up on the spot. The training involved techniques on mixing hay with other materials for cow feed, precautions for vaccination against cow diseases, proper care for the animals, and other topics. Those women who signed up and participated commented that they all benefited from the training, demonstrating the transformative value of access to information.

This year, local government officials participated in eighteen information booth camps across all four program districts, supported by the partner organizations and the Carter Center and program programs. Remarkably, 372 requests for information were submitted, and 350 (94%) were answered promptly.

This activity has proven to be very successful in the Dalit communities. In September, when Agrogoti Sangstha organized an information booth camp at Bazar village of Bishnupur union of Kaliganj Upazila, 85 applications for information were submitted mainly by Dalit and marginalized women. The participating local government officials answered most of the information requests, such as information related to allowances from the social service office, training opportunities of the youth development office, education office, and family planning authority.

Radio programs with local officials

In September, in Rajshahi, ACD arranged two talk shows: "Right to Information Act 2009 to Ensure Women's Rights" and "Right to Information Act 2009 and Our Role" on Radio Padma, 99.2 FM, the first community radio in Bangladesh. On each of these shows, the local government officials discussed the RTI Act, the process for submitting RTI applications, and the services available in the government offices. Attending officials included representatives from the Health and Family Planning Officer, Social Service Officer, Tottho Apa, Information Officer, Election officer Rajshahi City, Godagari, and Tanore Upazila. In addition to discussing the RTI Act, the officials acknowledged the need to focus more on marginalized women to increase their rights

awareness. The program was broadcast live, and the recorded versions are available on Radio Padma's verified Facebook page. So far, the programs have had an overall estimated reach of over 200,000, with 110,000 views on Facebook.

3. Civil society organizations and information liaisons in target districts promote and support women's use of the right of access to information

a. Awareness-raising events for CSOs in target districts

Throughout the year's programming, the Carter Center, along with local partners TUS, IDEA, ACD, and Agrogoti Sangstha, engaged in several activities to increase access to information for women among civil rights society organizations and relevant individuals. These activities included the courtyard meetings, public service announcements, street dramas, billboards, awareness-raising campaigns, and lessons learned and sharing workshops.

Public Service Announcements (PSAs)

Public service announcements (PSAs) continued to serve as a very effective medium to reach the wider population to increase their knowledge about women's right to information. PSAs were broadcast in Satkhira on Nalta radio, Sylhet on Bangladesh Betar, and Rajshahi on Radio FM. Over the year, Radio Nalta in Satkhira aired PSAs in October, November, May, June, August, and September, reaching over 215,000 listeners. Further, these PSAs were posted on Radio Nalta's Facebook page so that they could be accessed at any time. Through the PSAs, the listeners received information about the Right to Information Act and where and how to apply for information. In Rajshahi, ACD developed PSAs broadcast on FM Radio in Rajshahi in September and December. The specific topic included the right of access to information and its value, application process and forms, appeals and complaints, and the role of the designated information officials. Approximately 800,000 listeners tuned in.

Billboards

To further raise awareness about the RTI Act and the request process, billboards have been set up across the target districts to provide details on the various steps for seeking/applying for information.

In Sylhet, six billboards were installed in its new target unions: Alonkari, Tajpur, Doyamir, Bishaw Nath, Osmani Nagar Upazila (on the main road), and the Bishaw Nath Upazila complex area. To reach the maximum number of people, three billboards were installed in front of Union Parishad offices, and one was placed in front of the bazaar. IDEA estimates that these billboards will reach approximately 4,000 people. A billboard was also erected in Shyamnagar and Kaligonj Upazilas in the Satkhira district.

b. Capacity building for key CSOs in Khagrachari, Sylhet, Rajshahi and Satkhira

In the reporting year, the Center's partners in the target districts continued to implement capacity-building activities for critical CSO and CBO organizations in their program areas. This training included information about the RTI Act, where/how to file information requests, types of information available, follow-up on recommendations, and support for women requesters. Throughout the year, the Carter Center also led the training of trainers' workshops in Satkhira and Rajshahi to build a corps of local experts and support several CSOs/CBOs aware of and capable of incorporating the right to information for women into their programming efforts. IDEA organized ToT events for the group leaders of the project in Sylhet. This ToT introduced the RTI Act 2009, available government and non-government services, and courtyard meeting management procedures. The participants also agreed to work proactively to support

marginalized women in submitting their requests for information. In Khagrachari, local partner TUS conducted a meeting with CSO for RTI mainstreaming.

c. Engaging youth to use access to information

Boot camps

Our partner organization Management and Resource Development Initiative (MRDI), organized two iterations of a three- day long residential Bootcamp, "Right to Information Act and its uses to ensure women's right of access to information" for young women from Rajshahi and Satkhira districts from 23-25 November 2021 and from Khagrachari and Sylhet districts from 5-7 December 2021 in CCDB Hope Center, in Savar.

Mr. Sudatta Chakma, Secretary, Information Commission

In this boot camp, the participants learned about the right to information, its importance, and how information can change their and their community's life through entertaining and participatory learning methods such as lecture sessions, discussion, debate, interaction, games, drama, group work and sharing success stories. They also learned about the ethical and moral grounds of the right to information and the process and procedure of getting information using the Right to Information Act 2009. Sixty participants (60 female) from Khagrachari, Satkhira, Sylhet, and Rajshahi, including the Center's Tottho Bondhus from these districts, attended as participants. Boot camp participants prepared separate work plans based on their tasks for the next six months. Actions for the next six months planned by the participants can be divided into the following three categories: 1. Knowledge sharing, 2. Awareness creation, and 3. Application. For the knowledge sharing, their work plans included activities such as: creating a peer changemaker group that will involve them in the process of developing community awareness on RTI; organize three group meetings in the upcoming six months to share lessons learned from the camp among the peers; and disseminate the RTI message among their family members and neighbors.

d. Carter Center liaison officers assist women seeking access to information

Despite the COVID lockdown, the Center's Tottho Bondhus continue their work supporting women in seeking access to information and communicating with local governments and NGO offices via electronic means. Together with partner NGOs, they helped women file 1194 specific requests for communication across the target districts. Information requests included widow's and senior citizens' allowances, allowance during covid, fisherman card, educational

opportunities, available resources for farmers, plans related to the sustainable development goals, and different trainings training pieces of training. Significantly, the number of requests from women rose each month of the year, suggesting increased awareness of the system.

Information Requests Aided by The Carter Center's Tottho Bondhus and partner NGOs in 2021			
Working area	**RTI Applications**	**Information Received**	**Remarks**
Sylhet	230	210	
Khagrachari	279	270	
Rajshahi	251	246	
Satkhira	434	385	
Total	**1,194**	**1,111 (93%)**	

CHALLENGES AND LESSONS LEARNED

The right of access to information has gained greater prominence within the national government, a welcome development. Local officials in the target districts remain committed to working with The Carter Center and its partners to raise awareness of the value of women's access to information and to build greater capacity. However, frequent turnover of government posts at the national and local levels has reinforced the need for continuous training.

Awareness of the right to information, particularly among women, remains low, and previously existing obstacles to seeking information, such as distance, fear of asking, and culture, persist. These challenges are amplified in the new programming districts, where many Dalit and marginalized women reside. The Center continues to work with local partners and government stakeholders to identify and develop specific measures that will help overcome the key challenges women in these communities face and prioritize identifying and engaging positive influential voices to encourage advancing women's access to information.

The spread of the coronavirus and the accompanying restrictions on movement and person-to-person contact continued to pose an unprecedented challenge to the Carter Center's programming during this reporting period. It did for many other organizations, including government agencies and NGOs. The nationally mandated lockdown imposed in March 2021 and continued with various restrictions until September 2021 affected some of the program activities during this reporting period. However, at the same time, the Center observed some positive changes during the lockdown period, such as increased initiative of some of our courtyard members in disseminating the importance of women's right to information, spreading their knowledge in their communities, and creating awareness regarding the women's right to information issue as well as COVID- 19. Also, the youth members practice their learning and motivate others to follow the primary health guidelines for safety. Virtual communication is increasing, and the youth members support the courtyard members.

Specific challenges related to the COVID-19 pandemic: the nationwide lockdown, working from home, and conducting remote activities included:

- Problems with internet connectivity, electricity, power shortages
- Government-imposed restrictions on travel and gathering
- Some CSO members became COVID-19 positive
- Increased costs for bus fares, vehicle rentals, etc., which inhibit travel to the remote communities and further limits women's ability to travel to the public agencies and events
- Government officials were not physically present in their offices, causing difficulties in reaching them and accessing information, as requests are not being processed
- Youth members were leaving for other jobs, partners also noticed an increased number of early marriages
- Many members of the CBOs/CSOs have aged, they are not capable of handling the smartphones, and some of them do not have access to smartphones
- Natural disasters, such as tidal surges in Satkhira due to cyclones
- Changes in local government officials, such as UNO and DCs
- After the pandemic situation improved, contacting government officials due to their busy schedules became challenging. It

Despite the challenges identified above, The Carter Center and partner NGOs will continue working – virtually and in-person to raise awareness among women and marginalized populations on how the right to information can be a tool to empower and transform their lives.

৫) বিএনএনআরসি

বিএনএনআরসি কর্তৃক ২০২১ সালে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

কমিউনিটি রেডিওতে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২১ উদযাপন

দেশের চলমান ১৮ কমিউনিটি রেডিও এবং ২টি অনলাইন ভিজ্যুয়াল রেডিওতে গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস।

তথ্য কমিশনের "তথ্য আমার অধিকার- জানা আছে কি সবার"-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবারের মতো এবারো কমিউনিটি রেডিওগুলোতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে উদযাপিত হয়েছে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১।

কমিউনিটি রেডিও স্টেশনের সম্প্রচারভুক্ত এলাকা তথা জেলা/উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম সংক্রান্ত খবরাখবর সম্প্রচারের পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়সমূহ বিষয়ক পিএসএ, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, গান, নাটিকা এবং সাক্ষাৎকার এবং আলোচনা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছে। রেডিও'র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও (বিশেষ করে ফেসবুক পেজে) প্রচার করা হয় ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনসম্পৃক্ততার সামাজিক দায়বদ্ধতা

চট্টগ্রাম ও ঝিনাইদহে কমিউনিটি সংলাপ আয়োজন

চট্টগ্রাম

তথ্য অধিকার প্রয়োগ ও উদার মূল্যবোধ সম্পর্কে গ্রামীন জনগোষ্ঠীকে সচেতন ও ক্ষমতায়ন করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি, সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রতিনিধিসহ সবার সামাজিক দায়বদ্ধতা, ভূমিকা ও সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমন্বয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে গত ১১ই অক্টোবর, ২০২১ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনসম্পৃক্ততার সামাজিক দায়বদ্ধতা শীর্ষক কমিউনিটি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি) এবং কমিউনিটি রেডিও'র যৌথ উদ্যোগে উক্ত সংলাপ আয়োজনে সহায়তা করেছে ফ্রেডরিক নওম্যান ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডম (এফএনএফ বাংলাদেশ)

সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব সাহাদাত হোসেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সীতাকুন্ড বলেন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনসম্পৃক্ততা ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন সবক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে আর সরকারী বেসরকারী ও সাধারণ মানুষের মিলিত উদ্যোগ ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। তাই যে কোন বিষয়ে সেবা পেতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে সরাসরি যেতে হবে।

বিশেষ অতিথি ডাঃ নূরউদ্দিন রাশেদ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বলেন, সীতাকুন্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ এখন কোন মধ্যস্বত্বের দৌরাত্ম্য নেই। সেবাদানকারীর সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন আপনারা তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্যসেবার পেতে পারেন।

জনাব জাহাঙ্গীর আলম, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বিজয় সরণী কলেজ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম-এর সঞ্চালনায় এ সংলাপে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- মিসেস নাজমুন নাহার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, সীতাকুন্ড; মিসেস সুরাইয়া বাকের, সভাপতি, মহিলা নেত্রী, সীতাকুন্ড; মিসেস বেগম লুৎফুন্নেসা, সমাজকল্যান কর্মকর্তা, সীতাকুন্ড ও জনাব লিটন কুমার চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, সীতাকুন্ড প্রেস ক্লাব, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

সংলাপে প্যানেলিস্টরা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনসম্পৃক্ততা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ অবস্থান ও ভূমিকা আলোচনা করেন। অংশগ্রহণকারীরা সংশ্লিষ্ট প্যানেলিস্টদের কাছে সরাসরি প্রশ্ন করেন ও প্যানেলিস্টরা প্রশ্নের প্রেক্ষিতে উত্তর প্রদান করেন। অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বলেন- তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে এখন মানুষ তথ্য চাইতে পারছেন এবং সংশ্লিষ্টরা তথ্য দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এর ফলে তাদের মধ্যে জবাবদিহিতাও তৈরী হচ্ছে। তারা বিভিন্ন দপ্তর থেকে মানুষ যেন সহজেই সেবা পেতে পারেন সেজন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং এর সুফলের জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে আহবান জানান।

স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সরকারি- বেসরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, আইনজীবি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, মহিলা নেত্রী, এনজিও প্রতিনিধি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী ও রেডিও কর্মীসহ মোট ৬০জন সংলাপে অংশ নেন।

ঝিনাইদহ

বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি) এবং কমিউনিটি রেডিও ঝিনুক -এর যৌথ আয়োজনে ঝিনাইদহে গত ২৭ই অক্টোবর, ২০২১ "সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনসম্পৃক্ততার সামাজিক দায়বদ্ধতা" শীর্ষক কমিউনিটি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

ফ্রেডরিক নওম্যান ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডম (এফএনএফ বাংলাদেশ)-এর সহায়তায় আয়োজিত উক্ত সংলাপের মূল উদ্দেশ্য ছিল- তথ্য অধিকার প্রয়োগ ও উদার মূল্যবোধ সম্পর্কে গ্রামীন জনগোষ্ঠীকে সচেতন ও ক্ষমতায়ন করা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলা। অন্যদিকে, সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রতিনিধিসহ সবার সামাজিক দায়বদ্ধতা, ভূমিকা ও সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে সচেতন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সমন্বয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা।

সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- জনাব এড. আবদুর রশিদ, উপজেলা চেয়ারম্যান, ঝিনাইদহ। তিনি বলেন- "স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনসম্পৃক্ততা ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সুশাসনই হচ্ছে মুক্তির একমাত্র পথ।" তিনি বলেন সবক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে সত্য তবে সরকারী বেসরকারী ও সাধারণ মানুষের মিলিত উদ্যোগই কেবলমাত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তাছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। তিনি আরো বলেন- সাধারন মানুষ এখনও জানেনা যে তারা কিভাবে তথ্য পাবে, সেবা পাবে, তারা জানে না তথ্য না পেলে তারা কি করবে।

বিশেষ অতিথি মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন- এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কাউকে বাদ দিয়ে নয় বরং সবাইকে নিয়ে আমাদের উন্নয়নের পথে যেতে হবে। বিশেষ করে সমাজে যারা অবহেলিত তাদেরকে উন্নয়নের কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করতে হবে, তারা যেন কোন ধরনের হয়রানি ছাড়াই ন্যায্য সেবা পায় সেদিকে নজর দিতে হবে।

সংলাপে উপস্থিত প্যানেলিস্টরা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনসম্পৃক্ততা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা সংশ্লিষ্ট নিজ নিজ অবস্থান ও ভূমিকা উপস্থাপন করেন। অংশগ্রহণকারীরা সংশ্লিষ্ট প্যানেলিস্টদের কাছে সরাসরি প্রশ্ন করেন ও প্যানেলিস্টরা প্রশ্নের প্রেক্ষিতে উত্তর প্রদান করেন।

স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সরকারি- বেসরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, আইনজীবী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, মহিলা নেত্রী, এনজিও প্রতিনিধি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী ও রেডিও কর্মীসহ মোট ৬০জন সংলাপে অংশ নেন।

তথ্য অধিকার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ আয়োজন

নাগরিক সমাজকে সামাজিক মূল্যবোধকে সম্পর্কে সজাগ করা ও তথ্যে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকল্পে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সমন্বয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গত ২৩ ও ২৪ জুন দু'দিনব্যাপী এক অনলাইন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় ।

ফ্রেডরিক নওম্যান ফাউন্ডেশন ফর ফ্রিডম (এফএনএফ বাংলাদেশ) এর সহায়তায় কমিউনিটি রেডিও লোকবেতার এবং বাংলাদেশ এনজিও নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি) যৌথভাবে এই কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল নাগরিক সমাজ, স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও কমিউনিটির জনগোষ্ঠীকে তথ্য অধিকার ও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে তাদের জ্ঞান, ধারনা ও চর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করা এবং তথ্যদাতা ও তথ্য প্রত্যাশীদের মাঝে বিরাজমান দুরত্ব কমিয়ে আনা।

বরগুনাস্থ সরকারি বিভাগ ও অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, এনজিও, নাগরিক সংগঠনের প্রতিনিধি, শিক্ষক, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদনকারী, গণমাধ্যমকর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারকসহ মোট ২৬ জন সংলাপে অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষনটি উদ্বোধন করেন মান্যবর প্রধান তথ্য কমিশনার (সিআইসি) জনাব মরতুজা আহমদ। উদ্বোধনী বক্তব্যে মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে "তথ্য অধিকার আইন - ২০০৯ এর গুরুত্ব, তার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিওর যাত্রার সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন- আমি মনে করি এই প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি স্থানীয় জনগনকে তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার বিষয়ে কিভাবে আইনের আওতায় তথ্য পাওয়া যায় সে সম্পর্কে তাদের ধারণাকে আরো জোরাল করতে সহায়তা করবে।

প্রশিক্ষণে বরগুনার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব হাবিবুর রহমান, তার বক্তব্যে বরগুনার "তথ্য অধিকারের" পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তিনি বাল্যবিবাহ রোধ এবং সরকারি নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিষেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নাগরিক জীবনে তথ্য অধিকারের কিছু প্রভাব ও অগ্রগতি বর্ণনা করেন। তিনি তথ্য অধিকার বিষয়ক এই ধরনের সময় উপযোগী অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য কমিউনিটি রেডিও লোকবেতার, বিএনএনআরসি এবং এফএনএফকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা ব্যক্ত করেন- বরগুনার প্রান্তিক জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি ও নাগরিক সংগঠন গুলো একত্রিত করার ব্যাপারে এই প্রশিক্ষণ সহায়ক হবে।

দু' দিন ব্যাপী আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে মূলত তথ্য অধিকার ও বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯: পটভূমি ও মৌলিক দিকসমূহ, তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগাবস্থা: অভিযোগ, নিস্পত্তি ও প্রকাশ, তথ্য অধিকার ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এবং কমিউনিটি মিডিয়ার ভূমিকা, তথ্য অধিকার-এর চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতাসমূহ ইত্যাদি বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয় ।

উল্লেখিত বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ অলিউর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, গ্রীন ইউনিভার্সিটি ও তথ্য অধিকার বিশেষজ্ঞ এবং জনাব আমীন আল রশীদ গণমাধ্যম ও তথ্য অধিকার বিশেষজ্ঞ।

আশা করা হচ্ছে উক্ত প্রশিক্ষণের ফলে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ নাগরিক সমাজ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য আদান-প্রদানে ইতিবাচক ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হবে, স্থানীয় জনগোষ্ঠী তথ্য পাওয়ার জন্য যথাযথ নিয়ম ও রীতি অনুসরণ করবে এবং গণমাধ্যম ও সাংবাদিকগণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করবে ও তথ্য অধিকার সংশ্লিষ্ট বাঁধা-বিপত্তিগুলো জনসম্মুখে প্রকাশে সোচ্চার হবে।

৬) ব্র্যাক

ব্র্যাক কর্তৃক ২০২১ সালে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

ব্র্যাক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে আজ বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্র্যাক অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করে আসছে। ব্র্যাক শুরু থেকেই তথ্য অধিকার ফোরামের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

ব্র্যাক ২০১০ সালে Partnership Strengthening Unit (PSU) গঠনের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে পূর্ণ সময়কালীন BRAC District Coordinator (BDC) নিয়োগ দিয়ে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদানসহ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, এনজিও, অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমের (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আরো কার্যকর ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ৬৪টি জেলায় নিয়মিত কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিডিসিগণ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে ব্র্যাক ৪৯২টি উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন অনুসারে উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছে। তাদেরকে (উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাদেরকে) জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইন'২০০৯ এর উপর ওরিয়েন্টেশন প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলছেন এবং তারা মাঠ পর্যায়ে তথ্য প্রদান কার্যক্রমে সম্পৃক্ত আছেন। উল্লেখ্য যে, ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ে পার্টনারশীপ স্ট্রেনদেনিং ইউনিটের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন এবং ব্র্যাকের পক্ষে অ্যাডভোকেসী, টেকনোলজী ও মাইগ্রেশন কর্মসূচির ঊর্ধ্বতন পরিচালক সকল জেলা ও প্রধান কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ব্র্যাক তার যাবতীয় তথ্য নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিতভাবে হালনাগাদ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করে যাচ্ছে। তাছাড়াও, ব্র্যাক নিজস্ব ওয়েবসাইটে হালনাগাদ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করার পরও তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ২০২১ সালে ৪ জন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের কাছে তথ্য সরবরাহ করেছে।

অপরদিকে ব্র্যাক মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তৃণমূল জনগণের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতা ও এর ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়ন ও স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি ব্র্যাক মাঠপর্যায়ে তথ্যবন্ধু তৈরি, কর্মসূচির অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রমকে যুক্ত করা, গণনাটক ও কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমেও তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

৭) দিশা

দিশা কর্তৃক ২০২১ সালে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণঃ

১) প্রত্যেক অর্থ বছরে সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন, ডায়েরী ও বর্ষপঞ্জী প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে সংস্থা পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম/প্রকল্প, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সংস্থার ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য, কোর ভ্যালুস, সাংগঠনিক কাঠামো, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সংস্থার জন্য গঠিত বিভিন্ন কমিটি যেমন-জেন্ডার কমিটি, কর্মী মূল্যায়ন কমিটি, অভিযোগ নিরসন কমিটি, ক্রয় কমিটি, প্রকল্প কমিটি, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি, বিনিয়োগ কমিটি ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া বার্ষিক প্রতিবেদনে অডিট রিপোর্ট, সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যদের বিবরণী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডিরেক্টরী ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। এসকল তথ্যাদি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের পাশাপাশি দিশা ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ডেও প্রদান করা হয়ে থাকে।

২) ডেভেলাপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা) এর প্রধান কার্যালয়, দিশা ট্রেনিং সেন্টার (ডিটিসি), দিশা ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (ডিআইএসটি) এবং আলোঘর পাঠাগার ও তথ্যকেন্দ্রে জাতীয় কল সেন্টার '৩৩৩' নম্বরে সরকারি সেবা ও তথ্য প্রাপ্তি এবং 'শিশু সহায়তা হেল্প লাইন-১০৯৮' সংক্রান্ত লিফলেট প্রদর্শন করা হচ্ছে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের ক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার/ কোটেশন বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্টগণ সহ সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য ওয়েবসাইট এবং দিশা'র আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

৩) তথ্য কমিশনের বিভিন্ন সভায়/ভার্চুয়াল সভায় দিশা'র প্রতিনিধি নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাছাড়া ঢাকা বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে আবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরীবিক্ষণ কমিটির সভায়/জুম অনলাইন সভায়ও দিশা'র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে থাকেন।

৪) সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সম্মেলন/সভায় ও মাসিক সমন্বয় সভায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং এ সংক্রান্ত প্রবিধানমালা ২০১০ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে এবং এ বিষয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ/অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৫) সংস্থায় নিয়োগ প্রাপ্ত নতুন কর্মকর্তা/কর্মীদের ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ কোর্স ও অন্যন্য কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন এবং করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তর্ভুক্ত আছে এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৬) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক তা দিশা'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে দিশা'র কর্মকর্তাদেরও নিয়মিত অবহিত করা হয়ে থাকে।

৭) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এ সংক্রান্ত বিধিবিধান সহ '৩৩৩' তে ফোন করে সরকারি সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য লিফলেট প্রেরণ সহ দিশা প্রধান কার্যালয় হতে শুরু করে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ ক্লাশেও এ বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিত করা হয়ে থাকে। দিশা'র সমিতি পর্যায়ে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে '৩৩৩' তে ফোন দিয়ে সরকারি সেবা গ্রহণ করার জন্য দিশা গ্রামীন সদস্যদের অবহিত করা হয়ে থাকে।

৮) গত ২৯/০৯/২০২১ খ্রিঃ দিশা'র উদ্যোগে "আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস" ২০২১ উদযাপন করা হয়েছে। তাছাড়া গত ২৮/০৯/২০২১খ্রিঃ তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২১ এ দিশা'র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছে।

অধ্যায় ৪

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন

অধ্যায়-৪

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন

২০০২ সালে বিশ্বব্যাপী তথ্য অধিকার আন্দোলন নিয়ে গড়ে ওঠা সংগঠনগুলো বুলগেরিয়ার সোফিয়া থেকে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপনের সূচনা করে। তারা সেদিন 'Freedom of Information Networks' নামে একটি সংগঠন গঠন করে। এই নেটওয়ার্কের সদস্য দেশগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা তথ্য অধিকার বিষয়ে নিজস্ব ধারণা, কৌশল ও সাফল্যের কাহিনী নিজ নিজ দেশে এই দিনে জনগণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্যোগ নেবে। এরপর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। অন্যদিকে ২০১৫ সনের ১৭ নভেম্বর UNESCO ২৮ সেপ্টেম্বর দিনটিকে Resolution 38 C/70 মাধ্যমে **"International Day for Universal Access to Information"** হিসেবে ঘোষণা করে। তদনুযায়ী তথ্য কমিশন এই দিবসটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করে।

তথ্য কমিশন মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সিভিল সোসাইটি ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় এ বছর রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ২৮ সেপ্টেম্বর অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১' উদ্‌যাপন করে। তন্মধ্যে ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশ; জাতীয়, বিভাগ ও জেলা-উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা, প্রিন্ট ও ডিজিটাল পোস্টার ও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ ৩২,০০০ টির অধিক ওয়েবসাইটে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা, তথ্য অধিকার পুরস্কার প্রদান, মুঠোফোনে এসএমএস ইত্যাদি। গত বছরের ন্যায় এবছরও তথ্য কমিশন বিভাগীয় পর্যায়, জেলা পর্যায়, ইউডিসি এবং পিডিসিসমূহকে সংযুক্ত করে উপজেলা পর্যায়ে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদযাপন করে।

এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল **"তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার।"** এ উপলক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য ও সম্প্রচার সচিবের বাণী এবং তথ্য কমিশনারের ০১টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপনে ১২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে তথ্য অধিকার আইনের উপর দিবসের প্রতিপাদ্য, স্লোগান এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত ডকুমেন্টারীসমূহ ডিজিটাল এডভারটাইজিং বোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এছাড়া তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রস্তুতকৃত টিভিসি, ডকুমেন্টারি অডিও মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

তথ্য অধিকার দিবস-২০২১ এর স্লোগান ছিল **"তথ্য আমার অধিকার, জানতে হবে সবার।"** দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার বিকেল ৩.০০ ঘটিকায় তথ্য কমিশনের উদ্যোগে ঢাকাস্থ প্রত্নতত্ত্ব ভবনের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব জনাব মোঃ মকবুল হোসেন পিএএ।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনের তৎকালীন সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা, সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, আলোচনা করেন তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক, পুরস্কারপ্রাপ্তগণের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান *পিএএ* এবং এনজিওসমূহের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন এমআরডিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান মুকুর। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি- বেসরকারি সংস্থাপ্রধান, মিডিয়াব্যক্তিত্ব, তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কারপ্রাপ্তগণ, সাংবাদকর্মী ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মরতুজা আহমদ।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য কমিশনের তৎকালীন সচিব জনাব সুদত্ত চাকমা।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব জনাব মোঃ মকবুল হোসেন পিএএ।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে পুরস্কারপ্রাপ্তগণের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান *পিএএ।*

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এনজিওসমূহের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন এমআরডিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসিবুর রহমান মুকুর। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দের একাংশ।
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার- ২০২১

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত ২০২১ সালে মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, উপজেলা কার্যালয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রথম স্থান অধিকারী তিনটি কমিটি {অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি} এই ছয়টি পর্যায়ে (ক্ষেত্রে) নির্বাচিতদের তথ্য অধিকার বিষয়ক সর্বমোট ১৩টি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

মন্ত্রণালয়:

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম
০১	প্রথম	ভূমি মন্ত্রণালয়
০২	দ্বিতীয়	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিভাগীয় কার্যালয়:

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	বিভাগীয় কার্যালয়ের নাম
০১	প্রথম	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
০২	দ্বিতীয়	বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, খুলনা

জেলা কার্যালয়:

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	জেলা কার্যালয়ের নাম
০১	প্রথম	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা
০২	দ্বিতীয়	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল

উপজেলা কার্যালয়:

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	উপজেলা কার্যালয়ের নাম
০১	প্রথম	উপজেলা কৃষি অফিস, বটিয়াঘাটা, খুলনা
০২	দ্বিতীয়	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই):

ক্রঃ নং	মেধাক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) নাম ও পদবী
০১	প্রথম	মীর্জা মো: হাসান খসরু, উপপরিচালক (সংস্থাপন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা
০২	দ্বিতীয়	জনাব মিজানুর রহমান, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম

কমিটি:

ক্রঃ নং	কমিটি
০১	(ক) বিভাগীয় কমিটি: তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি- ▪ বরিশাল বিভাগীয় কমিটি (খ) জেলা কমিটি: তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি- ▪ ময়মনসিংহ জেলা কমিটি (গ) উপজেলা কমিটি: তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি- ▪ মাগুরা সদর উপজেলা কমিটি, মাগুরা

মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে ভূমি মন্ত্রণালয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান *পিএএ*, সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিভাগীয় কার্যালয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট। সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সার্টিফিকেট ও চেক গ্রহণ করছেন। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দের সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কারপ্রাপ্তগণ।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। ক্রোড়পত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য ও সম্প্রচার সচিবের বাণী এবং তথ্য কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি* এর ০১টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের টেমপ্লেট দেয়া হলো:

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশন থেকে স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। স্মরণিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য ও সম্প্রচার সচিবের বাণীসহ তথ্য অধিকার আইনের উপর ১৮টি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়।

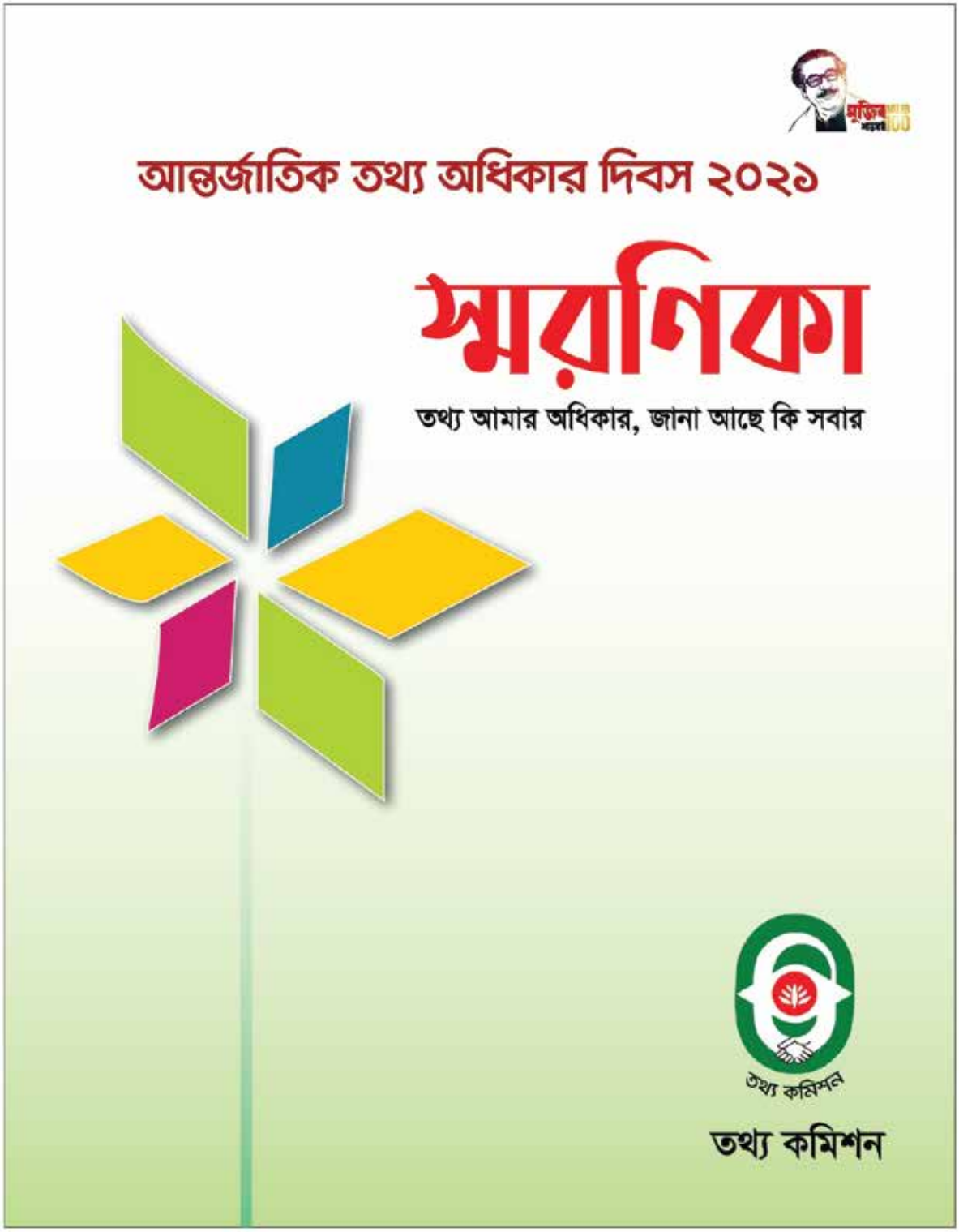

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

অধ্যায় ৫

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

অধ্যায় - ৫

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত হয় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯। এটি একটি জনবান্ধব আইন। আইনটি সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করে এবং প্রকারান্তরে তা সরকারি-বেসরকারি সকল স্তরের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০ (২) উপধারায় উল্লিখিত তথ্যাদি সম্বলিত সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য দেশের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সংস্থা, মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমন্বিত করে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদ্‌সংক্রান্ত আপীল ও নিস্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব, আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বিবরণ। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত চ্যালেঞ্জসমূহ এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের সুপারিশ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.১ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা

প্রতিবেদনাধীন বছরে তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত ফরম/ফরমেট ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১/০১/২০২১ তারিখ হতে ৩১/১২/২০২১ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের চিত্র নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের শতকরা হার
১.	মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর	২৭৪০	৩৫.৮১%
২.	কমিশনসমূহ	২৬৯	৩.৫১%
৩.	জেলা পর্যায়ে	৪০৮৮	৫৩.৪১%
৪.	ব্যাংক	২৩	০.৩০%
৫.	বিশ্ববিদ্যালয়	০৬	০.০৮%
৬.	এনজিও	৫২৭	৬.৮৯%
৭.	**মোট**	**৭৬৫৩**	**১০০%**

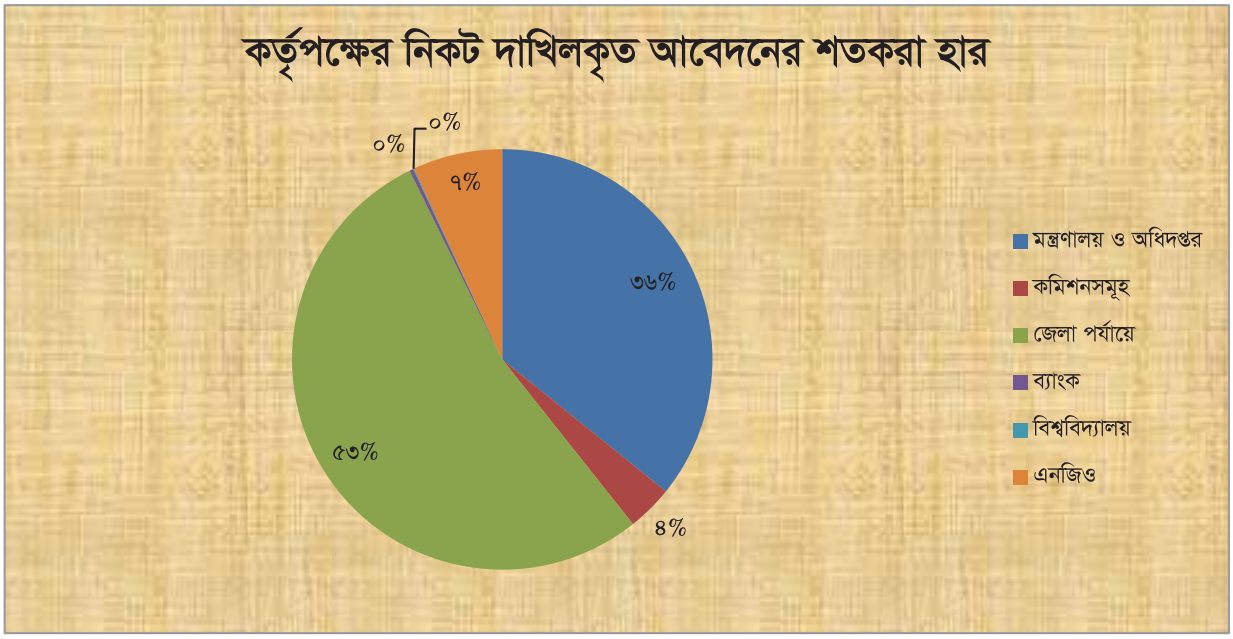

চিত্র: কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের শতকরা হার

২০২০ সালে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সংখ্যা ছিল ৯৭৯৭টি। উল্লেখ্য, ২০২১ সনে প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা অনুসরণ করে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তরসমূহ জনগণের কাছে তাদের প্রচুর তথ্য স্ব-উদ্যোগে অবমুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বিশেষত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠানের ফলে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ স্ব-প্রণোদিতভাবে অনেক তথ্য প্রকাশ করায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় তুলনামূলক হ্রাস পেয়েছে।

- **বছরওয়ারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা**

তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত ফরম/ফরমেট ব্যবহার করে সমগ্র দেশে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের চিত্র নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	সাল	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা
১.	২০১০	২৫৪১০
২.	২০১১	৭৮০৮
৩.	২০১২	১৬৪৭৫
৪.	২০১৩	১১৭২৭
৫.	২০১৪	৮৪৪২
৬.	২০১৫	৬১৮১
৭.	২০১৬	৬৩৬৯
৮.	২০১৭	৮১৬৭
৯.	২০১৮	৮৬৬০
১০.	২০১৯	১২৮৫২
১১.	২০২০	৯৭৯৭
১২.	২০২১	৭৬৫৩
	মোট	১,২৯,৫৪১ টি আবেদন

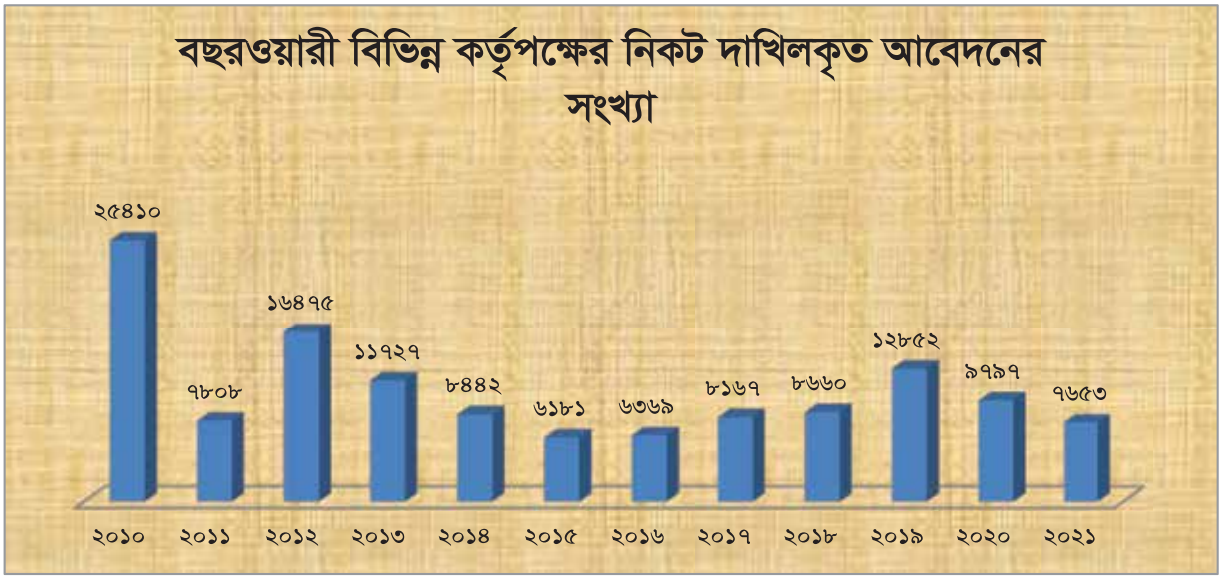

চিত্র: **বছরওয়ারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের চিত্র**

৫.২ সরবরাহকৃত তথ্য ও না দেয়া তথ্যের সংখ্যা

২০২১ সনে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা **৭৬৫৩** টি। তন্মধ্যে ৭১৫৪ টি অর্থাৎ ৯৩.৪৮% আবেদনে যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৩৪৪ টি অর্থাৎ ৪.৪৯%। উল্লেখ্য, ২০২১ সনের শেষে ১৫৫টি অর্থাৎ ২.০৩% তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াধীন ছিল।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
১.	যাচিত তথ্য সরবরাহের সংখ্যা	৭১৫৪	৯৩.৪৮%
২.	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	৩৪৪	৪.৪৯%
৩.	প্রক্রিয়াধীন	১৫৫	২.০৩%
	মোট	**৭৬৫৩**	**১০০%**

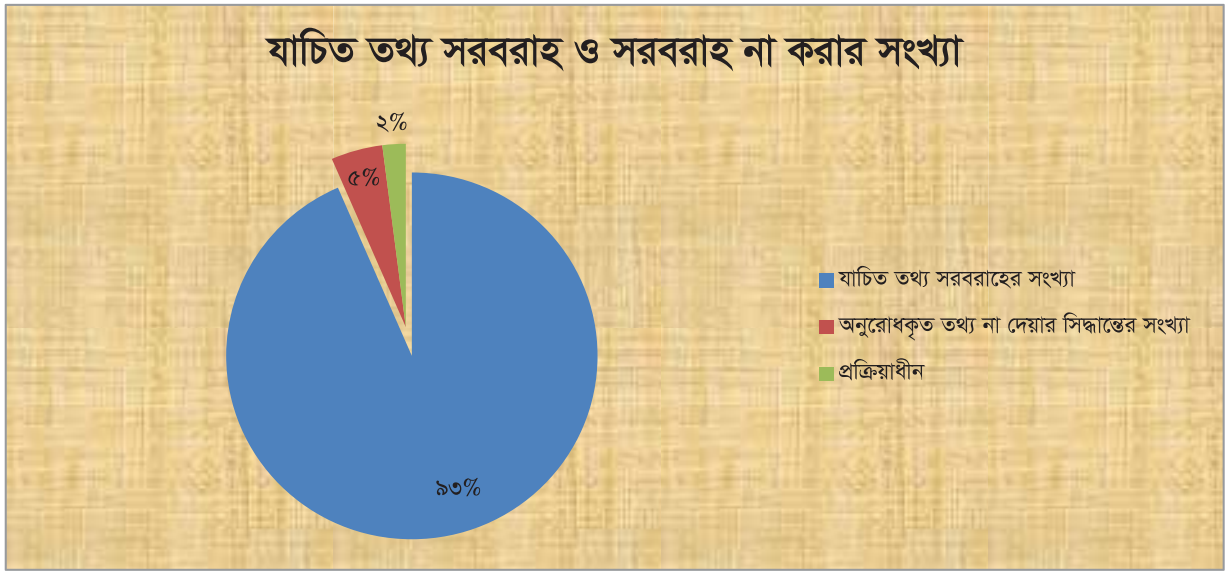

চিত্র: যাচিত তথ্য সরবরাহ ও সরবরাহ না করার চিত্র

প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান না করার বিষয়ে নিম্নরূপ কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:

ক) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২ (খ) এবং ২ (চ) অনুযায়ী প্রদানযোগ্য কোন তথ্য নয়।
খ) তথ্যের মূল্য পরিশোধ না করায়।
গ) তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৫ মোতাবেক।
ঘ) সংশ্লিষ্ট শাখায় তথ্য না থাকায়।
ঙ) তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ধারা ৭ এর উপধারা- ঘ, চ, জ, ট ও দ মোতাবেক তথ্য সরবরাহ বাধ্যতামূলক না হওয়ায়।
চ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন না করায়।
ছ) যাচিত তথ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না হওয়ায়।
জ) তথ্য অধিকার আইনের ৭(ঠ) উপধারা মোতাবেক "তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য" প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়।

এছাড়া, তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত সমন্বিত প্রতিবেদনে কতিপয় কর্তৃপক্ষ তথ্য না দেয়ার কারণ উল্লেখ করেনি মর্মে দেখা যায়।

৫.৩ আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তি

সমগ্র দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান না করার কারণে বা তথ্য প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ২৪০ টি আপীল আবেদন করা হয়েছে। তার মধ্যে ২৩১টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৯টি আপীল আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫.৪ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে চলেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সর্বদা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহায়তা করে আসছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে কিংবা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ, জনঅবহিতকরণ সভা, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটির সভা, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা, বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়েবসাইট নির্মাণ ও হালনাগাদ তথ্যাদি সন্নিবেশন, তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা/নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি। উল্লেখ্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম চালু করার কার্যক্রম পাইলটিং করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি **অধ্যায়-৩ এ সংযোজন করা হয়েছে।**

৫.৫ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও অপারগতার কারণসমূহ	প্রক্রিয়াধীন	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১.	কৃষি মন্ত্রণালয়	৬২২	৬২২	০	০	০৩	০৩	১০৪২.০০
২.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩৮১	৩৮১	০	০	০	০	১৩৬২.০০
৩.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩৫১	৩৪১	৮	২	০১	০১	২৩০৯.০০
৪.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২২৬	২২৬	০	০	০	০	৭৬৩৮৬৯.০০
৫.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	১৮৫	১৪২	১৬	২৭	০৬	০৫ +১ প্রক্রিয়াধীন	১২১৩.০০
৬.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১৪২	৪৯	২৪	৬৯	২৪	২৩+১ প্রক্রিয়াধীন	০.০০
৭.	অর্থ মন্ত্রণালয়	৯৯	৬৮	৩০	১	১৩	১২+১ প্রক্রিয়াধীন	১১৯৮৪.০০
৮.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬৭	৫৩	৬	৮	০৫	৪+১ প্রক্রিয়াধীন	৫১২.০০
৯.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৬৩	৫৪	৭	২	০২	০১ +১ প্রক্রিয়াধীন	২৯২.০০
১০	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৫৪	০৪	৫০	০	০	০	০.০০

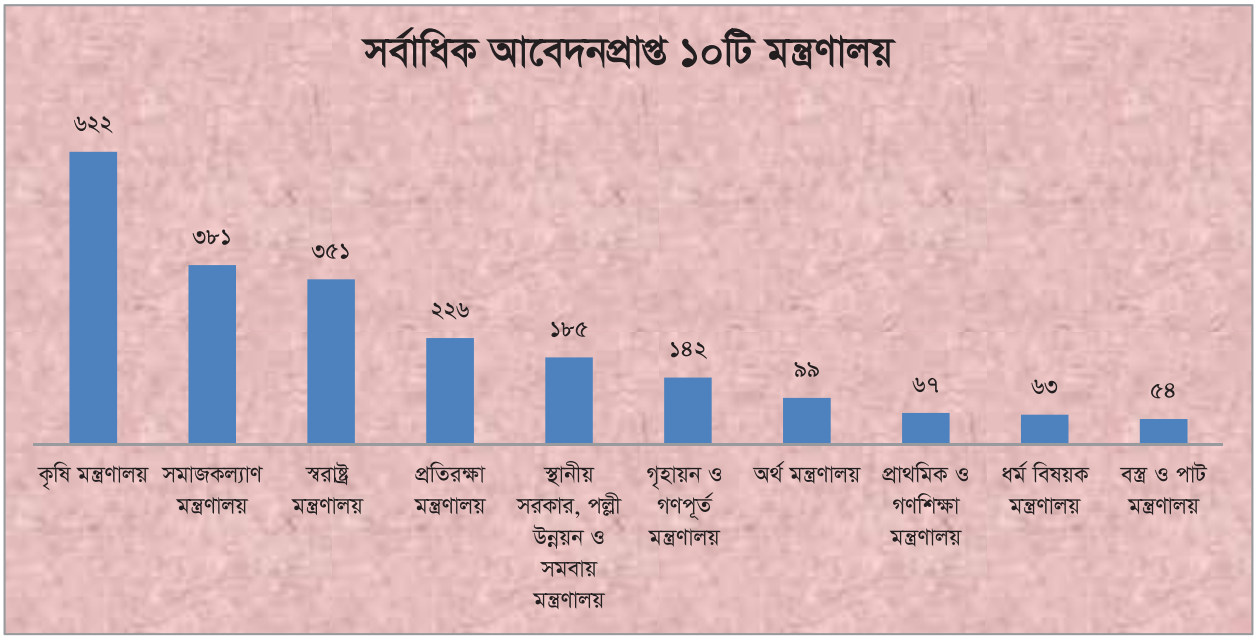

চিত্র: সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়

৫.৬ জেলা পর্যায়ে প্রাপ্ত আবেদনগুলোর বিভাগওয়ারী বিভাজন

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১.	ময়মনসিংহ বিভাগ	১৫৩	১৪৯	১	৩	০	০	৭২৪
২.	বরিশাল বিভাগ	২১৪	২১৪	০	০	৩৪	৩৪	৪৭০
৩.	চট্টগ্রাম বিভাগ	৩৮৫	৩৭০	১৫	০	০৬	০৬	১৮৬০১
৪.	সিলেট বিভাগ	৪০৮	৩৭৮	৩০	০	২	২	৩০৭৬
৫.	খুলনা বিভাগ	৬০৩	৫৯১	৩	৯	৫	৫	৯৯০৪
৬.	ঢাকা বিভাগ	৬০৪	৫৭৪	১৪	১৬	৫৭	৫৭	২১৪১
৭.	রংপুর বিভাগ	৭৩১	৬৮৬	৪৫	০	১৬	১৬	৪৫৮২৭
৮.	রাজশাহী বিভাগ	৯৯০	৯৮৪	৬	০	৩	৩	৯১৮৪
		৪০৮৮	৩৯৪৬	১১৪	২৮	১২৩	১২৩	৮৯৯২৭

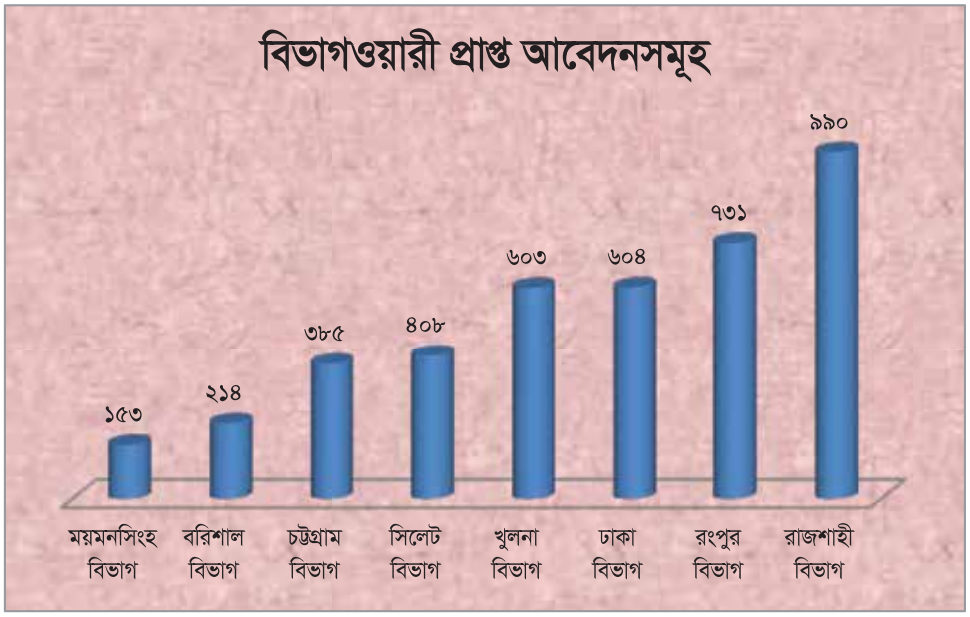

চিত্র: বিভাগওয়ারী প্রাপ্ত আবেদনসমূহের চিত্র

৫.৭ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০ টি জেলা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১.	রংপুর	১৪৯	১৩৯	১০	০৭	৭	১৮৫৮০
২.	নেত্রকোনা	১৫১	১৪৭	০১	০	০	৭২৪
৩.	সাতক্ষীরা	১৫৬	১৫০	৩	২	২	৬৫৩৫
৪.	নীলফামারী	১৭০	১৬৭	৩	০	০	২০৬৩৬
৫.	রাজশাহী	১৯০	১৯০	০	১	১	১৮৯৬
৬.	মাদারীপুর	২০০	২০০	০	০	০	০
৭.	সিরাজগঞ্জ	২১৩	২১৩	০	০	০	১৭৪
৮.	দিনাজপুর	২৩০	২২৮	০২	৩	৩	৬০০
৯.	যশোর	২৪৪	২৪৩	১	১	১	১৭০৬
১০.	বগুড়া	২৬৫	২৬৪	১	০	০	১২১৬

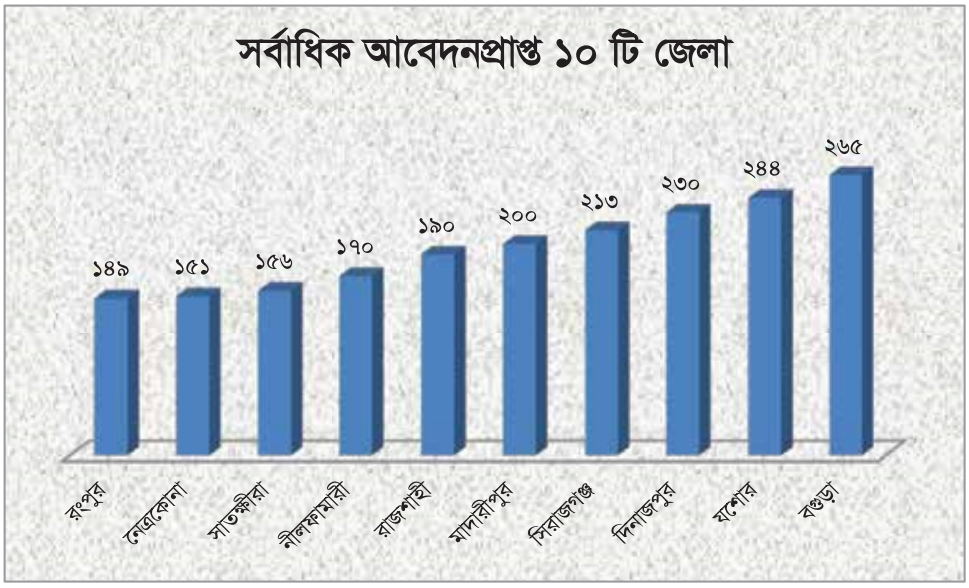

চিত্র: সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০ টি জেলা থেকে প্রাপ্ত আবেদনসমূহের চিত্র

৫.৮ এনজিওসমূহে প্রাপ্ত আবেদন

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
১.	আশা	২	২	০	০	০	০
২.	ব্র্যাক	০৪	০৪	০	০	০	০
৩.	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	০৫	০৫	০	০	০	০
৪.	নিজেরা করি	৩৭	৩৪	০৩	৩	১+২ প্রক্রিয়াধীন	০
৫.	টিআইবি	১৪৪	১৪২	০২	০০	০০	০
৬.	রিক	৩৩৫	৩৩৫	০	০	০	০
	মোট	৫২৭	৫২২	৫	৩	১+২ প্রক্রিয়াধীন	০

উল্লিখিত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত উল্লেখিত ৬ টি এনজিও এর নিকট মোট ৫২৭ টি তথ্যের আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

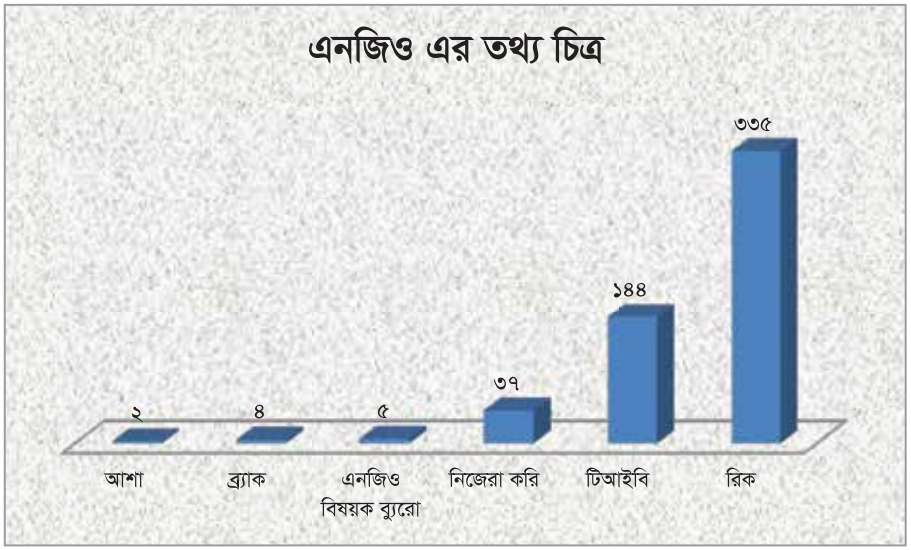

চিত্র: এনজিওসমূহে প্রাপ্ত আবেদন সমূহের চিত্র

৫.৯ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হলে অধিকাংশ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়সমূহ নিজস্ব কার্যালয়সহ অধীনস্ত দপ্তরসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করে এবং জেলা প্রশাসকগণ নিজস্ব কার্যালয়সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। বেসরকারি সংস্থাসমূহ অধীনস্ত শাখা অফিসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন এবং পৃথকভাবে নিজস্ব প্রতিবেদন প্রেরণ করে।

৫.৯.১ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের সকল মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে একত্রে মোট ২৭৪০ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ২৪১০ টি (৮৭.৯৬%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তথ্য না দেয়ার আবেদনের সংখ্যা ২০৬ টি এবং ১২৪ টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০২১ সালে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে চাহিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মোট ৯৪৯৬২৪/- টাকা আদায় হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ৯৯ টি আপীল আবেদন করা হয়েছে, এর মধ্যে ৯২ টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৭ টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা ০১টি।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
০১.	সরবরাহকৃত	২৪১০	৮৭.৯৬%
০২.	তথ্য সরবরাহ করা হয়নি	২০৬	৭.৫২%
০৩.	প্রক্রিয়াধীন	১২৪	৪.৫২%
	মোট	২৭৪০	১০০.০০%

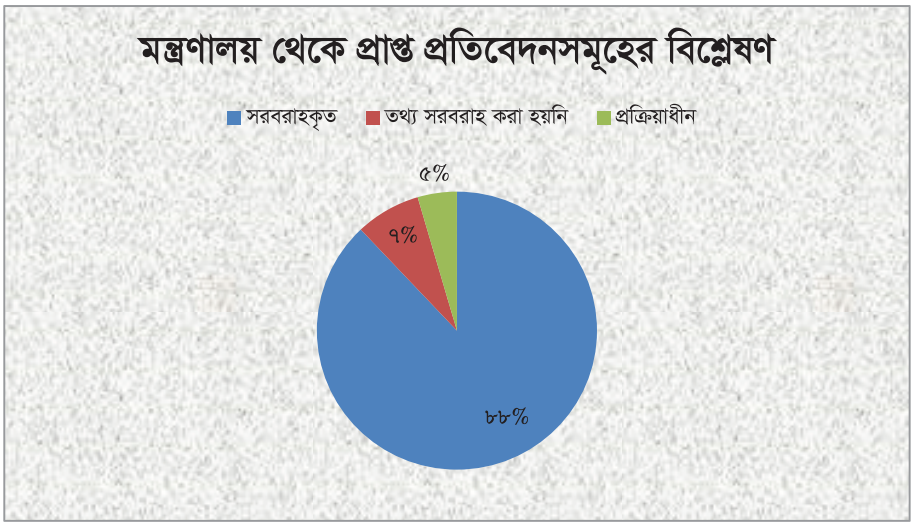

চিত্র: মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণের চিত্র

৫.৯.২ জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের সকল জেলা থেকে প্রেরিত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একত্রে মোট **৪০৮৮** টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে **৩৯৪৬** টি ৯৬.৫৩% তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ১১৪ টি এবং ২৮ টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আবেদনের সংখ্যা ১২৩ টি তন্মধ্যে ১২৩ টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। জেলা থেকে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে আবেদনপ্রাপ্ত মোট ৮৯৯২৭/- টাকা আদায় হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
০১.	তথ্য প্রদান করা হয়েছে	৩৯৪৬	৯৬.৫৩%
০২.	তথ্য প্রদান করা হয়নি	১১৪	২.৭৯%
০৩.	প্রক্রিয়াধীন	২৮	০.৬৮%
	মোট	৪০৮৮	১০০.০০%

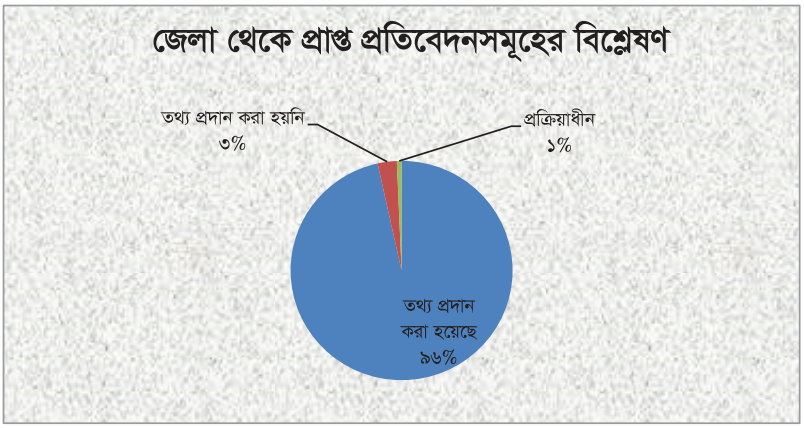

চিত্র: জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের চিত্র

দেশের ৬৪ টি জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে, মাগুরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, বাগেরহাট, জামালপুর এবং ময়মনসিংহ অর্থাৎ এই ০৬টি জেলায় তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন আবেদন/অনুরোধ দাখিল হয়নি মর্মে সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে।

প্রতিবেদনসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন হয়েছে এরূপ জেলাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল হয়েছে বগুড়া জেলায় ২৬৫ টি এবং সর্বনিম্ন শরীয়তপুর জেলায় ০১টি।

৫.৯.৩ এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের বিভিন্ন এনজিওসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত এনজিওসমূহে মোট ৫২৭ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে **৫২২** টি (৯৯.০৫%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ০৫ টি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আবেদনের সংখ্যা ০৩ টি এবং আপীল আবেদন নিষ্পত্তি সংখ্যা ০১ টি এবং ২ টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে । প্রেরিত প্রতিবেদনে দেখা যায় এনজিওসমূহ চাহিত তথ্য বিনামূল্যে প্রদান করেছে।

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	শতকরা হার
০১.	তথ্য প্রদান করা হয়েছে	৫২২	৯৯.০৫%
০২.	তথ্য প্রদান করা হয়নি	৫	০.৯৫%
০৩.	প্রক্রিয়াধীন	০	০.০০%
	মোট	৫২৭	১০০.০০%

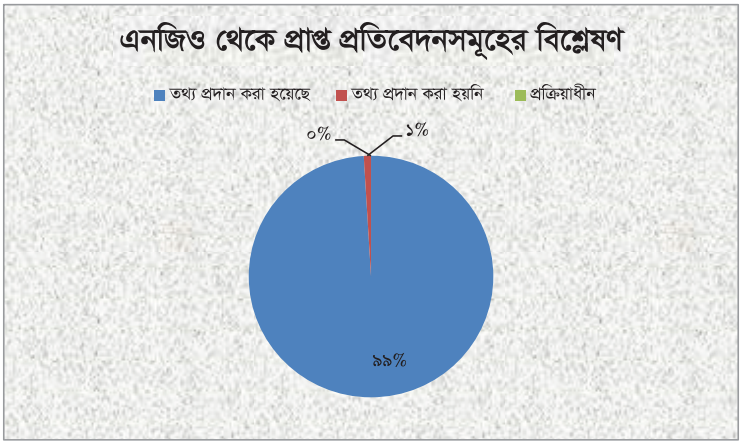

চিত্র: এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

৫.১০ তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি

জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন সূচনালগ্ন থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক দায়েরকৃত তথ্যপ্রাপ্তি সম্পর্কিত অভিযোগসমূহের আলোকে তথ্য কমিশন অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় কমিশন তার নিজস্ব ছন্দে কাজ করার লক্ষ্যে এগিয়ে গেলেও, সারাবিশ্বে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। তথ্য কমিশন এই মহামারীকে সঙ্গে নিয়েই তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বিচারিক কাজ সম্পন্ন করে চলেছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ৮ (১) অনুযায়ী নাগরিক কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করতে পারে। তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করার পর আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য না পেলে, তথ্যের জন্য অনুরোধ গ্রহণ না করা হলে, তথ্যের জন্য এমন অংকের মূল্য দাবী করা হলে বা প্রদানে বাধ্য করা হলে যা তার বিবেচনায় যৌক্তিক নয়, যথাযথ তথ্য প্রদান না করলে অথবা প্রাপ্ত তথ্য ভ্রান্ত বা বিভ্রান্তিকর বলে মনে হলে, আপীল সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে, কোন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বা সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১৩ ও ২৫ ধারা এর আওতায় অভিযোগসমূহ শুনানীর জন্য গ্রহণ, শুনানী গ্রহণ, অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করে থাকে। যেসকল অভিযোগে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে সেগুলোর বিষয়ে অভিযোগকারীকে কমিশন কর্তৃক পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৪৩২৭টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তন্মধ্যে ২৫৪৯টি অভিযোগ কমিশন কর্তৃক শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.১১ তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ (বছর ভিত্তিক)

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ এর আলোকে দেশের নাগরিকগণ তথ্য না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করে আসছে। কমিশন অনেক ক্ষেত্রে স্ব-প্রণোদিতভাবেও অভিযোগ অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি করে আসছে। ২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৮০৭ টি অভিযোগ তথ্য কমিশনে দায়ের করা হয়। তথ্য কমিশনের বিভিন্ন সভায় সর্বমোট ৪২৪টি অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৫২.৫৪%) যথাযথ প্রক্রিয়ায় দায়ের হওয়ায় শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয় এবং বিভিন্ন দিবসে শুনানির মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ৪০৪ টি অভিযোগ ও ২০১৫ সালে ২০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। অন্যান্য ৩৮৩টি অভিযোগ পরামর্শ বা সরাসরি তথ্য সরবরাহের নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৩৩৬ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১৫ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে তথ্য কমিশনের অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় সর্বমোট ২৪০ টি অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৭১.৪৩%) শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ২০৫টি অভিযোগ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৩৫ টি অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন ছিল। অপর ৯৬টির ক্ষেত্রে অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ না করায় সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৫৩৯ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১৬ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় সর্বমোট ৩৬৪টি অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৬৭.৫৩%) শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ২৯৬ টি অভিযোগ শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, ৬৩ টি অভিযোগ উভয় পক্ষের শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ৫টি অভিযোগ রীট মামলার প্রেক্ষিতে স্থগিত রয়েছে। উল্লেখ্য, কমিশনের সভায় শুনানির পূর্বেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ১৮টি অভিযোগ এবং একই রকম অভিযোগের প্রেক্ষিতে

পূর্বের সিদ্ধান্ত অভিযোগকারিকে অবগত করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ০৩টি অভিযোগ। শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়নি এরূপ ১১৮ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ না করার কারণ অর্থাৎ আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফত অবহিত করে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৬টি অভিযোগ গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৫২৭ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া স্ব-প্রণোদিতভাবে ০৩টি অভিযোগ আমলে গ্রহণ করায় শুনানির জন্য মোট অভিযোগের সংখ্যা ৫৩০টি। সভায় সর্বমোট ৪০৩ টি (স্ব-প্রণোদিত ০৩টি সহ) অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৭৬.০৪%) শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। দায়েরকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে শুনানির জন্য গৃহীত হয়নি এরূপ ১২৭ টি অভিযোগ অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ না করার কারণ অর্থাৎ আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৭৩১ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া স্ব-প্রণোদিতভাবে ০১টি অভিযোগ আমলে গ্রহণ করায় শুনানির জন্য মোট অভিযোগের সংখ্যা ৭৩২টি। সর্বমোট ৪৩৮ টি (স্ব-প্রণোদিত ০১টি সহ) অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৫৯.৮৪%) শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। দায়েরকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে শুনানির জন্য গৃহীত হয়নি এরূপ ২৪৬ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ শুনানির জন্য গ্রহণ না করার কারণ অর্থাৎ আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফৎ অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৬২৮ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া কমিশন স্ব-প্রণোদিতভাবে ০২টি অভিযোগ গ্রহণ করায় মোট অভিযোগের সংখ্যা ৬৩০টি। সর্বমোট ২৮৫টি (স্ব-প্রণোদিত ০২টি ব্যতীত) অভিযোগ (মোট অভিযোগের ৪৫.৩৮%) শুনানির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ৩৪৩ টি অভিযোগের মধ্যে ৩৩০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফৎ অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০২০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ২৯০ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সর্বমোট ১৫৯টি (০২টি এনালগাসসহ) অভিযোগ মোট অভিযোগের (৫৪.৮২%) শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

২০২০ সালের শুরু থেকে প্রচলিত পদ্ধতিতে শুনানী কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে আসছিল এবং মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অর্থাৎ কোভিড-১৯ ভাইরাসটি বৈশ্বিক মহামারী রূপ ধারণ করার পূর্ব পর্যন্ত উভয়পক্ষের স-শরীরে উপস্থিতিতে শুনানী কার্যক্রম সম্পন্ন হতো। পরবর্তীতে সারা দেশে বিচারকার্য পরিচালনার নিমিত্ত গত ০৯ মে ২০২০ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক একটি অধ্যাদেশ জারী করা হয়।

উক্ত অধ্যাদেশ প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো মামলার বিচার, বিচারিক অনুসন্ধান, দরখাস্ত বা আপীল শুনানীর স্বাক্ষ্য গ্রহণ বা যুক্তিতর্ক গ্রহণ, আদেশ বা রায় প্রদানকালে পক্ষগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আদালতকে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের হয় এবং তথ্য কমিশন অভিযোগসমূহের শুনানী গ্রহণান্তে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে। কোভিড-১৯ ভাইরাস বৈশ্বিক মহামারী রূপ ধারণ করার পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ পক্ষগণ কমিশনে স্বশরীরে হাজির হয়ে শুনানীতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কমিশন কর্তৃক শুনানী গ্রহণপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করা হতো। কিন্তু করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত উদ্ভুত পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় প্রচলিত পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এমতাবস্থায়, সাধারণ মানুষের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে জনস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে ভার্চুয়াল শুনানী গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ভার্চুয়াল শুনানী গ্রহণ শুরু হয়।

দায়েরকৃত অভিযোগগুলোর মধ্যে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি এরূপ ১৩০টি অভিযোগের মধ্যে ১২৫টি অভিযোগ অভিযোগকারীকে তার আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটি বিচ্যুতি, পত্র মারফৎ অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত ভার্চুয়াল শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ৫৪ এবং স্ব-শরীরে উপস্থিতিতে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা ০৮টি সহ মোট নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা ৬২। ২০২০ সালের ৯৭টি অভিযোগের বিষয়ে ২০২১ সালে শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং নিষ্পত্তি করা হয়।

০১ জানুয়ারী, ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৪৬৩টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সর্বমোট ২৩৪টি অভিযোগ মোট অভিযোগের (৫০.৫৩%) শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

২০২১ সালে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এমন অভিযোগগুলোর মধ্যে মোট ২৩৪টি অভিযোগের শুনানী গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ২৩০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়। ০৪ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে শারীরিক উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়। নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা ২৩৪।

বছরওয়ারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের চিত্র

ক্রমিক নং	সাল	মোট অভিযোগ	শুনানির জন্য গৃহীত	শুনানির জন্য গ্রহণের হার
১	২০০৯-২০১৪	৮০৭	৪২৪	৫২.৫৪%
২	২০১৫	৩৩৬	২৪০	৭১.৪৩%
৩	২০১৬	৫৩৯	৩৬৪	৬৭.৫৩%
৪	২০১৭	৫২৭+৩=৫৩০	৪০০+৩= ৪০৩	৭৬.০৪%
৫	২০১৮	৭৩১+১=৭৩২	৪৩৭+১=৪৩৮	৫৯.৮৪%
৬	২০১৯	৬২৮+২= ৬৩০	২৮৫+২=২৮৭	৪৫.৫৫%
৭	২০২০	২৯০	১৫৯	৫৪.৮২%
৮	২০২১	৪৬৩	২৩৪	৫০.৫৩%
মোট	২০০৯-২০২১	৪৩২১+৬=৪৩২৭	২৫৪৩+৬= ২৫৪৯	৫৮.৯০%

লেখচিত্রঃ অভিযোগ দায়ের ও শুনানী গ্রহণ সংক্রান্ত প্রবণতা

ভার্চুয়াল শুনানী গ্রহণের সুফল

২০১৯ এর শেষ থেকে কোভিড-১৯ ভাইরাসের ভয়াল ছোবলে সারা বিশ্ব বিপর্যস্ত। এই মহামারী ২০১৯ এর শেষ থেকে বর্তমান পর্যন্ত চলমান যা বিশ্বব্যাপী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল কর্মকান্ডকে ব্যাহত করেছে। সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করেছে। এই অতিমারীকে সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশ এই পরিস্থিতিকে সামলিয়ে সকল ধরনের কার্যক্রম সম্পাদন করে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত মানুষকে মহামারীর সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার প্রয়াস নিতে হচ্ছে। প্রশাসনিক, দাপ্তরিক, বিচারিকসহ অন্যান্য কার্যক্রম এই অতিমারীকে সঙ্গে নিয়েই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায় তথ্য কমিশন বিচারিক কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ভার্চুয়াল শুনানীর মাধ্যমে সম্পন্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলশ্রুতিতে ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ২৮৪টি অভিযোগের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল শুনানীর মাধ্যমে শুনানী গ্রহণ করে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

ভার্চুয়াল শুনানী গ্রহণের সুবাদে কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে শুনানী গ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। অন্যথায় মহামারীতে মানুষের জীবন যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে তাতে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে শুনানী গ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহকে গতিশীল রাখা সম্ভব হয়েছে। ভার্চুয়াল শুনানী গ্রহণের কারণে পক্ষগণ দেশের দূরবর্তী প্রান্তে অবস্থান করলেও তাদের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে ভার্চুয়াল শুনানীতে অংশগ্রহণ করতে পেরেছেন। যার ফলে একদিকে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শুনানীতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে এবং অপরদিকে দেশের প্রান্তিক এলাকা থেকে তথ্য কমিশনে হাজিরার প্রয়োজন না থাকায় জনগণের অর্থনৈতিক সাশ্রয় সম্ভব হয়েছে। এ পদ্ধতিতে শুনানীতে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কমিটি এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ও পৌরসভা ডিজিটাল সেন্টারের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে।

ক. ২০২১ সালে অভিযোগকারীর (শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের) পেশা

অভিযোগকারীর পেশা	সংখ্যা
সাধারণ	১৬৯
সাংবাদিক	৬১
আইনজীবী	২
চাকুরিজীবী	২
অন্যান্য পেশাজীবী	২
সর্বমোট	**২৩৪**

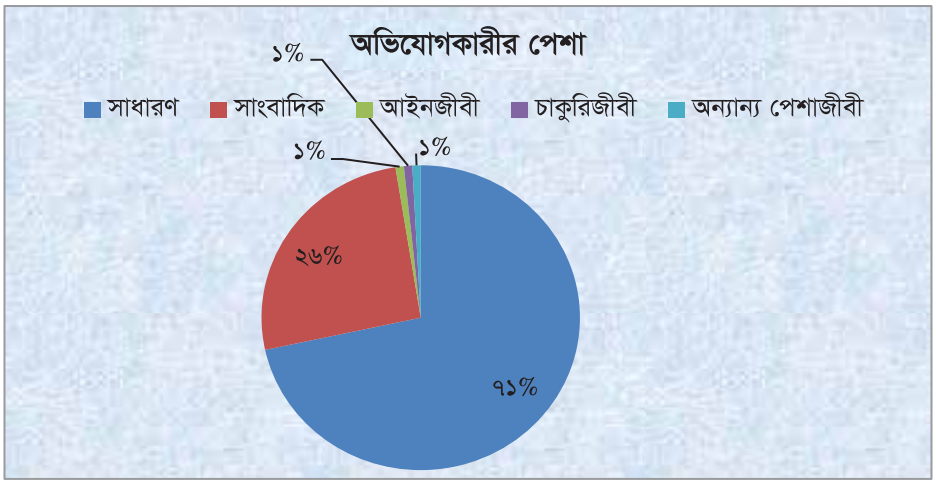

লেখচিত্রঃ অভিযোগকারীর (শুনানির জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের) পেশা

খ. যে সকল দপ্তরের বিরুদ্ধে শুনানীর জন্য অভিযোগ গ্রহণ হয়েছে

২০২১ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ৪৬৩টি অভিযোগের মধ্যে ২৩৪টি অভিযোগ **শুনানীর জন্য গৃহীত** হয়েছে। তন্মধ্যে ২২১টি অভিযোগ সরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে এবং ১৩টি অভিযোগ বেসরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে দাখিল করা হয়েছে। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ ও অভিযোগের সংখ্যা নিম্নের সারণীতে প্রদর্শিত হলো:

সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ **** কারেকশন	সংখ্যা
উপজেলা কার্যালয়	৫০
অধিদপ্তরসমূহ	৪৮
প্রধান কার্যালয়	২৬
জেলা কার্যালয়	২৩
ইউনিয়ন পরিষদ	১৬
পৌরসভা/ ইউনিয়ন	১৩
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	১২
মন্ত্রণালয়	১২
অন্যান্য	১০
ভূমি অফিসসমূহ	০৮
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা বোর্ড	০৭
উপজেলা নির্বাহী অফিস	০৩
বিভাগীয় কার্যালয়	০৩
সিটি কর্পোরেশন	০৩
সর্বমোট	**২৩৪**

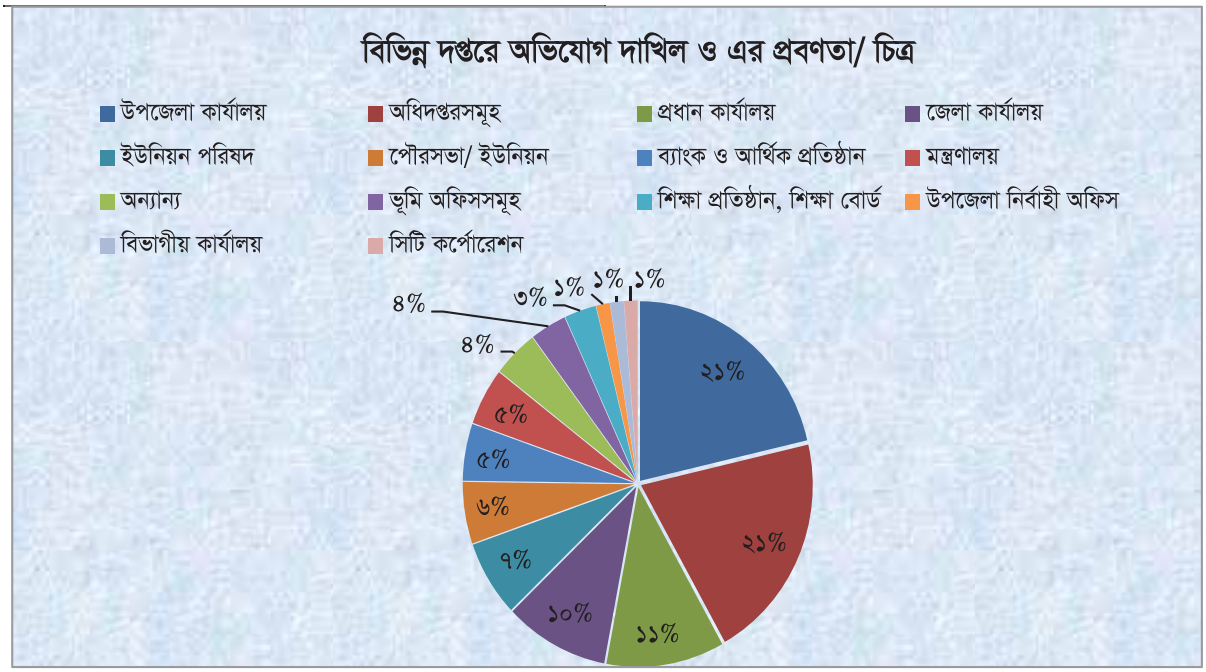

লেখচিত্র: বিভিন্ন দপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণের সংখ্যা

৫.১১ (ক). ২০২১ সালে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের (শুনানীর জন্য গৃহীত) বিশ্লেষণ

২০২১ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ৪৬৩টি অভিযোগের মধ্যে ২৩৪টি অভিযোগের বিষয়ে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যার শতকরা হার ৫০.৫৩%। শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এমন অভিযোগগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ অভিযোগই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অফিসসমূহ হলো: উপজেলা কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা বোর্ড, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরসমূহ, বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, থানা/উপজেলার বিভিন্ন অফিস, বিভিন্ন ভূমি অফিস, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা/ইউনিয়ন পর্যায়ের অফিসমূহ, এনজিওসমূহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অভিযোগের সংখ্যা নিম্নে ছকটি দেখানো হলো:

অভিযোগসংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহ		সংখ্যা
সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	২২
	সমবায় অধিদপ্তর	১৮
	ইউনিয়ন পরিষদ	১৬
	পৌরসভা অফিস	৯
	সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসারের কার্যালয়	৭
	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	৭
	স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৬

	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৬
	জনতা ব্যাংক লিমি: প্রধান কার্যালয়	৫
	উপজেলা প্রাণী সম্পদ কার্যালয়	৪
	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার কার্যালয়	৪
	পল্লী বিদ্যুৎ অফিস	৪
	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৪
	উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তর	৩
	উপজেলা নির্বাহী অফিস	৩
	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	৩
	গণপূর্ত বিভাগ	৩
	জেলা পরিষদ অফিস	৩
	পুলিশ সুপার এর কার্যালয়	৩
	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	৩
	বাংলাদেশ ব্যাংক	৩
	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর	৩
	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	২
	উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়	২
	জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী	২
	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়	২
	নেসকো, বিদ্যুৎ বিতরন বিভাগ	২
	পরিবেশ অধিদপ্তর	২
	বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ	২
	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	২
	এ আইজি (মিডিয়া এন্ড পিআর), বাংলাদেশ পুলিশ,	২
	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	২
	জেলা শিক্ষা অফিস	২
	জেল সুপার, গাজীপুর জেলা কারাগার	২
	উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়	২
	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	২
	গণপূর্ত ই/ এম কারখানা বিভাগ	২
	বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড	১
	বিপিএটিসির প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১
	ট্রাফিক পরিদর্শক প্রশাসনের কার্যালয়	১
	জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল	১
	ভূমি মন্ত্রণালয়	১
	পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১

	কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার	১
	উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়	১
	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়	১
	বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল	১
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১
	বরেন্দ্র বহুমুখি প্রকল্প, রংপুর	১
	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	১
	জেলা নির্বাচন অফিস	১
	পাট অধিদপ্তর	১
	গণপূর্ত অধিদপ্তর	১
	ডাক অধিদপ্তর	১
	জোনাল অফিস, কিশোরগঞ্জ	১
	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,	১
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১
	তথ্য কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা	১
	সোনারগাঁ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ	১
	সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা	১
	সাভার চামড়া শিল্প নগরী	১
	ড্রাগ সুপারিন্টেনডেন্টের কার্যালয়	১
	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনির্ভাসিটি, ইকবাল রোড,	১
	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়, লালমনিরহাট	১
	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ফায়ার স্টেশন উলাইল	১
	বিসিক প্রধান কার্যালয়	১
	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	১
	জেলা রেজিষ্টার কার্যালয়	১
	উপকর কমিশনারের কার্যালয়, সার্কেল-২২ (লাকসাম)	১
	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	১
	উপজেলা পরিষদ,	১
	সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস,	১
	গ্রাফিক্স আর্টস ইনস্টিটিউট	১
	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	১
	অগ্রণী ব্যাংক লিমিঃ	১
	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিঃ (বিটিসিএল)	১
	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	১
	কেন্দ্রীয় কার্যালয়	১

	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ),	১
	পানাসী ও বি. এ.ডি.সি, রায়গঞ্জ	১
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১
	বনবিভাগ	১
	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ,	১
	প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর	১
	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	১
	পোস্ট অফিস	১
	কার্প হ্যাচারী কমপ্লেক্স কুর্শী, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ	১
	ডিজিএম (কারিগরী) সদর দপ্তর	১
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়	১
	মোট-	২২১
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৬
	আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৫
	এনজিও	২
	মোট=	১৩
	সর্বমোট =	২৩৪টি

৫.১১ (খ). মোট অভিযোগকারীর মধ্যে নারী-পুরুষ শ্রেণিভেদ : ২০২১ সালে তথ্য কমিশনে মোট দায়েরকৃত অভিযোগের মধ্যে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, এমন অভিযোগের সংখ্যা ২৩৪টি। যার মধ্যে পুরুষ অভিযোগকারী ২২৫ জন এবং নারী অভিযোগকারী ৯ জন। যা নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

পুরুষ	২২৫
নারী	০৯
মোট	২৩৪

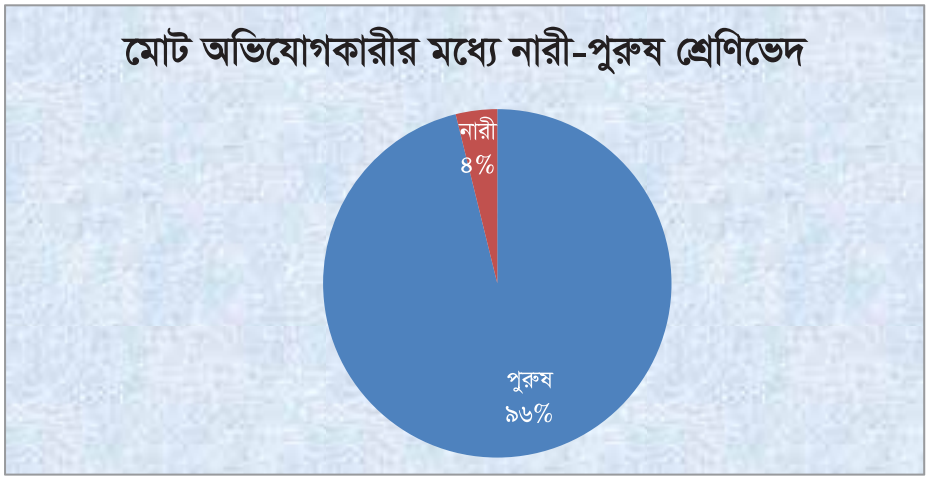

লেখচিত্র: মোট অভিযোগকারীর মধ্যে নারী-পুরুষ শ্রেণিভেদ

তথ্য অধিকার সম্পর্কে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধিতে তথ্য কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে জনঅবহিতকরণ সভা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচীগুলোতে নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তথ্য কমিশন বিভিন্ন সময়ে পেশাজীবী নারীদের নিয়ে তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করেছে।

৫.১১. (গ) তথ্য কমিশনে শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ

চাহিত তথ্যের বিষয়:	সংখ্যা
সরকারি প্রকল্প সংক্রান্ত	৩৭
তদন্ত প্রতিবেদন	২৭
সরকারি বরাদ্দ/ অনুদান সংক্রান্ত	১৩
পূর্বের অভিযোগের রেফারেন্সে পুনরায় অভিযোগ	১৩
গৃহনির্মান প্রকল্পের আওতায় ঘর বরাদ্দ	১১
চাকুরীর নিয়োগ সংক্রান্ত	৯
দরপত্রের কপি অনুলিপি	৮
শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট	৭
বিদ্যালয় সংক্রান্ত	৬
ভবন নির্মাণ	৫
উন্নয়নমূলক কাজ সংক্রান্ত তথ্য	৫
মাদ্রাসা সংক্রান্ত	৫
কৃষিঋণ সংক্রান্ত	৫
ওয়েবসাইট হালনাগাদ	৫
বিদ্যুৎ বিল/ সংযোগ সংক্রান্ত	৩
ভূমি/ ভূমির মামলা গ্রহণ	৩
নদী/বিলের চুক্তিপত্র/ দখলনামা/ ইজারা সংক্রান্ত	৩
গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের নিকট রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংকের পাওনা/ সরকারি পাওনা	৩
দ্রব্যাদি ক্রয় সংক্রান্ত	৩
বহুতল ভবন সংক্রান্ত	৩
করোনাকালীন অনুদান	৩
চাকুরী থেকে বহিস্কার এর সংশ্লিষ্ট কাগজ	৩
সরকারি বাসা বরাদ্দ	২
আবেদনের কপি/অনুলিপি	২
ইটভাটা সংক্রান্ত	২
বিদ্যুৎ সামগ্রী ক্রয় সংক্রান্ত	২
ভূমি/ ভূমির বরাদ্দ সংক্রান্ত	২
সরকারি অফিসের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ	২
সরকারি রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত	২
সরকারি প্রাধিকারপ্রাপ্ত গাড়ী/জনবল ব্যবহারকারী	২
ঋণ প্রদান সংক্রান্ত	১
সরকারি বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লট বিষয়ে	১

মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে প্রেরিত পত্রের আলোকে কার্যক্রম সংক্রান্ত	১
ঋণ প্রদান	১
সরকারি অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত	১
রেশন কার্ডের চাল বিতরণ সংক্রান্ত	১
খাল/নালা নিষ্কাশন	১
কর্মহীন অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ	১
টেন্ডার নোটিশ	১
পুলিশ প্রতিবেদন	১
গৃহ নির্মাণ	১
বিধবা ভাতা / বয়স্ক ভাতা/ প্রতিবন্ধী ভাতা/ মাতৃত্বকালীন ভাতা/ ভিজিএফ কার্ড	১
হাসপাতালে রোগীর তথ্য	১
পশু খামারের তথ্য	১
রাজস্ব আদায়	১
হোটেল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য	১
সরকারি নীতিমালার কপি	১
সরকারি দপ্তরের ফি সংক্রান্ত	১
করোনাকালীন খাতভিত্তিক প্রকল্প ও বরাদ্দ সংক্রান্ত	১
জন্ম নিবন্ধনের কপি	১
কোভিড ১৯ এর সরকারি বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের নীতিমালার কপি এবং প্রণোদনা প্রাপ্তদের নামের তালিকা	১
মাদকদ্রব্য বিষয়ক	১
তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক আবেদনের কার্যক্রম	১
নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি	১
সোলার বিতরণ	১
ফায়ার লাইসেন্স সংক্রান্ত	১
সাক্ষ্য প্রদানের স্টেটমেন্ট	১
আবাসিক গ্যাস সংযোগ	১
কৃষক সমবায় সমিতি	১
ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট অনুযায়ী আটককৃতদের তথ্য	১
বেতন-ভাতাদির কপি	১
রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যংকের কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত	১
উপজেলা ক্লাব স্থাপন	১
সরকারিভাবে আর্থিক প্রণোদনার সুবিধাভোগী	১
বিধিসম্মত দলিলের খরচ	১
উপজেলা ভিত্তিক ভোটার তালিকা	১
বিটিসিএল এর অবৈধ ডোমেইন সংযোগ	১
ড্রাগ লাইসেন্সকৃত ঔষধের দোকানের তালিকা	১
মোট=	২৩৪ টি

৫.১২. শুনানীর জন্য গৃহীত না হওয়া অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ

তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের মধ্যে ২০২১ সালে ৪৬৩টি অভিযোগের মধ্যে ২৩৪টি অভিযোগের বিষয়ে শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এরূপ অভিযোগগুলোর মধ্যে দায়েরকৃত ২২৯টি অভিযোগ শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। 'তথ্য অধিকার আইন,২০০৯' অনুযায়ী যাচিত তথ্য যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায় ৭৭টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়নি। এছাড়াও সুস্পষ্ট/ সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় ১৮ টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়নি। যাচিত তথ্যের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/জবাব/সরবরাহকৃত তথ্য 'তথ্য অধিকার আইন,২০০৯' অনুযায়ী যথাযথ প্রতীয়মান হওয়ায়; অভিযোগকারী আপীল আবেদন ছাড়াই সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করায়; তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না থাকায়; যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করায়; সরাসরি তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ নয় (অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত) বিধায়; দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী উল্লেখ না করে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করায়; তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনে স্বাক্ষর না থাকায়; একটি অভিযোগের সাথে তথ্যপ্রাপ্তির একাধিক আবেদন দাখিল এবং আপীল আবেদন সংযুক্ত না করে অভিযোগ দায়ের ইত্যাদি কারণে অভিযোগ শুনানীর জন্য গৃহীত হয়নি। অভিযোগকারীগণকে তার আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফৎ অবহিত করা হয়েছে ও বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

৫.১২. (ক).অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার কারণ

বিষয়	সংখ্যা
যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করায়	৭৭
তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ অনুযায়ী যাচিত তথ্য সুস্পষ্ট/ সুনির্দিষ্ট না হওয়ায়	১৮
যাচিত তথ্যের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/জবাব/সরবরাহকৃত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রতীয়মান হওয়ায়	১৩
অভিযোগকারী আপীল আবেদন ছাড়াই সরাসরি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরকরণ	১১
যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন না করায়	১১
যাচিত তথ্যের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩(ক) প্রযোজ্য হওয়ায়	১০
যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করায়	১০
দায়েরকৃত অভিযোগ সুনির্দিষ্ট (কি কি তথ্য পেয়েছেন/পাননি) না হওয়ায়	০৮
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৪(২) অনুযায়ী যাচিত 'মতামত' সংক্রান্ত হওয়ায়	০৮
তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদন ছাড়াই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরকরণ	০৭
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী উল্লেখ না করেই তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন করায়	০৫
তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদন দাখিল সংক্রান্ত প্রমাণক না থাকায়	০৫
একটি অভিযোগের সাথে একাধিক তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন দাখিল এবং আপীল আবেদন সংযুক্ত করে অভিযোগ দায়ের করায়	০৫
পূর্বের অভিযোগ রিভিউ করার সুযোগ না থাকায়	০৪
অভিযোগকারী একই কর্মকর্তা বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও আপীল আবেদন দাখিল করায়	০৪
হাতের লেখা অস্পষ্ট হওয়ায় পাঠোদ্ধার সম্ভব নয় বিধায় অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হয়নি	০৩
অভিযোগ দায়েরের পরে তথ্য প্রাপ্ত হওয়ায় এবং অভিযোগকারী প্রত্যাহার করায়	০৩

আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রতীয়মান হওয়ায়	০৩
যাচিত তথ্য 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর ২(চ) ধারা অনুযায়ী যাচিত তথ্যের আওতাভুক্ত নয় বিধায়	০৩
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২ অনুযায়ী আওতা বহির্ভূত হওয়ায়	০৩
তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনে স্বাক্ষর না থাকায়	০৩
তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিধায় পুনর্বিবেচনার সুযোগ নাই বিধায়	০২
সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করায়	০২
অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রাপ্তি স্বীকার সংক্রান্ত কোন প্রমাণক না থাকায়	০২
যাচিত তথ্য দীর্ঘ সময় পুরোনো হওয়ায়	০২
তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সাথে সংযুক্ত দলিলাদি অস্পষ্ট হওয়ায়-	০২
যাচিত তথ্য বিচারাধীন মামলা সংশ্লিষ্ট হওয়ায়	০২
সরাসরি তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ নয় (অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত)	০১
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২(খ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ না হওয়ায়-	০১
যাচিত তথ্যে অভিযোগকারীর কোনরূপ ঠিকানা না থাকায়	০১
	২২৯

৫.১২.(খ). শুনানীর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি এমন অভিযোগ বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল

তথ্য কমিশনে যেসব অভিযোগ দায়ের হয়, সেগুলো কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেসকল অভিযোগ *'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'* অনুযায়ী যথাযথভাবে দায়ের হয়েছে মর্মে কমিশন কর্তৃক বিবেচিত হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে কমিশন শুনানীর কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া, যেসকল অভিযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আইনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ আইনানুযায়ী তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন, আপীল আবেদন বা অভিযোগ দায়ের হয়না, সেগুলোর ক্ষেত্রে কমিশন সংশ্লিষ্ট অভিযোগের ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখপূর্বক অভিযোগকারীকে যথাযথভাবে আবেদন করার পরামর্শ দিয়ে নিষ্পত্তি করে থাকে। ২০২১ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগগুলো পর্যালোচনাপূর্বক দেখা যায়, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষেত্রে অভিযোগকারী যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন না করে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন অর্থাৎ 'আপীল কর্তৃপক্ষ' কে তা নিয়ে নাগরিকের মাঝে অস্পষ্টতা রয়েছে। অনেক অভিযোগের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিযোগকারী তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনে যেসকল তথ্য চেয়েছেন, সেগুলো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়।

এক্ষেত্রে 'তথ্য' কী কী এ বিষয়েও জনগণের মাঝে অস্পষ্টতা রয়েছে। এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে যেগুলো উপরে বর্ণিত ছকে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগগুলোর সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, 'তথ্য' ও 'আপীল কর্তৃপক্ষ'- এই দু'টি বিষয় এখনও জনগণের কাছে সুস্পষ্ট নয়। এই দু'টি বিষয়ে যদি জনগণের মাঝে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা যায়, তাহলে একদিকে জনগণের তথ্য চাওয়ার বিষয়টি আরও সুনির্দিষ্ট হবে এবং অপরদিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের জন্য তথ্য সরবরাহের বিষয়টি সহজতর হবে। আরেকটি বিষয় হল, কোন তথ্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে পাওয়া যেতে পারে- এ বিষয়টিও অনেক সময় নাগরিকের মাঝে সংশয় সৃষ্টি করে।

৫.১৩ তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব: চলতি ২০২১-২২ অর্থ-বছরে তথ্য কমিশনের বাজেট নিম্নরূপ:

তথ্য কমিশনের অনুকূলে বরাবদ্দকৃত ২০২১-২০২২
অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী:

কোড নং	১৩১০০৯১০০	অংকসমূহ লক্ষ টাকায়		
অর্থনৈতিক কোড	খাতের নাম	২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থবছরে ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ছাড়কৃত অর্থ	ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়
৩১১১১	অফিসারদের বেতন	১২৬.৬০	৬৩.৩০	৫৬.৯২
৩১১১২	কর্মচারীদের বেতন	৪০.৫০	২০.২৬	১৮.৩৪
৩১১১৩	ভাতাদি	১৬৬.২০	৮৩.১০	৬৪.৭২
৩২৩১১	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৬০৮.৭৩	৩০৪.৩৬	১৩৯.৬৮
৩৪২১৫	কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড	২৫.০০	১২.৫০	২.৯৪
৩২৫৭১	গবেষণা	১০.০০	৫.০০	০.০০
৪১১২১	মূলধন মঞ্জুরী	৪২.৫০	২১.২৪	৬.৫১
	সর্বমোট =	১০১৯.৫৩	৫০৯.৭৬	২৮৯.১১

৫.১৪ তথ্য কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

তথ্য কমিশন অনুযায়ী তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের শুনানী গ্রহণ করে। কোন নাগরিক তথ্যপ্রাপ্তিতে বাধাগ্রস্ত হলে এবং সেক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ ও ২৭ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ধার্য করা, জরিমানা করা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অবহেলাকে অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর বিভাগীয় শাস্তি প্রদানের সুপারিশ করা হয়। ২০১১ সাল থেকে অদ্যাবধি মোট ৬৮টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে গুরুত্ব বিবেচনায় ক্ষতিপূরণ/জরিমানা/বিভাগীয় শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০২১ সালে দায়েরকৃত ০৬টি অভিযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি শাস্তি আরোপ করা হয়।

৫.১৫ তথ্য কমিশন ঃ উল্লেখযোগ্য কেস স্টাডিসমূহ: অন্যান্য বছরের তুলনায় ২০২১ সাল একটি ব্যতিক্রমধর্মী বছর। কোভিড-১৯ ভাইরাসের কারণে উদ্ভুত বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতিতেও জনগণের তথ্য অধিকার প্রয়োগে যেন বিঘ্ন না ঘটে, পরিস্থিতি বিবেচনায় তথ্য কমিশন ভার্চুয়াল শুনানী গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে অভিযোগ নিস্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে , নিম্নে যার প্রতিফলন দেখা যায়:

কেস স্টাডি: ১

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, শিবালয়, মানিকগঞ্জ-কে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের নির্দেশ:

আবেদনকারী ১৩-০৯-২০২০ইং তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, শিবালয়, মানিকগঞ্জ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অধিনে আপনার উপজেলায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে ইউনিয়ন ওয়ারী তালিকা।

- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২২-১১-২০২০ তারিখে জেলা ত্রাণ ও পুনবাসন কর্মকর্তা, জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, মানিকগঞ্জ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১১-০১-২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।
- তথ্য কমিশনের গত ০২-০৩-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৮-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।
- ২৪-০৮-২০২১ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।
- অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অফিসে যেতে বলেছেন। তবে তিনি কোন চিঠি পাননি।
- শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রস্তুত রয়েছে। অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য কাগজপত্রের পরিমান বেশি হওয়ায় এবং বিভিন্ন সাইজের কাগজ হওয়ায় স্ক্যান করা সম্ভব হয়নি। তিনি অভিযোগকারীকে নির্ধারিত তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে তথ্য গ্রহণ করার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। তথ্য মূল্য কত তা নির্ধারণের কথা চিঠিতে উল্লেখ করতে ভুলে যাওয়ায় তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, যাচিত তথ্য সরবরাহযোগ্য এবং তথ্য সরবরাহ বাধ্যতামূলক। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ না করে তার কার্যালয়ে আসতে বলেছেন যা তথ্য সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগকারী কর্তৃক তথ্য নেয়ার বিষয়ে অন্যদেরকে অবগত করেছেন যা যথানিয়মে হয়নি বরং পরিস্থিতি জটিল করেছেন। অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ না করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব সুদেব কৃষ্ণ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, শিবালয়, মানিকগঞ্জ-কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় জনাব সুদেব কৃষ্ণ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, শিবালয়, মানিকগঞ্জ-কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো।

৩। এ সিদ্ধান্তপত্রের অনুলিপি সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর ই-মেইল ও রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা হোক।

৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৫। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

কেস স্টাডি: ২

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ডাক অধিদপ্তর-কে তথ্য প্রদানের নির্দেশ

আবেদনকারী ০৬-১০-২০২০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব এসএম হারুনুর রশীদ, পরিচালক (মেইলস) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০ বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) **মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের পত্রসংখ্যা রাকা/জন/পিটি(৬)/৯৯-১৬ তারিখ ১২-০১-৯৯ খ্রিঃ এর প্রতি গৃহীত কার্যক্রম।**
২) **মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের পত্রসংখ্যা রাকা/জন/পিটি(৫)/৯৯-৪৪৬ তারিখ ০৩-১১-৯৯খ্রিঃ এর কার্যক্রম।**
৩) **মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের পত্রসংখ্যা রাকা/জন/আবেদন-কার্যক্রম-২৫/২০০৮-৪৪৯তাং ১৩-০৮-২০০০ এর কার্যক্রম।**
৪) **সচিবের পত্র নং- পিটি/শাখা-৭/পু:আ:- ৯/৯৯-১৫০ তাং ১৮/০২/৯৯ এর কার্যক্রম।**
৫) **সচিবের পত্র নং- পিটি/শাখা-৭/পু:আ:- ৯/৯৯-৯১০ তাং ১৭/১১/৯৯ এর কার্যক্রম।**
৬) **সচিবের পত্র নং- পিটি/অধিশাখা-৭/পেন ৩/২০০৭/৬৯৩ তাং২৮/০৭/২০০৮ এর কার্যক্রম।**
৭) **সচিবের পত্র নং- পিটি/অধিশাখা-৭/পেন ৩/২০০৭/৩৮ তাং ১১/০২/২০১০ এর কার্যক্রম।**

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট আমার ১৫/০৯/১৯৮৮ তারিখের দাখিলকৃত রিভিশন পিটিশন এর উপর সুদীর্ঘ ৩২ (বত্রিশ) বৎসর অতিবাহিত হওয়ায় আমি প্রতিনিয়ত ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন সিদ্ধান্ত না জানাইয়া আমাকে শারিরীক মানসিক ও আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করনের দায়ী কর্মকর্তার নাম, পদবী সহ পূর্নাঙ্গ ঠিকানা লিখিতভাবে জানাইতে উপরের বর্ণিত ৭টি পত্রের ফটোকপি এতদসংগে সংযুক্ত করে দেওয়া হইল।

- ডাক অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ১০-১১-২০২০ তারিখে ১৪.৩১.০০০০.০৩৯.৪৪.০০২.১৮-১৩৭ নং স্মারক মূলে অভিযোগকারীকে "সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি বিশ্লেষণ ও সংশ্লিষ্ট সার্কেল হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কোন কর্মকর্তা দায়ী নয় মর্মে পরিলক্ষিত হয়" মর্মে একটি জবাব প্রেরণ করেন। উক্ত জবাবে সন্তুষ্ট হতে না পেরে অভিযোগকারী ০১-১২-২০২০ তারিখে সচিব, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্মারক নং- ১৪.০০.০০০০.০১০.২৭.০০২.১৯-৬০ তারিখ: ১৪-১২-২০২০ মূলে আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক "আপীল আবেদনটি তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ এর বিধি ৪(২), বিধি ৪(৩) ও বিধি ৬(২) এর আলোকে পর্যালোচনায় ডাক অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গৃহীত কার্যক্রম যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে; সেহেতু জনাব মো: আবুল হাশিম (প্রাক্তন সাব পোস্টমাস্টার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উপডাকঘর) এর আপীল আবেদনটি তথ্য অধিকার আইন এর অনুচ্ছেদ ২৪(৩)(খ) মোতাবেক খারিজ করিয়া আপীল নিস্পত্তি করা হল" মর্মে অভিযোগকারীকে একটি আদেশপত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে এবং তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০১-২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

- তথ্য কমিশনের গত ০২-০৩-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। দেশে করোনা পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত লকডাউন শেষ হলে অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৮-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে Zoom Apps এর মাধ্যমে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

- ২৪-০৮-২০২১ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক জবাব এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দাখিলের জন্য পরবর্তি ১৪-০৯-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

- ১৪-০৯-২০২১ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

- অধিকতর সরেজমিনে শুনানীর জন্য ১১-১০-২০২১ তারিখ ধার্য করে অভিযোগকারী; ২য় পক্ষে পরিচালক (ডাক) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর; যুগ্মসচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; অতিরিক্ত সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়সহ মোট পাঁচ (০৫) জনের প্রতি সমন জারী করা হয়।

- ১১-১০-২০২১ তারিখ শুনানীতে ১ম পক্ষে অভিযোগকারী এবং ২য় পক্ষে পরিচালক (ডাক) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর; যুগ্মসচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; অতিরিক্ত সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় হাজির। উক্ত শুনানীতে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশ দেয়া হয় এবং পরবর্তী ২৫-১০-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

- ২৫-১০-২০২১ তারিখ অভিযোগকারী হাজির। এবং প্রতিপক্ষে পরিচালক (ডাক) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক অধিদপ্তর; ২৪-১০-২০২১ তারিখের ১৪.৩১.০০০০.০৩৯.৪৪.০০২.১৮(পার্ট-১)/৯৭ নং স্মারকমূলে "তথ্য কমিশনে গত ১১-১০-২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত শুনানীতে মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জনাব মো: আবুল হাশিম, প্রাক্তন সাব পোস্টমাস্টার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উপডাকঘর এর বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে অত্র দপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখার নথি নং ১৪.৩১.০০০০.০২৯.২৭.০০৩.২০.১৭০ খ্রি: মূলে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে এ পর্যন্ত কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি" মর্মে কমিশনের সদয় অবগতির জন্য পত্র প্রেরণ করেন।

- সরেজমিনে অধিকতর শুনানীর জন্য পরবর্তি ২২-১১-২০২১ তারিখ দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর; উপসচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং অতিরিক্ত সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা সহ মোট পাঁচ (০৫) জনের প্রতি সমন জারী করা হয়।

- ২২-১১-২০২১ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী, পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর; উপসচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং অতিরিক্ত সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সরেজমিনে হাজির।

- শুনানীতে অভিযোগকারী জানান যে, তিনি এখন পর্যন্ত পূণাঙ্গ তথ্য পাননি। শুনানীতে মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অধিদপ্তর থেকে অভিযোগকারীর বিষয়টি তারা নিস্পত্তি করতে পারেননি। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কে ১৪/১১/২০২১ তারিখে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব তার বক্তব্যে জানান যে, বর্তমানে বিষয়টি চুড়ান্তভাবে নিস্পত্তির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাধ্যমে ০৪-১১-২০২১ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বরাবরে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের বিষয়ে ৩২ বছর ধরে বিলম্ব করা হয়েছে। এটা সংশ্লিষ্টদের অকর্মন্যতার পরিচয় বহন করে যা মোটেও কাঙ্খিত নয়। ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক ১৪/১১/২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত জবাবে অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি বিষয়ে বিধৃত করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, তথ্য কমিশনে ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক দাখিলকৃত ১৪/১১/২০২১ তারিখের জবাব এবং আবেদনকারীর যাচিত ৭টি তথ্য এর বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হালনাগাদ তথ্য অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য কমিশনে ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক দাখিলকৃত ১৪/১১/২০২১ তারিখের জবাব এবং আবেদনকারীর যাচিত ৭টি তথ্য এর বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হালনাগাদ তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার জন্য পরিচালক (মেইলস) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা-কে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো।

কেস স্টাডি: ৩

সাভার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিস বরাবরে ফায়ার লাইসেন্স, অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিতকরণ এবং ভবন ও ভবন মালিকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন তথ্য পেতে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ:

আবেদনকারী ২০-০১-২০২১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ষ্টেশন অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ফায়ার স্টেশন উলাইল, সাভার বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে সাভারে কয়টি অফিস, আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনে ফায়ার লাইসেন্স দেয়া হয়েছে, ভবনের নাম, ঠিকানাসহ তালিকা।

খ) ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ সালে অগ্নি ঝুকিপূর্ণ কয়টি ভবন চিহ্নিত করা হয়েছে, ভবনগুলোর সর্বশেষ অবস্থা লিখিত জানতে চাই। অগ্নি ঝুকিপূর্ণ ভবনের নাম, ঠিকানাসহ তালিকা।

গ) ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট কয়টি ভবন/ ভবন মালিকের বিরূদ্ধে নোটিশ দেয়া হয়েছে, নোটিশগুলোর অবিকল ফটোকপি ও ব্যবস্থা গ্রহণ পত্রের ফটোকপি।

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০২-২০২১ তারিখে উপপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), উপ-পরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন তথ্য/ জবাব/ নির্দেশ বা উত্তর প্রদান করা হয়নি বিধায় অভিযোগকারী ২২-০৩-২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ২৭-০৭-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৩-১০-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। অনিবার্য কারণবশত: শুনানীর জন্য ধার্যকৃত ১৩-১০-২০২১ এর ধার্য তারিখের শুনানী স্থগিত করা হয় এবং পরিবর্তে ১৪-১০-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে উভয়পক্ষকে জানিয়ে দেয়া হয়।

৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

৬। শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান যে, ক্রমিক 'ক' এর তথ্য সংশ্লিষ্ট স্টেশনে সংরক্ষিত নেই। এগুলো ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে সংরক্ষিত থাকে। ক্রমিক 'খ' এ বর্ণিত তথ্যের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান স্টেশন পর্যায়ে ঝুকিপূর্ণ ভবন সনাক্ত করা হয়না, অধিদপ্তর থেকে কমিটি করে ঝুকিপূর্ণ ভবন সনাক্ত করা হয়। এবং ক্রমিক 'গ' এ বর্ণিত তথ্য জোনাল অফিসে সংরক্ষিত থাকে।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও জোনাল অফিসে সংরক্ষিত থাকে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শুনানীতে প্রদানকৃত বক্তব্য জবাব আকারে অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সংশ্লিষ্ট জবাব, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য সিনিয়র ষ্টেশন অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, সাভার, ঢাকা-কে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেয়া হলো।

কেস স্টাডি: ৪

গরু হৃষ্ট-পুষ্টকরণ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য পেতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর প্রয়োগ:

আবেদনকারী ১৬-০৯-২০২০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ডা: এ বি এম আলমগীর, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাগাতিপাড়া, নাটোর বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. গত ২০১৯-২০ ইং অর্থবছরে আধুনিক পদ্ধতিতে গরু হিষ্ট-পুষ্টকরণ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের ঠিকানাসহ নামের তালিকা, প্রশিক্ষণ বাবদপ্রাপ্ত অর্থ এবং অর্থ ব্যয় এর পূর্ণ বিবরণ । এছাড়া উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণে আপনার দপ্তরের কমিটি দ্বারা যাচাই-বাছাইকৃত নামের তালিকা।

২. গত ২০১৯-২০ ইং অর্থবছরে কতজন কসাইদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে? তাদের ঠিকানা সহ নামের তালিকা । এছাড়া উক্ত প্রশিক্ষণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ এবং ব্যয় এর পূর্ণ বিবরণ।

৩. **এল.ডি.ডি.পি প্রকল্পের অধীনে প্রাপ্ত অর্থ এবং ব্যয় এর পূর্ণ বিবরণ।**

৪. **২০১৯-২০ ইং অর্থবছরে এডিপি থেকে প্রাপ্ত অর্থ এবং ব্যয় এর বিবরণসহ ২০১৯-২০ ইং অর্থবছরে আপনার দপ্তরে প্রাপ্ত সকল ধরণের বরাদ্দ এবং ব্যয় এর বিবরণ।**

- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২১-১০-২০২০ তারিখে ডা: মো: গোলাম মোস্তফা, জেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়, নাটোর বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২১-০৬-২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

- তথ্য কমিশনের গত ১৯-১০-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৪-১১-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

- শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

- শুনানীতে প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান যে, তিনি গত জানুয়ারী ২০২১ তে যোগদান করেছেন। তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) আবেদনকারীকে কোন তথ্য প্রদান করেননি। তবে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রদানযোগ্য।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানীঅন্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদানযোগ্য। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ২০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য ডা: হোসেইন মো: রাকিবুর রহমান, ভেটেরিনারি সার্জন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাগাতিপাড়া, নাটোর-কে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশ দেয়া হলো।

কেস স্টাডি: ৫

অতি দরিদ্রের জন্য পরিচালিত ৪০ দিনের কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য পেতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রয়োগ:

আবেদনকারী ৩০-০৫-২০২১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে নিউটন বাইন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **অতি দরিদ্রের জন্য পরিচালিত ৪০ দিনের কর্মসূচির ১৭ ইউনিয়নের তালিকা (লেবারদের নামসহ, অর্থবছর ২০২০-২০২১)**
২. **কাবিটা কর্মসূচি ২০২০-২০২১ অর্থবছর ২য় ও ৩য় পর্যায়।**

- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৯-০৭-২০২১ তারিখে জনাব বজলুর রশিদ, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রকার তথ্য প্রদান না করায় অভিযোগকারী ১৬-০৮-২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।
- তথ্য কমিশনের গত ১০-১১-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৩-১২-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।
- শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।
- শুনানীতে প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানীঅন্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন তবে নিয়মানুগ পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য যথানিয়মে সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ-কে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশ দেয়া হলো।

কেস স্টাডি: ৬

চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্প ট্যানারী সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য আরটিআই, ২০০৯ মোতাবেক তথ্য সরবরাহের নির্দেশ:

অভিযোগকারী ২৭-১২-২০২০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে প্রকল্প পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাভার চামড়া শিল্প নগরী, হরিণধরা, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) রাজধানীর হাজারীবাগ শিল্প ট্যানারি, সাভারে হস্তান্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? ট্যানারি হস্তান্তরের যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয় ওই প্রকল্পের বরাদ্দের কপি। প্রকল্পের মেয়াদকাল, প্রকল্পের নকশা, প্রকল্প প্রস্তাবের কপি। প্রকল্পে বরাদ্দপ্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ও প্রাপ্ত টাকা ব্যয়ের খাতওয়ারী হিসাবসহ বর্ণনা।

খ) তরল বর্জ্য শোধানাগার সিইটিপি ক্রয়, সরবরাহ ও স্থাপন কমিটির পদবিসহ নামের তালিকা, সিইটিপি নির্মাণের বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ।

গ) সাভারের শিল্প ট্যানারি হস্তান্তর ও স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা। পরামর্শক চুক্তিপত্র, পরামর্শক ব্যয়ের পরিমাণ ও পরামর্শক প্রতিবেদন।

ঘ) সাভারের চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্পে ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দের কপি ও প্রাপ্ত টাকা ব্যায়ের খাতওয়ারী হিসাবসহ বর্ণনা।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০২-০২-২০২১ তারিখে চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), বিসিক ভবন, ১৩৭-১৩৮ মতিঝিল, ঢাকা এবং মহাব্যবস্থাপক (প্রকল্প বিভাগ) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), বিসিক ভবন, ১৩৭-১৩৮ মতিঝিল, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। ০৮-০২-২০২১ তারিখে প্রকল্প পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাভার চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করায় অভিযোগকারী ২৪-০২-২০২১ তারিখে (ডায়েরীভুক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ২৯-০৩-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২১-০৯-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। পরবর্তি ১৮-১০-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন। অভিযোগকারী জানান, প্রকল্প পরিচালক তাকে যাচিত তথ্যসমূহ প্রদান করেন নি। অপরদিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, প্রকল্প চলমান থাকায় যাচিত তথ্যসমূহ প্রদান করা হয়নি। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় তিনি এখন তথ্য সরবরাহ করতে প্রস্তুত রয়েছেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের মৌখিক বক্তব্য শুনানী এবং সামগ্রিক বিবেচনায় দেখা যায়, যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহযোগ্য। সুতরাং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

১। তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রত্যয়নপূর্বক তথ্যসমূহ সরবরাহের জন প্রকল্প পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাভার, চামড়া শিল্প নগরী, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা কে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো।

কেস স্টাডিঃ ৭

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ড্রাগ লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য পেলেন জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান।

অভিযোগকারী ২৬-১১-২০২০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ড্রাগ সুপারিন্টেনডেন্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ড্রাগ সুপারিন্টেনডেন্টের কার্যালয়, দিনাজপুর বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) **দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় ড্রাগ লাইসেন্সকৃত কতটি ঔষধের দোকান রয়েছে তার নাম, স্থানসহ তালিকা।**

খ) **দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় ড্রাগ লাইসেন্সবিহীন ঔষধের দোকানগুলিতে ২০১৯ সালের জানুয়ারী থেকে ২০২০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার রিপোর্ট।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১০-০১-২০২১ তারিখে সহকারী পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), সহকারী পরিচালক ঔষধ প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০২-২০২১ তারিখে (ডায়েরীভুক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ২৯-০৩-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২০-০৯-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন। অভিযোগকারী জানান যে, তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য পাননি, তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের অনেক পরে তথ্য পেয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এহেন বিলম্বে তথ্য সরবরাহ করার জন্য ভুল স্বীকার করে জানান যে, তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদনপত্রটি অফিস স্টাফ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারে নি। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তথ্য সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা

মৌখিক বক্তব্য শুনানী এবং সামগ্রিক বিবেচনায় দেখা যায়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন কিন্তু অহেতুক বিলম্ব হয়েছে। তথ্য সরবরাহ করার প্রমাণাদি ইতোমধ্যে শুনানীতে জবাবের সাথে দাখিল করেছেন। বিলম্বে তথ্য সরবরাহ করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) দু:খ প্রকাশ করেছেন। যেহেতু অভিযোগকারী ইতোমধ্যে তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন সেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (আরটিআই) অহেতুক বিলম্বে তথ্য সরবরাহ করার জন্য তাকে সতর্কপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু অভিযোগকারী ইতোমধ্যে তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন সেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (আরটিআই) অহেতুক বিলম্বে তথ্য সরবরাহ করার জন্য সতর্ক করা হলো এবং অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো।
সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

কেস স্টাডি: ৮

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মোতাবেক উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য পেয়েছেন জনাব হিমেল চাকমা।

অভিযোগকারী ২৭-১০-২০২০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব অরুনেন্দু ত্রিপুরা, জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ ২০১৭-১৮ অর্থবছর ২০১৮-১৯ অর্থবছর এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট কতটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে ?

খ) উল্লেখিত অর্থবছরে কোন উপজেলায় কতটি প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে? বর্তমানে কোন কোন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে ?

গ) এসব প্রকল্পগুলোর কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ ছিল তার হিসাবসহ প্রকল্পগুলোর নাম এবং কোন প্রকল্পের কাজ কোন ঠিকাদার করছে ?

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২০-১২-২০২০ তারিখে জনাব অংসুই প্রু চৌধুরী, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কর্তৃপক্ষের কাছে কোন তথ্য/সিদ্ধান্ত/জবাব/নির্দেশ না পাওয়ায় অভিযোগকারী ০৩-০৩-২০২১ তারিখে (ডায়রীভুক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ২৭-০৭-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২১-০৯-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়পক্ষ Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন। অধিকতর শুনানীর জন্য ১৮-১০-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটিসহ তিন (০৩) জনের প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সময়ের আবেদন দিয়ে গরহাজির। পরবর্তি ০৮-১১-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটিসহ তিন (০৩) জনের প্রতি সমন জারী করা হয়।

৫। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভার্চুয়াল শুনানীতে Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন। ২য় পক্ষ জানান যে, কোভিড-১৯ আক্রান্ত থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করতে পারেন নি, তবে ইতোমধ্যেই তিনি যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা

মৌখিক বক্তব্য শুনানীঅন্তে এবং সামগ্রিক বিবেচনায় দেখা যায়, ২য় পক্ষ ইতোমধ্যেই যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিস্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

২য় পক্ষ ইতোমধ্যেই যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো।

কেস স্টাডি: ৯

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনির্ভাসিটিকে- তথ্য সরবরাহের নির্দেশ:

অভিযোগকারী ১৮-০২-২০২১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব আশরাফ উদ্দিন, রেজিষ্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনির্ভাসিটি, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **অভিযোগকারীর ছেলে ইখলাস মুহাম্মদ জুহাইর জার্জিস (আইডি ১৮-০২-০৩২, আইসিটিই প্রোগ্রাম) কে বিডিইউ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করায় তার বিরূদ্ধে অভিযোগ পত্র, তদন্ত প্রতিবেদন এবং বিডিইউ সিন্ডিকেট ৬ষ্ঠ ও ৭ম সভার রেজুলেশন প্রয়োজন।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০১-২০২১ তারিখে প্রফেসর ড. মনোজ আহমেদ নূর, উপাচার্য ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ নগর কার্যালয়, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও চাহিত তথ্যাদি না পেয়ে অভিযোগকারী ০৭-০৩-২০২১ তারিখ (ডায়রীভুক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ২৭-০৭-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০৬-১০-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। শুনানীর ধার্য ০৬-১০-২০২১ তারিখে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে আইনজীবী ভার্চুয়াল শুনানীতে Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে আইনজীবী জানান, সিন্ডিকেটের অনুমোদন না থাকায় তথ্য সরবরাহ করা হয় নি। সিন্ডিকেট অনুমোদন দিলে যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হবে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের মৌখিক বক্তব্য শুনানীঅন্তে এবং সামগ্রিক বিবেচনায় দেখা যায়, যাচিত তথ্য সরবরাহযোগ্য। এছাড়া তথ্য সরবরাহের বিষয়টি সিন্ডিকেটের ইস্যু নয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করতে অবহেলা করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্কপূর্বক যাচিত তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যসমূহ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য জনাব আশরাফ উদ্দিন, রেজিষ্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনির্ভাসিটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা কে নির্দেশ দেয়া হলো।

কেস স্টাডিঃ ১০

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়াটার্স-কে তথ্য সরবরাহের নির্দেশঃ

আবেদনকারী ০৫-০১-২০২১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ সোহেল রানা, এ.আই.জি মিডিয়া পাবলিক রিলেশন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়াটার্স, ৬ ফনিক্স রোড, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

স্বাক্ষ্য প্রদানের পৃথক পৃথক স্ট্যাটমেন্ট এর কপি ও আপনাদের সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত পাওয়া জন্য-
আমি গত ২০-১১-২০১৯ ইং তারিখে মাননীয় আইজিপি বরাবর ন্যায় বিচার প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিয়া ছিলাম এবং নিম্নে ০১-১৪ জন স্ব-শরীরে পুলিশ হেডকোয়ার্টারস ডিসিপ্লিন উইংস এ ইন্সপেক্টর সাউদ আহসান এর নিকট লিখিতভাবে স্বাক্ষী প্রধান করিয়াছি। সবার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। মোঃ মোস্তাক আহমেদ, ২। মোঃ ফয়সাল আহমেদ, ৩। ওয়াসিক আলম রুপু, ৪। পরি বেগম পলি, ৫। মোঃ হারুন, ৬। মোঃ পারভেজ, ৭। মোঃ বাদশা, ৮। ওয়াসি মিঠু, ৯। মোঃ নাদেম, ১০। সিরাজুল ইসলাম, ১১। মোঃ মোস্তফা, ১২। মোঃ মামুন, ১৩। মোঃ তাবু, ১৪। রফিকুল আলম।

তাই মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন আমাকে যেন উপরে উল্লেখিত ০১-১৪ জনের স্বাক্ষ্য প্রদানের পৃথক পৃথক স্ট্যাটমেন্ট এর কপি প্রদান করা এবং আপনারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে সিদ্ধান্তগুলো যেন আমাকে লিখিতভাবে জানানো হয় তার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

৭। তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মো: সোহেল রানা, এ আইজি (মিডিয়া এন্ড পিআর), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা ০৭-০১-২০২১ তারিখে মিডিয়া/৪৪.০১.০০০০.০৪৫.০২.০০১.২০(অংশ-১)-১৫ নং স্মারকমূলে অ্যাডিশনাল ডিআইজি (ডিএন্ডপিএস-১), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা-কে **"তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনকারীর তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে"** মর্মে পত্র প্রেরণ করেন। প্রার্থিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৫-০২-২০২১ তারিখে জনাব মোস্তফা কামাল উদ্দিন, সিনিয়র সচিব (জন নিরাপত্তা বিভাগ) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর), পক্ষে/এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা ০১-০৩-২০২১ তারিখে মিডিয়া/৪৪.০১.০০০০.০৪৫.০২. ০০১.২০(অংশ-১)-৯৬ নং স্মারকমূলে জনাব রফিকুল আলম-কে "ডিএমপি, ঢাকার ডিবির পশ্চিম বিভাগের নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মো: মাহবুবুল হক, বিপি-৬৯৯৫০৪১৪৫০ এবং এসআই (নি:)/ মো: রফিকুজ্জামান মিয়া, বিপি-৮০০০০৫৭৫২১ দ্বয়ের বিরূদ্ধে দাখিলকৃত অভিযোগ এখনও তদন্তাধীন বিধায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (ঠ) ধারা অনুযায়ী চাহিত তথ্য প্রদান করা সম্ভব হল না। আপীল আবেদনের পরেও তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৮-০৩-২০২১ তারিখ তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৮। ২৭-০৭-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০৬-১০-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৯। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

১০। অভিযোগকারী গরহাজির থাকায় ২৭-১০-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

১১। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী Zoom Apps এ সংযুক্ত হলেও বারবার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অভিযোগকারীকে শোনা যায়নি। অপরদিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে আইনজীবী Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন। পরবর্তিতে ১০-১১-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে সরেজমিনে শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

১২। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী হাজির।

১৩। শুনানীতে অভিযোগকারী জানান যে, তিনি তথ্য পাননি।

১৪। শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জানান যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেননি। পুলিশ বিভাগ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন। তদন্ত কার্যক্রম অতি দ্রুত শেষ হয়ে যাবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। তদন্ত চলমান থাকায় তথ্য অধিকার আইনের ৭(ঠ) ধারা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা যায়নি। তদন্ত কার্যক্রম শেষ হলে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের বিষয়ে তদন্ত চলমান থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। প্রতিপক্ষ কমিশনে যে জবাব দাখিল করেছেন তা আরও স্পষ্টীকরণ হওয়া উচিৎ ছিল। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বিলম্ব হয়েছে মর্মে জানিয়েছেন। তবে বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এবং সকল অফিসের কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কাজেই তদন্ত কার্যক্রম অতি দ্রুত শেষ করে অভিযোগকারীকে তথ্য দেয়া যায়। উপরিউল্লিখিত প্রতিপক্ষের বক্তব্য তথ্য হিসেবে অভিযোগকারীকে প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের বিষয়ে সর্বশেষ অবস্থাসহ সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগকারীকে অবহিত করার জন্য এ.আই.জি (মিডিয়া পাবলিক রিলেশন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়াটার্স, ৬ ফনিক্স রোড, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা-কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

কেস স্টাডি: ১১

মাদকদ্রব্য উজার, অভিযান ও মামলা সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রয়োগ:

অভিযোগকারী ০৪-০৩-২০২০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সহকারী পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সহকারী পরিচালকের কার্যালয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, দিনাজপুর বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

(ক) দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গত ২০২০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত কতটি অভিযান পরিচালনা করে কি কি মাদকদ্রব্য উজার করেছে এবং কতটি মামলা দায়ের হয়েছে। দায়েরকৃত মামলার এজাহার কপি।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৪-২০২১ তারিখে অতিরিক্ত পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রংপুর বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ৩১-০৫-২০২১ তারিখে (ডায়েরীভুক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ১৯-১০-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৮-১১-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে COVID-19 পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। ধার্য তারিখে উভয় পক্ষ Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন। ১ম পক্ষ জানান যে, যাচিত তথ্য তাকে সরবরাহ করা হয়েছে। অপরদিকে ২য় পক্ষ জানান, ১ম পক্ষকে এজহারের কপিসহ সরবরাহ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

মৌখিক বক্তব্য শুনানীঅন্তে এবং সামগ্রিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ ১ম পক্ষকে এজহারের কপিসহ যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং ১ম পক্ষ যাচিত তথ্য পেয়েছেন। এ অবস্থাধীনে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

২য় পক্ষ ১ম পক্ষকে এজহারের কপিসহ যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং ১ম পক্ষ যাচিত তথ্য পেয়েছেন। এ অবস্থাধীনে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

উপর্যুক্ত অভিযোগগুলো ছাড়াও অন্যান্য অনেক অভিযোগ রয়েছে যা কমিশন শুনানী গ্রহণ করেছে এবং আরও অভিযোগ শুনানীর জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। অভিযোগের শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করাই কমিশনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তথ্য কমিশনের দায়েরকৃত অভিযোগের কতিপয় সিদ্ধান্তপত্র অধ্যায়-৬ এর পরিশিষ্ট-ঙ তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৫.১৬ (ক)- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত প্রতিবন্ধকতা/চ্যালেঞ্জ সমূহ

তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেমন-

১। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তথ্য কমিশন কেন্দ্রীয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আইনটি পাস হওয়ার এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার এক যুগ অতিবাহিত হলেও দেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় এই আইনটির চর্চা খুবই সীমিত । সমগ্র জনগণকে আইনটি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত করা সম্ভব হয়নি তথ্য কমিশনের সীমিত জনবল এবং সীমিত অবকাঠামোর কারণে।

২। Official Secrecy Act, 1923- এই আইনটি দাপ্তরিক গোপনীয়তা বজায় রাখা সংক্রান্ত। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সালে পাস হলেও Secrecy Act দীর্ঘদিন ধরে অনুশীলনের কারণে সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে দাপ্তরিক গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রবণতাটি এখনও বিদ্যমান রয়েছে যা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে।

৩। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত কোন আর্থিক বরাদ্দ না থাকায় প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানো সম্ভব হয় না।

৪। তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষসমূহের স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু 'স্ব-প্রণোদিত' তথ্য প্রকাশের বিষয়ে কর্তৃপক্ষসমূহ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। এক্ষেত্রে সঠিকভাবে তথ্য সংরক্ষণ সম্ভব না হলে স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ সম্ভব নয়।

৫। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইনে যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে, সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানে যথাযথ সুযোগ-সুবিধা যেমন- অন্যান্য কর্মকর্তাগণের যথাসময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সঠিক তথ্য সরবরাহকরণ, দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সরবরাহ প্রভৃতি সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

৬। তথ্য কমিশন সময়ে সময়ে জনঅবহিতকরণ সভার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে। তদুপরি সমগ্র দেশের তৃণমূল পর্যায়ের জনগণ এখনও এই আইন সম্পর্কে অবগত নয়।

৭। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যে কমিটিগুলো করা হয়েছে সে কমিটিসমূহ মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ, তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের অভাব।

৮। বর্তমান যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। এ সময়ে বিভিন্ন সেক্টরে প্রযুক্তির বহুল প্রয়োগ শুরু হলেও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে Online Tracking System সহ তথ্য প্রযুক্তির কার্যকরী প্রয়োগ পুরোপুরি সম্ভব হয়নি।

৯। সারা বিশ্ব কোভিড-১৯ মহামারীর ভয়াল থাবায় আক্রান্ত। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অনলাইনে জুম অ্যাপস্ এর মাধ্যমে ভার্চুয়াল শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হলেও এই প্রযুক্তি ব্যবহারে সাধারণ মানুষের এখনো সেভাবে সক্ষমতা তৈরী হয়নি।

৫.১৬ (খ) তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের সুপারিশ:

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের সুপারিশ:

১। জনগণকে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণে সমগ্র জনগণকে আইনটি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত হওয়ার জন্য তথ্য কমিশনে জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এবং অবকাঠামোর পরিধি বিস্তৃত করা প্রয়োজন।

২। আইনটিকে দ্রুত ও গতিশীল করতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত আর্থিক বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন।

৩। তথ্য অধিকার আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করতে হবে। 'স্ব-প্রণোদিত' তথ্য প্রকাশের বিষয়ে কর্তৃপক্ষসমূহকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। এরফলে সঠিকভাবে তথ্য সংরক্ষণ সম্ভব হবে এবং স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের আগ্রহও সৃষ্টি হবে।

৪। তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উৎসাহ প্রদান করা, লজিস্টিক সাপোর্ট এবং আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করার পাশাপাশি অন্যান্য কর্মকর্তাগণের যথাসময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সঠিক তথ্য সরবরাহে সহায়তা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৫। তথ্য অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন সাফল্যের দৃষ্টান্ত প্রচার করে জনগণকে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

৬। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যে কমিটিগুলো করা হয়েছে সে কমিটিসমূহ মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ, তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭। ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ব্যবহারের জন্য এর আওতাধীন সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহারের জন্য "আরটিআই অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম"- কে কার্যকরী প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮। তথ্য অধিকার আইনকে ব্যাপক হারে প্রচারের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

৯। কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি হলে সমগ্র দেশব্যাপী তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মসূচীসমূহ আরও বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫.১৭ উপসংহার

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর মূল লক্ষ্য হলো তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ। এর মাধ্যমে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির একটি আইনী ভিত্তি তৈরি হয়েছে। সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতিমুক্ত দায়িত্ব পালন তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়েছে। তথ্য কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদকরণ, অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিকরণে তথ্য অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে তথ্য কমিশন ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কোভিড-১৯ ভাইরাস বৈশ্বিক মহামারী রূপ ধারণ করায় তথ্য কমিশন উদ্ভুত পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের শুনানী গ্রহণ চলমান রেখেছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহকে বজায় রাখতে তথ্য কমিশন একনিষ্ঠভাবে কাজ করে গেলেও এই প্রবাহমানতা বজায় রাখার দায়িত্ব সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের। সকল প্রতিষ্ঠান তাদের স্ব স্ব তথ্য উন্মোচনের মাধ্যমে এই প্রবাহ বজায় রাখলে তবেই এই আইনটির প্রণয়ন স্বার্থক হবে, তৈরি হবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, প্রতিষ্ঠা পাবে সুশাসন। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য জানার আকাঙ্ক্ষা পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে কমিশনের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণের ব্যাপক সচেতনতা ও আইনের চর্চার ওপর। এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুগুণে উজ্জ্বল হবে বলে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

অধ্যায় ৬

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-ক
সাংগঠনিক কাঠামো

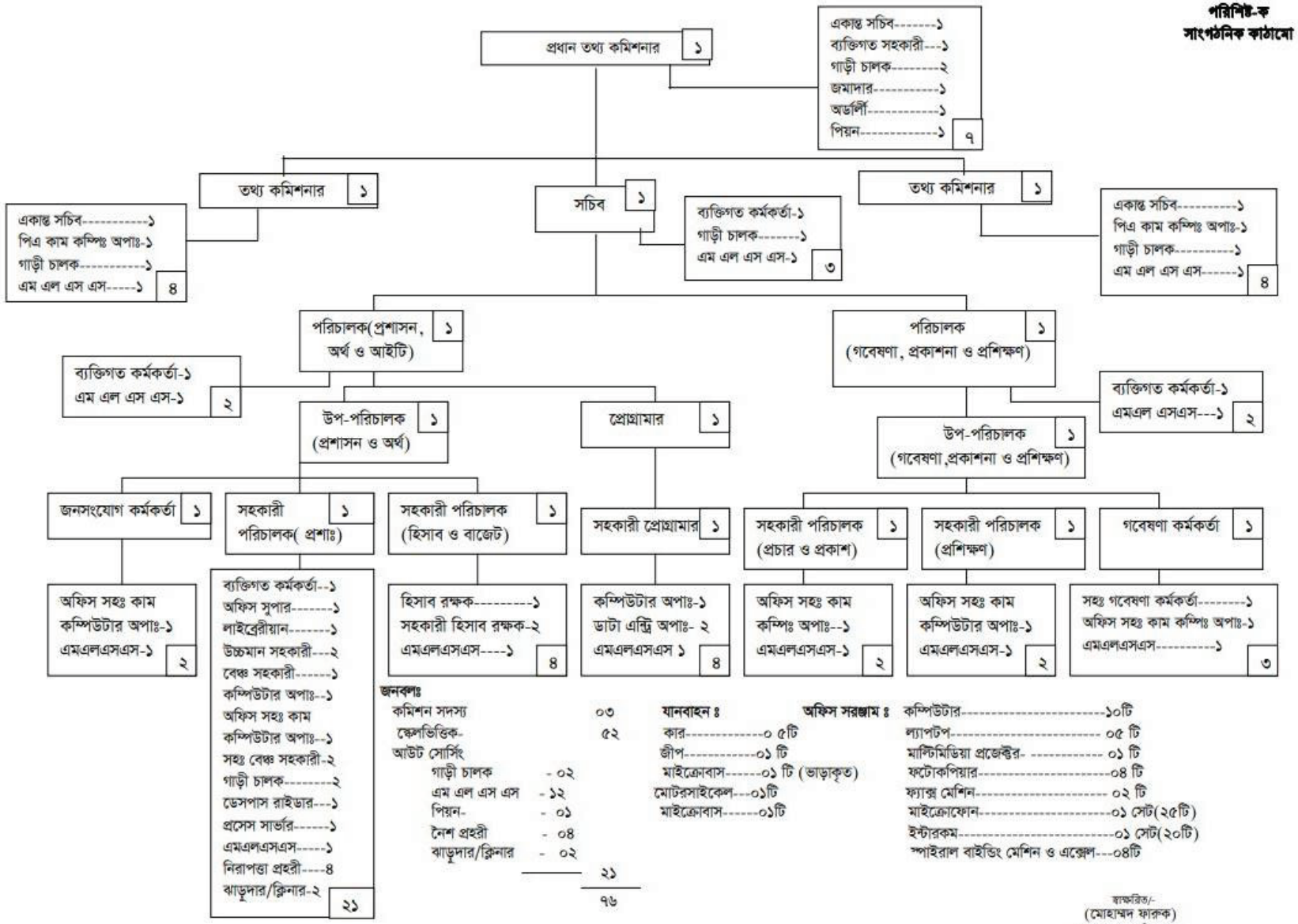

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ ফারুক)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারদ্বয়

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	দাপ্তরিক ফোন ও ফ্যাক্স	আবাসিক	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর
১.	**জনাব মরতুজা আহমদ** প্রধান তথ্য কমিশনার	১০১	৫৮১৫৭৭৬৩ (সরাসরি) ৪১০২৪৬৬২(পিএ) ০২-৪৮১১২০৩৭ (ফ্যাক্স)	৪১০৩১১৫০	০১৭৩০-৫৯৯৫৮৯ cic@infocom.gov.bd
২.	**জনাব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*** তথ্য কমিশনার	১০৩	৪১০২৪৬২৬	৫৮৯৫৫৮৪২	০১৭৩০-৩২১১৬২ (অফি) ic1@infocom.gov.bd, suraiya123@yahoo.com
৩.	**ডক্টর আব্দুল মালেক** তথ্য কমিশনার	১০২	৪১০২৪৬২৭	-	০১৮১০০০৮০০৩ ic2@infocom.gov.bd

বর্তমানে তথ্য কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	দাপ্তরিক ফোন ও ফ্যাক্স	আবাসিক	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর
৪.	জি. এম. আব্দুল কাদের সচিব	১০৪	৪১০২৪৬২৫	-	secretary@infocom.gov.bd ০১৫৩৬-২৩৯২৬০
৫.	জনাব জে. আর. শাহ্‌রিয়ার পরিচালক (প্রশাসন)	১০৫	৪৮১১০৬৩২	৯০২৬৯৩০	০১৫১৭-২৬৩৫৩৩ director.admin@infocom.gov.bd
৬.	ড. মোঃ আঃ হাকিম পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)	১০৬	৪৮১১০৬২৯	৫৫১২২৭৮	০১৭৩১-৩৬০৩৭৭ lagshoi2007@gmail.com
৭.	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া প্রকল্প পরিচালক	-	৫৮১৫০৯৮০		০১৮১৫-৫৫৭৪১৬ kibreia@gmail.com
৮.	জনাব মোঃ মাহবুবুল আহসান উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	১০৮	৪৮১১০৬৩০	-	০১৭১১-৪৬৯৫৫৬ dd.admin@infocom.gov.bd
৯.	উপপরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)	১১৬	৪৮১১০৬৩১	-	dd.rpt@infocom.gov.bd
১০.	জনাব মোহাম্মদ আমিমুল এহসান খান প্রধান তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব	১১০	৪৮১১০৬৪৭	-	০১৭১৪-৪৮৮০৭৭ ps.cic@infocom.gov.bd
১১.	জনাব তামান্না তাস্‌নীম তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব	১১২	৫৮১৫৫৩৯৪	-	০১৭২২-২৩২০১০ tamanna.apudr1@gmail.com
১২.	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	১১৫	৪৮১১০৬৪৯	-	০১৭১০৬৮৫৯৮৭ doinfocom@gmail.com, manik09823@yahoo.com
১৩.	জনাব হেলাল আহমেদ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	১১৭	৪৮১১০৬৪৮	-	০১৭১৮-৭৮৩৫৮৮(ব্যক্তিগত) ad.admin@infocom.gov.bd
১৪.	জনাব শাহাদাৎ হোসেইন সহকারী পরিচালক (হিসাব ও বাজেট)	১১৩	৪১০২৪৬৩০	-	০১৭২২-৪৬৪৯৮৬ ad.acc@infocom.gov.bd shphydu@yahoo.com
১৫.	রাবেয়া হেনা গবেষণা কর্মকর্তা	১০৯	৪১০২৪৬২৪	-	০১৭২২-০৬৪৮৮০ hena.ju@gmail.com
১৬.	জনাব লিটন কুমার প্রামাণিক জনসংযোগ কর্মকর্তা	১১৯	৪১০২৪৬২৮		০১৭১০-৪৩৭২৬৬ pro@infocom.gov.bd
১৭.	জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম সহকারী প্রোগ্রামার	১২২	৪৮১১০৬৪৬	-	০১৭৫০-০০৮২৬৫ tariqulislam3791@gmail.com
১৮.	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	-		–	০১৭২৩-৫০১৮৭০ po1@infocom.gov.bd
১৯.	লাবনী সরকার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২১		–	০১৯২৯-৫১৩০৫১ labonyruic@gmail.com
২০.	মুন্না রানী শর্মা ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২০		–	০১৯২৯-৩৫৩৪৬৪ munnaicb@gmail.com

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	দাপ্তরিক ফোন ও ফ্যাক্স	আবাসিক	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর
২১.	জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা	-	-	-	০১৯১৬-৬৭৮৫২৮ aro@infocom.gov.bd
২২.	জনাব মোঃ কহিনুর ইসলাম হিসাব রক্ষক	১১৮	-	-	০১৭৪০-৯০১৯৬৭ mkislam1982@gmail.com
২৩.	আসমা আক্তার লাইব্রেরীয়ান	১২৩	-	-	০১৭৭৭-৩২৯৭৮১ asmalibinfo@gmail.com
২৪.	জনাব মোঃ জাবির বিন আহসান অফিস সুপার	–	-	–	০১৭১৭-৪২৩৪৬৭ zabirbinahsan@gmail.com
২৫.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান কম্পিউটার অপারেটর	১১৪	-	–	০১৭১০-১৮৭৬৬৪ co1@infocom.gov.bd
২৬.	জনাব আবু রায়হান পিএ টু সিআইসি	-	-		০১৭১৭-১৪৩৮০৩ pa.cic.bd@gmail.com
২৭.	জনাব শারমিন সুলতানা উচ্চমান সহকারী	১১৪	-	–	০১৯১৩-০৫১৬৪৬ sarmin1985nu@gmail.com
২৮.	জনাব মোহাম্মদ সোহেল রানা সহকারী হিসাব রক্ষক	-	-	-	০১৯২২-১৬৪৪৭৫ sohelrana0706@gmail.com
২৯.	জনাব মোঃ মামুন ডিইও	-	-	-	০১৭৩৭-৯৬৮৬৩১ mamun.icb@gmail.com it@infocom.gov.bd
৩০.	জনাব মৌ-রানী বিশ্বাস ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	-	-	-	০১৯২৭-৬৮১২৩১ mourupa@yahoo.com
৩১.	জনাব জাকিয়া সুলতানা লাখি অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	-	-	-	০১৬৮২-০৩৩৬৯০
৩২.	জনাব সুজিত মোদক অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	-	-	-	০১৭১০-২৫৬৪৩৯ Sujiticb@gmail.com
৩৩.	মোঃ সাইদুর রহমান গাড়ীচালক	-	-	-	০১৯১৩-৪৬২৯১৯
৩৪.	মোঃ জালাল শেখ গাড়ীচালক	-	-	-	০১৯২৩-২১৬৪৭০
৩৫.	মোঃ আবুল কালাম গাড়ীচালক	-	-	-	০১৮১৪-২০৩০০৩ ০১৭৬০-৭২৩৭৭৬
৩৬.	জীহান প্রামাণিক গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭৬০-৬৮১৫৪০, ০১৯১২-৭৫২৬০৯
৩৭.	মোঃ মোক্তার হোসেন ডেসপাস রাইডার	-	-	-	০১৮১৮-৬৫৬১৩০
৩৮.	মোঃ রুবেল শেখ প্রসেস সার্ভার	–	–	–	০১৭৭৭৩২৯৭৮২
৩৯.	মোঃ জামিল হোসেন জমাদার	-	–	–	০১৯৩৪-৩২৪১৭৪
৪০.	মোঃ মাহাবুবুর রহমান বাচ্চু অর্ডারলি	–	–	–	০১৫৫২-৪৪৭০১০

বর্তমানে তথ্য কমিশনে কর্মরত আউট সোর্সিং -এ নিয়োজিত জনবলের তালিকা

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	দাপ্তরিক ফোন ও ফ্যাক্স	আবাসিক	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর
৪১.	মোঃ মোজাফফর হোসেন গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭৬৫৬৫১৪২৪
৪২.	জনাব মোঃ সাজেদুল ইসলাম গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭৯৭৭০৫৭৬৫
৪৩.	জনাব জয় ঘোষ পিয়ন	–	–	–	০১৭৮৮৯৬৫৪০১
৪৪.	জনাব রনি ঘোষ অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭২৬-২২৪২২৬
৪৫.	জনাব আঙ্গুরী খাতুন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭০৬-৮৫১৮৬৫
৪৬.	জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৫৮-৪৫৪৪৯৮
৪৭.	জনাব মোঃ ইমন হোসেন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯৪৭-৭২৪৭১৮
৪৮.	জনাব মো: মারুফ খান অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৬০-৪৩৩৯৯০
৪৯.	জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৮১৪২৬৬৫০
৫০.	মোছাঃ মর্জিনা খাতুন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯৬১০৩৭০৪০
৫১.	মোঃ সুমন হোসেন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭২৮-০৫৯১০৫
৫২.	মোঃ আশিকুর রহমান আশিক অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৫৫১৮৫৮২১
৫৩.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৮১৮-২০৪৮২৩
৫৪.	মোঃ সায়হাম উদ্দিন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯৩২৭২২০৬৫
৫৫.	মোঃ হেলাল উদ্দিন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৩৮-৮১০৪৬১
৫৬.	জনাব মোঃ মাহবুবর রহমান নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭৮৩-১৩৪০৭২
৫৭.	জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭৪০-৭০০৭৪৮
৫৮.	মোঃ জসীম উদ্দিন নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭৫৬-২৯৪৪৯৯
৫৯.	মোঃ শরিফুল ইসলাম (তুহিন) নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭২০১২২৪২৯
৬০.	শ্রী-রাজু ক্লিনার	–	–	–	০১৬৭৫-৪৯৪৫২৮
৬১.	লতা রানী ক্লিনার	–	–	–	০১৭০৯-৯৪২০৭৬

তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯

১। শিরোনাম: এ নীতিমালা "তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৯" নামে অভিহিত হবে।

২। পটভূমি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য। তথ্য অধিকার আইন জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম একটি মাধ্যম। জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে। আইন পাশ করার পরপরই আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জনগণ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ হতে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। জনগণকে তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবেন যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান করবেন। তথ্য অধিকার আইন চর্চায় উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

৩। উদ্দেশ্য:

মন্ত্রণালয়/ প্রশাসনিক বিভাগ/ জেলা কার্যালয়/ উপজেলা কার্যালয়/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চার মাধ্যমে সাংবাদিকদের কার্যক্রম মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্বাচিতদের পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো। এ নীতিমালা অনুসরণ করে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে তথ্য অধিকার আইন চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নিমিত্ত পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৪। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ:

তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রতি ক্ষেত্রে (চ ব্যতীত) দুইটি করে (প্রথম ও দ্বিতীয়) প্রদান করা হবে। যথা:

(ক) মন্ত্রণালয়

(খ) বিভাগীয় কার্যালয়

(গ) জেলা কার্যালয়

(ঘ) উপজেলা কার্যালয়

(ঙ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

(চ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রথম স্থান অধিকারী অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি)

(ছ) তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চা

অধিকন্তু তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উদ্ভাবনীমূলক কাজের মাধ্যমে অসাধারণ অবদানের জন্য যেকোনো কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ, আপীল কর্তৃপক্ষ বা যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে একটি বিশেষ পুরস্কার দেয়া হবে।

৫। মূল্যায়ন পদ্ধতি:

নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/ প্রশাসনিক বিভাগ/ জেলা কার্যালয় /উপজেলা কার্যালয়/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় প্রিন্ট/ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের নির্বাচন করা হবে। পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশ করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন চর্চার জন্য নিম্নের ছকে উল্লিখিত সূচকে মোট ১০০ নম্বর (অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে ৫০ নম্বর) বিবেচনা করা হবে:

ছকঃ পুরস্কারযোগ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কার্যালয়/জেলা কার্যালয়//উপজেলা কার্যালয় নির্ধারণের নিমিত্ত সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রঃ নং	সূচক	নম্বর
১	বার্ষিক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন	১০
২	স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ওয়েবসাইট মূল্যায়ন	১০
৩	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	১০
৪	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ	১০
৫	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবীসহ অন্যান্য তথ্য প্রকাশ ১. ওয়েবসাইট ও ২. বিলবোর্ড/নোটিশবোর্ডে প্রকাশ।	 ০৫ ০৫
৬	১. তথ্যের জন্য আবেদনের সংখ্যা ২. সরবরাহকৃত তথ্যের হার	০৫ ০৫
৭	১. দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা ২. আপীল নিষ্পত্তির হার	০৫ ০৫
৮	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগের সংখ্যা (নিম্নক্রমানুযায়ী)	১০
৯	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত কমিশনে বহাল রাখার হার (উর্দ্ধক্রমানুযায়ী)	১০
১০	অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	১০

ছকঃ পুরস্কারযোগ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণের সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রঃ নং	সূচক	নম্বর
১	অনলাইন প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বর	২০
২	১. তথ্য প্রাপ্তির জন্য গৃহীত আবেদন সংখ্যা ২. সরবরাহকৃত তথ্যের হার	১০ ১০
৩	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীল সংখ্যা (নিম্নক্রমানুযায়ী)	২০
৪	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগের সংখ্যা (নিম্নক্রমানুযায়ী)	২০
৫	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত কমিশনে বহাল রাখার হার (উর্ধ্বক্রমানুযায়ী)	২০

ছকঃ পুরস্কারযোগ্য তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটি (বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কমিটি) নির্ধারণের নিমিত্ত সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রঃ নং	সূচক	নম্বর
১	জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ ১. তথ্য অধিকার বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠান ২. বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য অধিকার বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন ৩. বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে RTI ক্যাম্প আয়োজন ৪. বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে RTI মেলা আয়োজন ৫. তথ্য অধিকার বিষয়ক ডকুমেন্টারী তৈরী (নাটক/গান/অন্যান্য)	 ৮ ৮ ৮ ৮ ৮
২	তথ্য প্রদান ইউনিট সংখ্যা ও নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা এবং নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সংখ্যা (নারী ও পুরুষ)।	৫+৫+১০=২০
৩	তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন- ১. আলোচনা সভা ২. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৩. র‍্যালী ৪. যোগাযোগ উপকরণ তৈরী/ বিতরণ	 ০৫ ০৫ ০৫ ০৫
৪	নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা এবং প্রেরিত/প্রাপ্ত কার্যবিবরণীর সংখ্যা	১০+১০=২০

ছক: অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় সাংবাদিক নির্বাচনের সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রম	সূচক	নম্বর
১.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিনা?	১০
২.	অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য তিনি গত ১ বছর আরটিআই ফরমেট অনুযায়ী মোট কতগুলো আবেদন করেছেন এবং কতগুলোর তথ্য পেয়েছেন?	১০
৩.	তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কতগুলো প্রতিবেদন সংবাদপত্রে (প্রিন্ট মিডিয়া) প্রকাশিত হয়েছে?	১০
৪.	তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কতগুলো প্রতিবেদন টেলিভিশনে প্রকাশিত হয়েছে?	১০
৫.	প্রতিবেদনের মান কেমন তা বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন	২০

বি:দ্রঃ প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের জন্য ৩ নং ক্রমিক প্রযোজ্য এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সাংবাদিকদের জন্য ৪ নং ক্রমিক প্রযোজ্য।

৬। তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠন:

প্রধান তথ্য কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কার্যালয়/জেলা কার্যালয়/ উপজেলা কার্যালয়/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় প্রিন্ট/ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের নির্বাচন করবেন।

কমিটি:

প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন	আহবায়ক
তথ্য কমিশনার-১, তথ্য কমিশন	সদস্য
তথ্য কমিশনার-২, তথ্য কমিশন	সদস্য
সচিব, তথ্য কমিশন	সদস্য
পরিচালক (গ.প্র.প্র.), তথ্য কমিশন	সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

গঠিত কমিটি নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় কার্যালয়/জেলা কার্যালয়/ উপজেলা কার্যালয়/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় কমিটি) এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় প্রিন্ট/ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের নির্বাচন করবেন। কমিটিতে প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

৮। পুরস্কারের মান:

পুরস্কার হিসেবে প্রতি ক্ষেত্রে একটি সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট এবং প্রথম পুরস্কার ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা প্রদান করা হবে। অসাধারণ অবদানের জন্য বিশেষ পুরস্কার একটি সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট এবং ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(০৪-০৯-২০১৯)
(মরতুজা আহমদ)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন, ঢাকা।

তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়), তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪২—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪,১৭৫ সংখ্যক স্মারকে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ নিম্নরূপভাবে সরকার পুনর্গঠন করল:

তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়):

১। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সভাপতি
২। অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য
৩। প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪। সচিব, তথ্য কমিশন	:	সদস্য
৫। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	:	সদস্য
৬। এনজিও প্রতিনিধি (আরটিআই-সংশ্লিষ্ট যেকোন ১টি)	:	সদস্য
৭। প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	সদস্য
৮। উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	:	সদস্য-সচিব

(১) আরটিআই ওয়ার্কিং গ্রুপের কার্যপরিধি:

(ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ;

(খ) নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৬২৯৯)

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন;

(ঘ) তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ (proactive disclosure) কার্যক্রমের অগ্রগতির জোরদাকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

(ঙ) বাংলাদেশে নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(চ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের নিমিত্ত ফোরাম গঠন; এবং

(ছ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গৃহীত মাল্টি-সেক্টোরাল সুযোগের রেপ্লিকেশন।

(২) উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতি ৩ মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং উর্পযুক্ত কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে;

(৩) উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রয়োজনে বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা/বিশেষজ্ঞ কিংবা এ কাজের সহিত সম্পৃক্ত যেকোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪৩—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে সরকার তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি গঠন করল :—

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি :

০১.	বিভাগীয় কমিশনার	:	সভাপতি
০২.	ডিআইজি (সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ)	:	সদস্য
০৩.	মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার	:	সদস্য
০৪.	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)	:	সদস্য
০৫.	বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	:	সদস্য
০৬.	বিভাগের সকল জেলা প্রশাসক	:	সদস্য
০৭.	পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়	:	সদস্য
০৮.	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট অঞ্চল)	:	সদস্য
০৯.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত (সংশ্লিষ্ট সার্কেল)	:	সদস্য
১০.	একজন অধ্যক্ষ (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১১.	পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর	:	সদস্য
১২.	বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	:	সদস্য

মূল্য : টাকা ৪.০০

১৩.	বিভাগাধীন একজন উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৪.	উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস	:	সদস্য
১৫.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৬.	একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৭.	একজন আইনজীবী (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৮.	তিনজন এনজিও প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৯.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২০.	সুশীল সমাজের দুইজন প্রতিনিধি (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২১.	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(১) কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(খ) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(গ) বিভাগের আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন;

(ঙ) বিভাগীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

(চ) জেলা অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যক্রমের তদারকি ও উৎসাহ প্রদান;

(ছ) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(জ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে বিভাগীয় পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও তথ্য কমিশনে প্রেরণ করবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪৪—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪.০০.০০০০.২২১. ১৪.০৪৩.১৪.৬৪৩ সংখ্যক স্মারকে জেলা উপদেষ্টা কমিটি নিম্নরূপভাবে সরকার পুনর্গঠন করল :

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি

০১.	জেলা প্রশাসক	:	সভাপতি
০২.	পুলিশ সুপার	:	সদস্য
০৩.	সিভিল সার্জন	:	সদস্য
০৪.	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
০৫.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	:	সদস্য
০৬.	একজন অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
০৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
০৮.	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	:	সদস্য
০৯.	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	:	সদস্য
১০.	উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	:	সদস্য
১১.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	:	সদস্য
১২.	জেলা শিক্ষা অফিসার	:	সদস্য
১৩.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	:	সদস্য
১৪.	সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)	:	সদস্য
১৫.	জেলা তথ্য কর্মকর্তা	:	সদস্য
১৬.	সভাপতি, জেলা প্রেস ক্লাব	:	সদস্য

মূল্য : টাকা ৪.০০

১৭.	সভাপতি, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন	:	সদস্য
১৮.	সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	:	সদস্য
১৯.	দুইজন এনজিও প্রতিনিধি (আরটিআই-সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২০.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২১.	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (সনাক অথবা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
২২.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(১) **কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(খ) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(গ) জেলার আওতাধীন সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন;

(ঙ) জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/ বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

(চ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি কার্যক্রমের তদারকি ও উৎসাহ প্রদান;

(ছ) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(জ) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে জেলা পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন এবং বিভাগীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৩১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫/২২ মে ২০১৮

নম্বর ০৪.০০.০০০০.৮২৩.৭৯.০০৯.১৮.০৪৫—তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে সরকার তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি গঠন করল :

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি:

০১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	:	সভাপতি
০২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	:	সদস্য
০৩.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৪.	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৫.	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৬.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৭.	উপজেলা প্রকৌশলী	:	সদস্য
০৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	:	সদস্য
০৯.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	:	সদস্য
১০.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	:	সদস্য
১১.	একজন সাংবাদিক (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১২.	একজন আইনজীবী (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৩.	দুইজন এনজিও প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৪.	দুইজন মহিলা প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৫.	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১৬.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(১) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(২) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারী এবং চাহিদাকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(৩) উপজেলাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদ, সকল এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দেশি/বিদেশি অনুদানপ্রাপ্ত এনজিও এবং উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৪) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

(৬) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(৭) নারীর তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে উপজেলা পর্যায়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

(২) কমিটি প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন, বিভাগীয় ও জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd.

তথ্য কমিশনের দায়েরকৃত অভিযোগের কতিপয় সিদ্ধান্তপত্র

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ০৫/২০২১

অভিযোগকারী : জনাব জীবন কুমার সাহা
পিতা- অমূল্য কুমার সাহা
২২, দিলকুশা, মতিঝিল
ঢাকা-১০০০।

প্রতিপক্ষ : জনাব সুদেব কৃষ্ণ
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ: ২৪-০৮-২০২১)

আবেদনকারী ১৩-০৯-২০২০ইং তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, শিবালয়, মানিকগঞ্জ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অধিনে আপনার উপজেলায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে ইউনিয়ন ওয়ারী তালিকা।

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২২-১১-২০২০ তারিখে জেলা ত্রাণ ও পুনবাসন কর্মকর্তা, জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, মানিকগঞ্জ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১১-০১-২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। তথ্য কমিশনের গত ০২-০৩-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৮-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। ২৪-০৮-২০২১ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

৫। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অফিসে যেতে বলেছেন। তবে তিনি কোন চিঠি পাননি।

৬। শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রস্তুত রয়েছে। অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য কাগজপত্রের পরিমান বেশি হওয়ায় এবং বিভিন্ন সাইজের কাগজ হওয়ায় স্ক্যান করা সম্ভব হয়নি। তিনি অভিযোগকারীকে নির্ধারিত তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে তথ্য গ্রহণ করার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। তথ্য মূল্য কত তা নির্ধারণের কথা চিঠিতে উল্লেখ করতে ভুলে যাওয়ায় তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, যাচিত তথ্য সরবরাহযোগ্য এবং তথ্য সরবরাহ বাধ্যতামূলক। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ না করে তার কার্যালয়ে আসতে বলেছেন যা তথ্য সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগকারী কর্তৃক তথ্য নেয়ার বিষয়ে অন্যদেরকে অবগত করেছেন যা যথানিয়মে হয়নি বরং পরিস্থিতি জটিল করেছেন। অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ না করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা যায়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব সুদেব কৃষ্ণ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, শিবালয়, মানিকগঞ্জ-কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় জনাব সুদেব কৃষ্ণ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, শিবালয়, মানিকগঞ্জ-কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো।

৩। এ সিদ্ধান্তপত্রের অনুলিপি সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর ই-মেইল ও রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা হোক।

৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৫। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)	**(ডক্টর আবদুল মালেক)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ০৬/২০২১

অভিযোগকারী : জনাব মো: আবুল হাশিম
পিতা- মৃত. মোঃ রহিম উদ্দিন সরকার
গ্রাম-বেকার কান্দা, পোঃ গৌরিপুর
উপজেলা-গৌরিপুর
জেলা-ময়মনসিংহ।

প্রতিপক্ষ : ০১। জনাব এস. এম হারুনুর রশীদ
পরিচালক (মেইলস) ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ডাক অধিদপ্তর
ডাক ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালক
ডাক অধিদপ্তর
ডাক ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৩। উপসচিব ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
০৪। অতিরিক্ত সচিব
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ: ২২-১১-২০২১)

আবেদনকারী ০৬-১০-২০২০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব এসএম হারুনুর রশীদ, পরিচালক (মেইলস) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০ বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১) মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের পত্রসংখ্যা রাকা/জন/পিটি(৬)/৯৯-১৬ তারিখ ১২-০১-৯৯ খ্রিঃ এর প্রতি গৃহীত কার্যক্রম।
২) মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের পত্রসংখ্যা রাকা/জন/পিটি(৫)/৯৯-৪৪৬ তারিখ ০৩-১১-৯৯খ্রিঃ এর কার্যক্রম।
৩) মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের পত্রসংখ্যা রাকা/জন/আবেদন-কার্যক্রম-২৫/২০০৮-৪৪৯তাং ১৩-০৮-২০০০ এর কার্যক্রম।
৪) সচিবের পত্র নং- পিটি/শাখা-৭/পু:আ:- ৯/৯৯-১৫০ তাং ১৮/০২/৯৯ এর কার্যক্রম।
৫) সচিবের পত্র নং- পিটি/শাখা-৭/পু:আ:- ৯/৯৯-৯১০ তাং ১৭/১১/৯৯ এর কার্যক্রম।
৬) সচিবের পত্র নং- পিটি/অধিশাখা-৭/পেন ৩/২০০৭/৬৯৩ তাং২৮/০৭/২০০৮ এর কার্যক্রম।
৭) সচিবের পত্র নং- পিটি/অধিশাখা-৭/পেন ৩/২০০৭/৩৮ তাং ১১/০২/২০১০ এর কার্যক্রম।
মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট আমার ১৫/০৯/১৯৮৮ তারিখের দাখিলকৃত রিভিশন পিটিশন এর উপর সুদীর্ঘ ৩২ (বত্রিশ) বৎসর অতিবাহিত হওয়ায় আমি প্রতিনিয়ত ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন সিদ্ধান্ত না জানাইয়া আমাকে শারিরীক মানসিক ও আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করনের দায়ী কর্মকর্তার নাম, পদবী সহ পূর্নাঙ্গ ঠিকানা লিখিতভাবে জানাইতে উপরের বর্ণিত ৭টি পত্রের ফটোকপি এতদসংগে সংযুক্ত করে দেওয়া হইল।

২। ডাক অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ১০-১১-২০২০ তারিখে ১৪.৩১.০০০০.০৩৯.৪৪.০০২.১৮-১৩৭ নং স্মারক মূলে অভিযোগকারীকে "সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি বিশ্লেষণ ও সংশ্লিষ্ট সার্কেল হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কোন কর্মকর্তা দায়ী নয় মর্মে পরিলক্ষিত হয়" মর্মে একটি জবাব প্রেরণ করেন। উক্ত জবাবে সন্তুষ্ট হতে না পেরে অভিযোগকারী ০১-১২-২০২০ তারিখে সচিব, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে

স্মারক নং-১৪.০০.০০০০.০১০.২৭.০০২.১৯-৬০ তারিখ: ১৪-১২-২০২০ মূলে আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক "আপীল আবেদনটি তথ্য অধিকার (তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ এর বিধি ৪(২), বিধি ৪(৩) ও বিধি ৬(২) এর আলোকে পর্যালোচনায় ডাক অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গৃহীত কার্যক্রম যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে; সেহেতু জনাব মো: আবুল হাশিম (প্রাক্তন সাব পোস্টমাস্টার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উপডাকঘর) এর আপীল আবেদনটি তথ্য অধিকার আইন এর অনুচ্ছেদ ২৪(৩)(খ) মোতাবেক খারিজ করিয়া আপীল নিষ্পত্তি করা হল" মর্মে অভিযোগকারীকে একটি আদেশপত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে এবং তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০১-২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। তথ্য কমিশনের গত ০২-০৩-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। দেশে করোনা পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত লকডাউন শেষ হলে অভিযোগের বিষয়ে ২৪-০৮-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে Zoom Apps এর মাধ্যমে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। ২৪-০৮-২০২১ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক জবাব এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দাখিলের জন্য পরবর্তি ১৪-০৯-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৬। ১৪-০৯-২০২১ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

৭। অধিকতর সরেজমিনে শুনানীর জন্য ১১-১০-২০২১ তারিখ ধার্য করে অভিযোগকারী; ২য় পক্ষে পরিচালক (ডাক) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর; যুগ্মসচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; অতিরিক্ত সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়সহ মোট পাঁচ (০৫) জনের প্রতি সমন জারী করা হয়।

৮। ১১-১০-২০২১ তারিখ শুনানীতে ১ম পক্ষে অভিযোগকারী এবং ২য় পক্ষে পরিচালক (ডাক) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর; যুগ্মসচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; অতিরিক্ত সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় হাজির। উক্ত শুনানীতে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশ দেয়া হয় এবং পরবর্তী ২৫-১০-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

৯। ২৫-১০-২০২১ তারিখ অভিযোগকারী হাজির। এবং প্রতিপক্ষে পরিচালক (ডাক) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক অধিদপ্তর; ২৪-১০-২০২১ তারিখের ১৪.৩১.০০০০.০৩৯.৪৪.০০২.১৮(পার্ট-১)/৯৭ নং স্মারকমূলে "তথ্য কমিশনে গত ১১-১০-২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত শুনানীতে মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জনাব মো: আবুল হাশিম, প্রাক্তন সাব পোস্টমাস্টার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উপডাকঘর এর বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে অত্র দপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখার নথি নং ১৪.৩১.০০০০.০২৯.২৭.০০৩.২০.১৭০ খ্রি: মূলে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে এ পর্যন্ত কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি" মর্মে কমিশনের সদয় অবগতির জন্য পত্র প্রেরণ করেন।

১০। সরেজমিনে অধিকতর শুনানীর জন্য পরবর্তি ২২-১১-২০২১ তারিখ দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর; উপসচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং অতিরিক্ত সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা সহ মোট পাঁচ (০৫) জনের প্রতি সমন জারী করা হয়।

১১। ২২-১১-২০২১ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী, পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর; উপসচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং অতিরিক্ত সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সরেজমিনে হাজির।

১২। শুনানীতে অভিযোগকারী জানান যে, তিনি এখন পর্যন্ত পূণাঙ্গ তথ্য পাননি। শুনানীতে মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অধিদপ্তর থেকে অভিযোগকারীর বিষয়টি তারা নিষ্পত্তি করতে পারেননি। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কে ১৪/১১/২০২১ তারিখে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব তার বক্তব্যে জানান যে, বর্তমানে বিষয়টি চুড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাধ্যমে ০৪-১১-২০২১ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বরাবরে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের বিষয়ে ৩২ বছর ধরে বিলম্ব করা হয়েছে। এটা সংশ্লিষ্টদের অকর্মন্যতার পরিচয় বহন করে যা মোটেও কাঙ্খিত নয়। ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক ১৪/১১/২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত জবাবে অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি বিষয়ে বিধৃত করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, তথ্য কমিশনে ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক দাখিলকৃত ১৪/১১/২০২১ তারিখের জবাব এবং আবেদনকারীর যাচিত ৭টি তথ্য এর বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হালনাগাদ তথ্য অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য কমিশনে ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক দাখিলকৃত ১৪/১১/২০২১ তারিখের জবাব এবং আবেদনকারীর যাচিত ৭টি তথ্য এর বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হালনাগাদ তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার জন্য পরিচালক (মেইলস) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা-কে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো।
সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)	**(ডক্টর আবদুল মালেক)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ৬৫/২০২১

অভিযোগকারী : জনাব মতিউর রহমান
পিতা: মৃত. নূরুল ইসলাম
ঠিকানা: ১ নং কলমা, পো: ডেইরী
ফার্ম, থানা: সাভার, জেলা- ঢাকা।

প্রতিপক্ষ : সিনিয়র ষ্টেশন অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন
সাভার, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ: ১৪-১০-২০২১)

আবেদনকারী ২০-০১-২০২১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ষ্টেশন অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ফায়ার স্টেশন উলাইল, সাভার বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে সাভারে কয়টি অফিস, আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনে ফায়ার লাইসেন্স দেয়া হয়েছে, ভবনের নাম, ঠিকানাসহ তালিকা।
খ) ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ সালে অগ্নি ঝুকিপূর্ণ কয়টি ভবন চিহ্নিত করা হয়েছে, ভবনগুলোর সর্বশেষ অবস্থা লিখিত জানতে চাই। অগ্নি ঝুকিপূর্ণ ভবনের নাম, ঠিকানাসহ তালিকা।
গ) ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট কয়টি ভবন/ ভবন মালিকের বিরূদ্ধে নোটিশ দেয়া হয়েছে, নোটিশগুলোর অবিকল ফটোকপি ও ব্যবস্থা গ্রহণ পত্রের ফটোকপি।

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০২-২০২১ তারিখে উপপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), উপ-পরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন তথ্য/ জবাব/ নির্দেশ বা উত্তর প্রদান করা হয়নি বিধায় অভিযোগকারী ২২-০৩-২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ২৭-০৭-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৩-১০-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। অনিবার্য কারণবশত: শুনানীর জন্য ধার্যকৃত ১৩-১০-২০২১ এর ধার্য তারিখের শুনানী স্থগিত করা হয় এবং পরিবর্তে ১৪-১০-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে উভয়পক্ষকে জানিয়ে দেয়া হয়।

৫। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

৬। শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান যে, ক্রমিক 'ক' এর তথ্য সংশ্লিষ্ট স্টেশনে সংরক্ষিত নেই। এগুলো ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে সংরক্ষিত থাকে। ক্রমিক 'খ' এ বর্ণিত তথ্যের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

জানান স্টেশন পর্যায়ে ঝুকিপূর্ণ ভবন সনাক্ত করা হয়না, অধিদপ্তর থেকে কমিটি করে ঝুকিপূর্ণ ভবন সনাক্ত করা হয়। এবং ক্রমিক 'গ' এ বর্ণিত তথ্য জোনাল অফিসে সংরক্ষিত থাকে।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও জোনাল অফিসে সংরক্ষিত থাকে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শুনানীতে প্রদানকৃত বক্তব্য জবাব আকারে অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেয়ার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সংশ্লিষ্ট জবাব, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য সিনিয়র ষ্টেশন অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, সাভার, ঢাকা-কে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)	**(ডক্টর আবদুল মালেক)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ১১০/২০২১

অভিযোগকারী : জনাব মিজানুর রহমান
পিতা: সাজদার রহমান
ঠিকানা: মাড়িয়া, ডাকঘর: লোকমানপুর
উপজেলা: বাগাতিপাড়া
জেলা: নাটোর-৬৪১০।

প্রতিপক্ষ : ডা: হোসেইন মো: রাকিবুর রহমান
ভেটেরিনারি সার্জন
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাগাতিপাড়া, নাটোর।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ: ২২-১১-২০২১)

আবেদনকারী ১৬-০৯-২০২০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ডা: এ বি এম আলমগীর, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাগাতিপাড়া, নাটোর বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **গত ২০১৯-২০ ইং অর্থবছরে আধুনিক পদ্ধতিতে গরু হিষ্ট-পুষ্টকরণ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের ঠিকানাসহ নামের তালিকা, প্রশিক্ষণ বাবদপ্রাপ্ত অর্থ এবং অর্থ ব্যয় এর পূর্ণ বিবরণ । এছাড়া উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণে আপনার দপ্তরের কমিটি দ্বারা যাচাই-বাছাইকৃত নামের তালিকা।**
২. **গত ২০১৯-২০ ইং অর্থবছরে কতজন কসাইদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে? তাদের ঠিকানা সহ নামের তালিকা । এছাড়া উক্ত প্রশিক্ষণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ এবং ব্যয় এর পূর্ণ বিবরণ।**
৩. **এল.ডি.ডি.পি প্রকল্পের অধীনে প্রাপ্ত অর্থ এবং ব্যয় এর পূর্ণ বিবরণ।**
৪. **২০১৯-২০ ইং অর্থবছরে এডিপি থেকে প্রাপ্ত অর্থ এবং ব্যয় এর বিবরণসহ ২০১৯-২০ ইং অর্থবছরে আপনার দপ্তরে প্রাপ্ত সকল ধরণের বরাদ্দ এবং ব্যয় এর বিবরণ।**

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২১-১০-২০২০ তারিখে ডা: মো: গোলাম মোস্তফা, জেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়, নাটোর বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২১-০৬-২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। তথ্য কমিশনের গত ১৯-১০-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৪-১১-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

৫। শুনানীতে প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান যে, তিনি গত জানুয়ারী ২০২১ তে যোগদান করেছেন। তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) আবেদনকারীকে কোন তথ্য প্রদান করেননি। তবে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রদানযোগ্য।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানীঅন্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য প্রদানযোগ্য। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ২০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য ডা: হোসেইন মো: রাকিবুর রহমান, ভেটেরিনারি সার্জন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাগাতিপাড়া, নাটোর-কে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(ডক্টর আবদুল মালেক)	**(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নংঃ ১২৫/২০২১

অভিযোগকারী : জনাব ওমর আলী সোহাগ
পিতাঃ মৃত. ওসমান আলী
ঠিকানাঃ ব্যাপারী পাড়া
ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।

প্রতিপক্ষ : উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কার্যালয়
ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখঃ ২০-১২-২০২১)

আবেদনকারী ৩০-০৫-২০২১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে নিউটন বাইন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **অতি দরিদ্রের জন্য পরিচালিত ৪০ দিনের কর্মসূচির ১৭ ইউনিয়নের তালিকা (লেবারদের নামসহ, অর্থবছর ২০২০-২০২১)**
২. **কাবিটা কর্মসূচি ২০২০-২০২১ অর্থবছর ২য় ও ৩য় পর্যায়।**

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৯-০৭-২০২১ তারিখে জনাব বজলুর রশিদ, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রকার তথ্য প্রদান না করায় অভিযোগকারী ১৬-০৮-২০২১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। তথ্য কমিশনের গত ১০-১১-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৩-১২-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

৫। শুনানীতে প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জানান যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানীঅন্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন তবে নিয়মানুগ পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য যথানিয়মে সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত।

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ-কে নির্দেশ দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ **১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭** নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)	**(ডক্টর আবদুল মালেক)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ৪০/২০২১

অভিযোগকারী : জনাব মতিউর রহমান
পিতা-নূরুল ইসলাম
গ্রাম-১নং কলমা, ডাকঘর-ডেইরী ফার্ম
সাভার, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ : প্রকল্প পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সাভার চামড়া শিল্প নগরী
হরিণধরা, হেমায়েতপুর
সাভার, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ: ১৮-১০-২০২১)

অভিযোগকারী ২৭-১২-২০২০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে প্রকল্প পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাভার চামড়া শিল্প নগরী, হরিণধরা, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) **রাজধানীর হাজারীবাগ শিল্প ট্যানারি, সাভারে হস্তান্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? ট্যানারি হস্তান্তরের যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয় ওই প্রকল্পের বরাদ্দের কপি। প্রকল্পের মেয়াদকাল, প্রকল্পের নকশা, প্রকল্প প্রস্তাবের কপি। প্রকল্পে বরাদ্দপ্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ও প্রাপ্ত টাকা ব্যয়ের খাতওয়ারী হিসাবসহ বর্ণনা।**
খ) **তরল বর্জ্য শোধানাগার সিইটিপি ক্রয়, সরবরাহ ও স্থাপন কমিটির পদবিসহ নামের তালিকা, সিইটিপি নির্মাণের বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ।**
গ) **সাভারের শিল্প ট্যানারি হস্তান্তর ও স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা। পরামর্শক চুক্তিপত্র, পরামর্শক ব্যয়ের পরিমাণ ও পরামর্শক প্রতিবেদন।**
ঘ) **সাভারের চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্পে ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দের কপি ও প্রাপ্ত টাকা ব্যায়ের খাতওয়ারী হিসাবসহ বর্ণনা।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০২-০২-২০২১ তারিখে চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), বিসিক ভবন, ১৩৭-১৩৮ মতিঝিল, ঢাকা এবং মহাব্যবস্থাপক (প্রকল্প বিভাগ) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), বিসিক ভবন, ১৩৭-১৩৮ মতিঝিল, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। ০৮-০২-২০২১ তারিখে প্রকল্প পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাভার চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করায় অভিযোগকারী ২৪-০২-২০২১ তারিখে (ডায়েরীভুক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ২৯-০৩-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২১-০৯-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। পরবর্তি ১৮-১০-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন। অভিযোগকারী জানান, প্রকল্প পরিচালক তাকে যাচিত তথ্যসমূহ প্রদান করেন নি। অপরদিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, প্রকল্প চলমান থাকায় যাচিত তথ্যসমূহ প্রদান করা হয়নি। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় তিনি এখন তথ্য সরবরাহ করতে প্রস্তুত রয়েছেন।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের মৌখিক বক্তব্য শুনানী এবং সামগ্রিক বিবেচনায় দেখা যায়, যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহযোগ্য। সুতরাং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

১। তথ্য মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রত্যয়নপূর্বক তথ্যসমূহ সরবরাহের জন প্রকল্প পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাভার, চামড়া শিল্প নগরী, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা কে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হলো

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো।
সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(ডক্টর আবদুল মালেক)	**(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ৪১/২০২১

অভিযোগকারী : জনাব মো: মতিয়ার রহমান
পিতা-আ: আজিজ
গ্রাম-লোকা, ডাকঘর-পুটিমারা
উপজেলা-নবাবগঞ্জ, জেলা-দিনাজপুর।

প্রতিপক্ষ : এস, এম, সুলতানুল আরেফিন
সহকারী পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
ঔষধ প্রশাসন, দিনাজপুর।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ: ০৭-১০-২০২১)

অভিযোগকারী ২৬-১১-২০২০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে ড্রাগ সুপারিন্টেনডেন্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ড্রাগ সুপারিন্টেনডেন্টের কার্যালয়, দিনাজপুর বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) **দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় ড্রাগ লাইসেন্সকৃত কতটি ঔষধের দোকান রয়েছে তার নাম, স্থানসহ তালিকা।**
খ) **দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় ড্রাগ লাইসেন্সবিহীন ঔষধের দোকানগুলিতে ২০১৯ সালের জানুয়ারী থেকে ২০২০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার রিপোর্ট।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১০-০১-২০২১ তারিখে সহকারী পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), সহকারী পরিচালক ঔষধ প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০২-২০২১ তারিখে (ডায়েরীভুক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ২৯-০৩-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২০-০৯-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন। অভিযোগকারী জানান যে, তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য পাননি, তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের অনেক পরে তথ্য পেয়েছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এহেন বিলম্বে তথ্য সরবরাহ করার জন্য ভুল স্বীকার করে জানান যে, তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদনপত্রটি অফিস স্টাফ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারে নি। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তথ্য সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা

মৌখিক বক্তব্য শুনানী এবং সামগ্রিক বিবেচনায় দেখা যায়, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন কিন্তু অহেতুক বিলম্ব হয়েছে। তথ্য সরবরাহ করার প্রমাণাদি ইতোমধ্যে শুনানীতে জবাবের সাথে দাখিল করেছেন। বিলম্বে তথ্য সরবরাহ করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) দু:খ প্রকাশ করেছেন। যেহেতু অভিযোগকারী ইতোমধ্যে তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন সেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (আরটিআই) অহেতুক বিলম্বে তথ্য সরবরাহ করার জন্য তাকে সতর্কপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

যেহেতু অভিযোগকারী ইতোমধ্যে তাঁর যাচিত তথ্য পেয়েছেন সেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (আরটিআই) অহেতুক বিলম্বে তথ্য সরবরাহ করার জন্য সতর্ক করা হলো এবং অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(ডক্টর আবদুল মালেক
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(মরতুজা আহমদ)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ৪৫/২০২১

অভিযোগকারী : জনাব হিমেল চাকমা
পিতা: জীবময় চাকমা
ঠিকানা: লুম্বিনী, রাঙ্গাপানি
রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি।

প্রতিপক্ষ : জনসংযোগ কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
রাঙ্গামাটি।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ: ০৮-১১-২০২১)

অভিযোগকারী ২৭-১০-২০২০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব অরুনেন্দু ত্রিপুরা, জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ ২০১৭-১৮ অর্থবছর ২০১৮-১৯ অর্থবছর এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট কতটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে ?
খ) উল্লেখিত অর্থবছরে কোন উপজেলায় কতটি প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে? বর্তমানে কোন কোন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে ?
গ) এসব প্রকল্পগুলোর কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ ছিল তার হিসাবসহ প্রকল্পগুলোর নাম এবং কোন প্রকল্পের কাজ কোন ঠিকাদার করছে ?

নিধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২০-১২-২০২০ তারিখে জনাব অংসুই প্রু চৌধুরী, চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কর্তৃপক্ষের কাছে কোন তথ্য/সিদ্ধান্ত/জবাব/নির্দেশ না পাওয়ায় অভিযোগকারী ০৩-০৩-২০২১ তারিখে (ডায়রীভুক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ২৭-০৭-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ২১-০৯-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়পক্ষ Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন। অধিকতর শুনানীর জন্য ১৮-১০-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটিসহ তিন (০৩) জনের প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সময়ের আবেদন দিয়ে গরহাজির। পরবর্তি ০৮-১১-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটিসহ তিন (০৩) জনের প্রতি সমন জারী করা হয়।

৫। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভার্চুয়াল শুনানীতে Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন। ২য় পক্ষ জানান যে, কোভিড-১৯ আক্রান্ত থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করতে পারেন নি, তবে ইতোমধ্যেই তিনি যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন।

পর্যালোচনা

মৌখিক বক্তব্য শুনানীঅন্তে এবং সামগ্রিক বিবেচনায় দেখা যায়, ২য় পক্ষ ইতোমধ্যেই যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

২য় পক্ষ ইতোমধ্যেই যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন বিধায় অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।
সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(ডক্টর আবদুল মালেক	**(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ৫০/২০২১

অভিযোগকারী : জনাব মুহা: আতাউর রহমান
পিতা: মৃত. আলহাজ্ব মফিজ উদ্দিন আহমদ
ঠিকানা: ৯/বি, শ্যামাচরণ রায় রোড
ময়মনসিংহ-২২০০।

প্রতিপক্ষ : জনাব আশরাফ উদ্দিন
রেজিষ্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনির্ভাসিটি
ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ: ০৬-১০-২০২১)

অভিযোগকারী ১৮-০২-২০২১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব আশরাফ উদ্দিন, রেজিষ্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনির্ভাসিটি, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **অভিযোগকারীর ছেলে ইখলাস মুহাম্মদ জুহাইর জার্জিস (আইডি ১৮-০২-০৩২, আইসিটিই প্রোগ্রাম) কে বিডিইউ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করায় তার বিরূদ্ধে অভিযোগ পত্র, তদন্ত প্রতিবেদন এবং বিডিইউ সিন্ডিকেট ৬ষ্ঠ ও ৭ম সভার রেজুলেশন প্রয়োজন।**

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০১-২০২১ তারিখে প্রফেসর ড. মনোজ আহমেদ নূর, উপাচার্য ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ নগর কার্যালয়, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও চাহিত তথ্যাদি না পেয়ে অভিযোগকারী ০৭-০৩-২০২১ তারিখ (ডায়রীভুক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ২৭-০৭-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০৬-১০-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। শুনানীর ধার্য ০৬-১০-২০২১ তারিখে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে আইনজীবী ভার্চুয়াল শুনানীতে Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে আইনজীবী জানান, সিন্ডিকেটের অনুমোদন না থাকায় তথ্য সরবরাহ করা হয় নি। সিন্ডিকেট অনুমোদন দিলে যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হবে।

পর্যালোচনা

উভয় পক্ষের মৌখিক বক্তব্য শুনানীঅন্তে এবং সামগ্রিক বিবেচনায় দেখা যায়, যাচিত তথ্য সরবরাহযোগ্য। এছাড়া তথ্য সরবরাহের বিষয়টি সিন্ডিকেটের ইস্যু নয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করতে অবহেলা করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্কপূর্বক যাচিত তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার যাচিত তথ্যসমূহ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রত্যয়নপূর্বক সরবরাহের জন্য জনাব আশরাফ উদ্দিন, রেজিষ্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনির্ভাসিটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। তথ্য সরবরাহে অবহেলা করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো।

৪। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে নির্দেশ দেয়া হলো।
সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(ডক্টর আবদুল মালেক)	**(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ৫১/২০২১

অভিযোগকারী : জনাব রফিকুল আলম
পিতা: মৃত আলিম উদ্দিন
ঠিকানা: বাড়ি-১২, নড়াইবাগ
ডেমরা, ঢাকা।

প্রতিপক্ষ : এ.আই.জি (মিডিয়া পাবলিক রিলেশন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
৬ ফনিক্স রোড, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ: ১০-১১-২০২১)

আবেদনকারী ০৫-০১-২০২১ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মো: সোহেল রানা, এ.আই.জি মিডিয়া পাবলিক রিলেশন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ৬ ফনিক্স রোড, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

স্বাক্ষ্য প্রদানের পৃথক পৃথক স্ট্যাটমেন্ট এর কপি ও আপনাদের সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত পাওয়া জন্য-
আমি গত ২০-১১-২০১৯ ইং তারিখে মাননীয় আইজিপি বরাবর ন্যায় বিচার প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিয়া ছিলাম এবং নিম্নে ০১-১৪ জন স্ব-শরীরে পুলিশ হেডকোয়ার্টারস ডিসিপ্লিন উইংস এ ইন্সপেক্টর সাউদ আহসান এর নিকট লিখিতভাবে স্বাক্ষী প্রধান করিয়াছি। সবার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১। মো: মোস্তাক আহমেদ, ২। মো: ফয়সাল আহমেদ, ৩। ওয়াসিক আলম রুপু, ৪। পরি বেগম পলি, ৫। মো: হারুন, ৬। মো: পারভেজ, ৭। মো: বাদশা, ৮। ওয়াসি মিঠু, ৯। মো: নাদেম, ১০। সিরাজুল ইসলাম, ১১। মো: মোস্তফা, ১২। মো: মামুন, ১৩। মো: তাবু, ১৪। রফিকুল আলম।

তাই মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন আমাকে যেন উপরে উল্লেখিত ০১-১৪ জনের স্বাক্ষ্য প্রদানের পৃথক পৃথক স্ট্যাটমেন্ট এর কপি প্রদান করা এবং আপনারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে সিদ্ধান্তগুলো যেন আমাকে লিখিতভাবে জানানো হয় তার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

২। তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মো: সোহেল রানা, এ আইজি (মিডিয়া এন্ড পিআর), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা ০৭-০১-২০২১ তারিখে মিডিয়া/৪৪.০১.০০০০.০৪৫.০২.০০১.২০(অংশ-১)-১৫ নং স্মারকমূলে অ্যাডিশনাল ডিআইজি (ডিএন্ডপিএস-১), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা-কে **"তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনকারীর তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে"** মর্মে পত্র প্রেরণ করেন। প্রার্থিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৫-০২-২০২১ তারিখে জনাব মোস্তফা কামাল উদ্দিন, সিনিয়র সচিব (জন নিরাপত্তা বিভাগ) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর), পক্ষে/এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা ০১-০৩-২০২১ তারিখে মিডিয়া/৪৪.০১.০০০০.০৪৫.০২. ০০১.২০(অংশ-১)-৯৬ নং স্মারকমূলে জনাব রফিকুল আলম-কে "ডিএমপি, ঢাকার ডিবির পশ্চিম বিভাগের নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মো: মাহবুবুল হক, বিপি-৬৯৯৫০৪১৪৫০ এবং এসআই (নি:)/ মো: রফিকুজ্জামান মিয়া, বিপি-৮০০০০৫৭৫২১ দ্বয়ের বিরূদ্ধে দাখিলকৃত অভিযোগ এখনও তদন্তাধীন বিধায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (ঠ) ধারা অনুযায়ী চাহিত তথ্য প্রদান করা সম্ভব হল না। আপীল আবেদনের পরেও তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৮-০৩-২০২১ তারিখ তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ২৭-০৭-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০৬-১০-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

৫। অভিযোগকারী গরহাজির থাকায় ২৭-১০-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৬। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী Zoom Apps এ সংযুক্ত হলেও বারবার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অভিযোগকারীকে শোনা যায়নি। অপরদিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে আইনজীবী Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন। পরবর্তিতে ১০-১১-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে সরেজমিনে শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৭। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী হাজির।

৮। শুনানীতে অভিযোগকারী জানান যে, তিনি তথ্য পাননি।

৯। শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জানান যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেননি। পুলিশ বিভাগ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন। তদন্ত কার্যক্রম অতি দ্রুত শেষ হয়ে যাবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। তদন্ত চলমান থাকায় তথ্য অধিকার আইনের ৭(ঠ) ধারা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা যায়নি। তদন্ত কার্যক্রম শেষ হলে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে ও দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের বিষয়ে তদন্ত চলমান থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। প্রতিপক্ষ কমিশনে যে জবাব দাখিল করেছেন তা আরও স্পষ্টীকরণ হওয়া উচিৎ ছিল। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বিলম্ব হয়েছে মর্মে জানিয়েছেন। তবে বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এবং সকল অফিসের কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কাজেই তদন্ত কার্যক্রম অতি দ্রুত শেষ করে অভিযোগকারীকে তথ্য দেয়া যায়। উপরিউল্লিখিত প্রতিপক্ষের বক্তব্য তথ্য হিসেবে অভিযোগকারীকে প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো:-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের বিষয়ে সর্বশেষ অবস্থাসহ সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগকারীকে অবহিত করার জন্য এ.আই.জি (মিডিয়া পাবলিক রিলেশন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ৬ ফনিক্স রোড, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা-কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)	(ডক্টর আবদুল মালেক)	(মরতুজা আহমদ)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং: ৯৭/২০২১

অভিযোগকারী : জনাব মো: মতিয়ার রহমান
পিতা: মৃত. আ: আজিজ
ঠিকানা: গ্রাম: লোকা, পো: পুটিমারা
উপজেলা: নবাবগঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর।

প্রতিপক্ষ : সহকারী পরিচালক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সহকারী পরিচালকের কার্যালয়
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
জেলা কার্যালয়, দিনাজপুর।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ: ২২-১১-২০২১)

অভিযোগকারী ০৪-০৩-২০২০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সহকারী পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সহকারী পরিচালকের কার্যালয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, দিনাজপুর বরাবর রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

(ক) দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গত ২০২০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত কতটি অভিযান পরিচালনা করে কি কি মাদকদ্রব্য উজার করেছে এবং কতটি মামলা দায়ের হয়েছে। দায়েরকৃত মামলার এজাহার কপি।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৪-২০২১ তারিখে অতিরিক্ত পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রংপুর বরাবর আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ৩১-০৫-২০২১ তারিখে (ডায়েরীভুক্ত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী) তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ১৯-১০-২০২১ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৮-১১-২০২১ তারিখ নির্ধারণ করে COVID-19 পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) শুনানী গ্রহণের জন্য অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। ধার্য তারিখে উভয় পক্ষ Zoom Apps এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন। ১ম পক্ষ জানান যে, যাচিত তথ্য তাকে সরবরাহ করা হয়েছে। অপরদিকে ২য় পক্ষ জানান, ১ম পক্ষকে এজহারের কপিসহ সরবরাহ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

মৌখিক বক্তব্য শুনানীঅন্তে এবং সামগ্রিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ২য় পক্ষ ১ম পক্ষকে এজহারের কপিসহ যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং ১ম পক্ষ যাচিত তথ্য পেয়েছেন। এ অবস্থাধীনে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা যায়।

সিদ্ধান্ত

২য় পক্ষ ১ম পক্ষকে এজহারের কপিসহ যাচিত তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং ১ম পক্ষ যাচিত তথ্য পেয়েছেন। এ অবস্থাধীনে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(ডক্টর আবদুল মালেক)	**(সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*)**	**(মরতুজা আহমদ)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার